www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ২০ চৈত্র – ২৬ চৈত্র, ১৪২১ ঃ ৪ এপ্রিল – ১০ এপ্রিল, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.24, 4 April - 10 April, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

আট মাসে আটটা নীল–সাদায় আবেদন পত্র

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : ২০১৪–এর জুনে কলকাতা পুর নিগমের মেয়র পারিষদ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী দিনে যে সমস্ত বাড়িওয়ালা তাঁর বাড়ির বাইরের দেওয়াল নীল–সাদা রং করবে তাঁর বাড়ির সম্পত্তি কর এক বছরের জন্য সম্পূর্ণরূপে মকুব করা হবে। পরে পুর–অধিবেশনে এই আইটেমটি বিল আকারে পুর কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে। কিন্তু এভাবে কোনও নির্দিষ্ট একটি রঙকে পুর নাগরিকদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার আইনী ক্ষমতা কলকাতা পুর নিগম আইনে (১৯৮০) নেই। শাসকদল পরিচালিত পুর বোর্ড এ ক্ষমতা কোথা থেকে পায়, তা নিয়ে বিরোধী পুর নেতানেত্রীরা জোরদার সরব হয়। এসব পুরোপুরি উপেক্ষা করে ১৯৮০–র পুর আইনেও প্রয়োজনীয় সংশোধন করে ফেলে তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ড। কিন্তু এত কিছু ঝক্কি পোহানোর পরেও বাড়ির বাইরের দেওয়াল নীল–সাদা রঙ করানোর কোনও আবেদন পুর সভার কোনও অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড কালেক্টরের কার্যালয় জমা না পড়ায় পুর নির্বাচনের পূর্বে পুর কর্তৃপক্ষ ভীষণ রকম চিন্তায় ছিল। পুর বাসীর বক্তব্য নীল–সাদা রঙে সাদা ভীষণ তাড়াতাড়ি নোংরা হয়ে যায়। যেটা অন্য রঙের ক্ষেত্রে ততটা নয়। পুর সূত্রে খবর, সম্প্রতি গড়িয়াহাট অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড কালেক্টরের কার্যালয়ে বাড়িতে নীল–সাদা রঙের জন্য আটটি আবেদন পত্র জমা পড়েছে। অর্থাৎ সাড়ে ছ' লক্ষ করদাতার মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র আট জন নাগরিক নীল–সাদায় 'সাড়া' দিল।

গরম পড়তেই আর্সেনিক–সর্পের জোড়া ছোবল

নোদাখালীর আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্প নানা সমস্যায় জেরবার

দশটি ব্লকে পানীয় জলের হাহাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২ নং ব্লকের অন্তর্গত নোদাখালি থানা এলাকার ডোঙাড়িয়ার বিশ্বের বৃহত্তম আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্প আজ নানা সমস্যায় জেরবার। এই প্রকল্প থেকে পাইপ লাইন যোগে জেলার দশটি ব্লকে জল সরবরাহ হয়। কিন্তু বর্তমানে মাঝে মধ্যেই পুরানো জলের পাইপ ফেটে গিয়ে জল সরবরাহে বিঘ্ন হচ্ছে। গত দোলযাত্রার দিন দশটি ব্লক এই কারণে নির্জলা ছিল। গত সপ্তাহে দুদিন ধরে কোনও এলাকায় জল সরবরাহ না হওয়ায় এলাকায় হাহাকার দেখা দিয়েছিল। এমনকি অনেক খাবারের দোকান জলের অভাবে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। বেশ কিছু এলাকায় জলই যাচ্ছে না। বাড়ি বাড়ি যে জলের সংযোগ আছে সেখানেও জল পড়ে সরু সুতোর মতো। গ্রামাঞ্চলে এই গ্রীষ্মকালে পুকুর খাল বিলে জল শুকিয়ে গেছে। তারও পর পুরানো টিউবওয়েল গুলোর সংস্কারের অভাবে খারাপ হয়ে পড়ে আছে। তাই দশটি ব্লকে জলের জন্য হাহাকার চলছেই। ২০০৪ সালে এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল। প্রথম দিকে পাড়ায় পাড়ায় ট্যাপ কল করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ৫০০ টাকার বিনিময়ে বাড়ি বাড়ি সংযোগ দেওয়া হয়। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে সংযোগ। হুগলি নদী থেকে যে জল নিয়ে শোধনাগারে আর্সেনিক মুক্ত জল উৎপাদন হয়, বর্তমানে তার থেকে চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন সরকারিভাবে বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া বন্ধ থাকলেও, মানুষ নিরুপায় হয়ে অবৈধ ভাবে জলের সংযোগ নিচ্ছে। এই পানীয় জল কোথাও কোথাও নার্সারি এবং পুকুরে মাছ চাষের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হচ্ছে। তার ফলে জলের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। আবার অনেক গৃহস্থ অবৈধভাবে কলের মুখে পাইপ লাগিয়ে মোটর দিয়ে জল টেনে নিচ্ছে। অবৈধ জলের সংযোগ বা অপচয়ের ব্যাপারে নজরদারিরও ঘাটতি আছে। যার ফলে দিন দিন জলের সরবরাহে ব্যাপক ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় এই প্রসঙ্গে বলেন, দীর্ঘদিনের জলের পাইপগুলো কোনও সংস্কার না হওয়ায় সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আমরা নতুন কিছু রিজার্ভার তৈরির চেষ্টা করছি যাতে করে এলাকাভিত্তিক জল সরবরাহ করা যায়। ডাঃ রায় বলেন, সাধারণ মানুষকেও জল অপচয়ের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। প্রসঙ্গত বর্তমানে যে জল সরবরাহ হচ্ছে তার স্বাদ ও গুণগতমান নিয়ে সাধারণ মানুষ বিব্রত। এই প্রসঙ্গে জল প্রকল্পের এক আধিকারিক বলেন, প্রতি বছরই এসময় জলের স্বাদ এবং রঙ এরকম হয়, তবে জলের গুণগত মান নিয়ে কোনও সমস্যা নেই।

মার্চেই সর্পদংশনের সংখ্যা ৪৮, কালাচ–কেউটের দাপট

কুনাল মালিক

সবে মাত্র গরম পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু তারই মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সর্প দংশন রীতিমতো বেড়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক এবং সাপ নিয়ে যারা গবেষণা করছে তাদের চিন্তা বাড়িয়েছে। গত মার্চ মাসেই জেলায় ৪৮টি সাপের কামড়ের খবর নথিভুক্ত হয়েছে। গতবছর থেকে যা ২০ শতাংশের বেশি। ইতিমধ্যেই কেউটের কামড়ে ক্যানিং হাসপাতাল এবং চন্দ্রবোড়ার কামড়ে ক্যানিং থেকে স্থানান্তরিত হয়ে কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এই খবর দেন দীর্ঘদিন সাপ নিয়ে যারা সচেতনতামূলক প্রচার ও গবেষণা করছে সেই ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্য। বিজনবাবু বলেন, আমাদের হেল্প লাইনে প্রায়ই সর্পদংশনের খবর আসছে। সাধারণত গরমকালে সাপের কামড়ের সংখ্যা বাড়ে। এ বছর প্রবণতাটা একটু বেশি।

ক্যানিং গোসাবা, বাসন্তী, পাথরপ্রতিমা, কুলতলী এলাকায় সাপের উপদ্রব বেশি ঘটছে। বিষাক্ত কালাচের পাশাপাশি কেউটের দাপটও আছে। গত বছর রায়দিঘিতে কালাচের উপদ্রম ছিল চোখে পড়ার মতো। একই পরিবারের দুই ভাই মারা গিয়েছিল। বিজনবাবু বলেন, গ্রামের মানুষ আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন হয়েছে। প্রতিটি হাসপাতালেই এখন অ্যান্টি ভেনাম সিরাম পাওয়া যায়। ক্যানিংয়ে মার্চ মাসেই সর্প চিকিৎসা নিয়ে তিনদিনের প্রশিক্ষণ হয়েছে। কিন্তু এখন সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের মধ্যে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে অনীহা আছে। তাই তারা রোগী এলেই কলকাতায় স্থানান্তরিত করে দেন। এর ফলে অনেক রোগীই মারা যান। সরকারি চিকিৎসকদের সাপে কাটা রোগীদের ব্যাপারে তৎপর হতে হবে। তবেই মৃতের হার কমবে। তা না হলে পর্যাপ্ত এভি এস থাকা সত্ত্বেও কোনও কাজ হবে না। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, আমরা প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে এভি এস মজুত রেখেছি। ডাক্তারদেরও সঠিক পরিষেবা দেবার জন্য আদেশ দিয়েছি।

কলকাতা পুরভোট এবং অন্যান্য পুরনির্বাচনে

মাঝপথেই মাঠ ছাড়তে পারে বিরোধীরা

পার্থসারথি গুহ

ভোটের ময়দানে নেমে পড়ার পর যদি কেউ দাবি করেন যে সন্ত্রাস বা বুথ দখলের কথা তখন মনে হতে পারে উপযুক্ত সংগঠনের অভাব ঢাকতে এই সব ছেদো যুক্তির আমদানি করা হচ্ছে। মানে ব্যাপারটা দাঁড়ায় 'নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা'র মতো। সারদা কিংবা অন্যান্য ইস্যু ভোঁতা হতে শুরু হওয়ার পর থেকেই দেখা যাচ্ছে সিপিএম তথা বামেরা কিংবা বিজেপি কেমন যেন একটা একটা গেল রব তুলছে। সূত্রের খবর পরিস্থিতি এমন দিকে গড়াচ্ছে কলকাতা পুরসভা সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় এমনও হতে পারে ভোট পর্ব মেটার আগেই হয়তো দেখা গেল সিপিএম এবং বিজেপি প্রার্থীরা একযোগে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিতে পারে। ফলে ভোটের ফলাফল বেরোনোর পর যখন দেখা যাবে যে শাসক দল তৃণমূল শতাধিক আসন অনায়াসে জিতে বসে আছে তখন এইসব বিরোধীরা বলতে পারবে 'আমরা তো আগেই সরে দাঁড়িয়েছিলাম'।

তা হলে অন্তত গো–হারান হারার গ্লানি থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যাবে। ভোটের ময়দান থেকে এইভাবে পালিয়ে যাওয়ার নজির অতীতেও অনেক রয়েছে। বামেদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস এবং বুথ দখলের অভিযোগ তুলে এর আগে কংগ্রেস এবং তৃণমূল একাধিকবার মাঠ ছেড়ে গিয়েছে। এর মধ্যে সব কিছু যে ভুলে ভরা অভিযোগ তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এমন দিকে গড়িয়েছিল যে শাসক দলের চরম চোখ রাঙানির ভয়ে রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছিল তৎকালীন বিরোধীদের। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে শাসক দলের অত্যাচারের চেয়েও সাংগঠনিক দূর্বলতা ঢাকতে এ ধরনের ট্যাকটিস বিরোধীরা বহুদিন ধরেই আয়ত্ত করেছে। এ রাজ্যে তো বটেই এই নিদর্শন ভূ–ভারতের অন্য রাজ্যে পাওয়া যাবে বিস্তর।

তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পঞ্চায়েত, লোকসভা নির্বাচন এবং যেসব উপনির্বাচন সংগঠিত হয়েছে তাতে একতরফাভাবেই প্রায় বাজিমাৎ করেছে ঘাসফুল। সারদা দুর্নীতি নিয়ে বিরোধীরা প্রবলভাবে আক্রমণ শানানোর পরেও শেষ হাসি হাসছে সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। গত লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে খালি দেখা গিয়েছে এ রাজ্যে বামেদের সাজানো বাগান তছনছ করে বিরোধী দলের একছত্র আধিপত্য হাতে নিয়েছে বিজেপি। সেই ছবিটা এবার বদলাতে পারে কলকাতা পুরভোটের ফলাফলে। তৃণমূলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশাপাশি ফের দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসতে পারে বামেরা। এই চিত্র ফুটে আসছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কথাতেই। আর এতেই যেন বিজেপির পদ্মফুল ভোটের আগেই উবে যাচ্ছে। যদিও প্রচারে, ফেস্টুনে, হোর্ডিংয়ে বিজেপির খরচের বাহার কম নয়। তা যেন শুধুমাত্র নম নম করে লড়াইয়ের মাঠে থাকার, অস্তিত্ব ধরে রাখার। বিজেপি এবং বামেরা অলিম্পিকের সেই নাম লেখানোর তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠছেন। কারণ ক্রমেই তারা বুঝছেন জয়ের চাবিকাঠি তাদের হাতের নাগালেও নেই। তাই শেষ মুহূর্তে চমক সৃষ্টি করে বাজার গরমের পথে যাচ্ছেন তারা। তবে এতে চিঁড়ে কতটা ভিজবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে সব বিরোধী রাজনৈতিক দলের। বিশেষ করে বিজেপি দলটি যেভাবে প্রচুর আশা জাগিয়েও ক্রমশ পিছনে হঠছে সাংগঠনিক ব্যর্থতায়। যার জন্য দলের এক অংশ সরাসরি আঙুল তুলছেন রাজ্যের বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী অর্থাৎ রাহুল সিনহাদের বিরুদ্ধে। এই অংশের কথাতেই ধরা পড়ছে যে নিজেদের অপদার্থতা দূরে সরাতে হয়তো পলায়নী মনোবৃত্তি নেওয়া হতে পারে। বামেদের অবস্থাও অনেকটা একইরকম বলে ফিসফাস দলের অভ্যন্তরে। তাই বিমান বসুর জায়গায় সূর্যকান্ত মিশ্রর আগমনে যতই চাঙ্গা হোক কর্মীরা পুরভোটে তার প্রতিফলন পড়ার সম্ভাবনা অনেক কম। সেই জন্য বামেরাও হয়তো সেই রিগিং ধুয়ো তুলে দুপুরের পর সরে যেতে পারে রণাঙ্গন থেকে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশন কি সত্যিই কাগুজে বাঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই তো কয়েক মাস আগেই জাতীয় নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতার তারতম্য নিয়ে বিপুল বিতর্কে ঝালাপালা হয়েছে রাজ্যবাসী। প্রাক্তন কমিশনার মীরা পান্ডের নেতৃত্বে রাজ্য নির্বাচন কমিশন উঠে পড়ে বোঝাতে চেয়েছিল তাদের ক্ষমতা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের থেকে কোনও অংশেই কম নয়। আদালতে গিয়ে আইনের ধারা উপধারা উল্লেখ করে বলবার চেষ্টা হয়েছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশনও যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধানই তাকে সে অধিকার দিয়েছে। বিচারক থেকে সাধারণ মানুষও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দাবির পক্ষেই মত দিয়েছিলেন।

সামনে রাজ্য জুড়ে পুর ভোট। সঙ্গে কলকাতা পুরসভার মহারণ। রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচনের কাণ্ডারী। কিন্তু বিপুল বৈপরীত্য। মনোনয়ন থেকে প্রচার, পুলিশ থেকে পরিদর্শক সবাই কেমন গা ছাড়া। কাগজে কলমে নির্দেশ বেরোলেও সেই কড়াকড়ি নেই। ইতিমধ্যেই কলকাতা সহ সারা রাজ্য ভরে গিয়েছে অবাধ দেওয়াল লিখন ও পোস্টার ফেস্টুনে। সরকারি দেওয়াল, ল্যাম্পপোস্ট রাস্তা ক্রমশ দখলে চলে যাচ্ছে রাজনৈতিক নেতাদের কব্জায়। দৃশ্য দূষণ রুখতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সেই কড়াকড়ি উধাও। সেই চেনা প্রশাসনের এই ভোটে অন্যরূপ। সরকারি আমলারা সরাসরি পাল্টা বলে দিচ্ছেন ছাড়ুন তো, পুরসভার ভোট আর আরশোলাও পাখি। অর্থাৎ এ ভোটের তেমন কোন গুরুত্ব নেই।

কি আশ্চর্য্য! ভোটেরও আবার ওরা আমরা। অথচ এই গুরুত্বহীন ভোটেও খরচা হচ্ছে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। গরমে ঘেমে নেয়ে ভোট দেবেন পুরবাসী। জয়ী প্রার্থীরা নিজের এলাকায় ছড়ি ঘোরাবার ছাড়পত্র পাবেন। ঠাণ্ডা ঘরের গদি পাবেন। জনগণের পিতা মাতা হবেন। তফাতটা কোথায়। এক আমলা বললেন তফাতটা নির্বাচন কমিশনের মানসিকতায়। তারা ভেবেই নিয়েছে কোনও রকমে সরকারের কাছে মুখ রক্ষা করে ভোটটা হলেই বাঁচি। চুলোয় যাক কড়াকড়ি। সফল রাজনীতিকরা। আসল জয় তাদের। তারা তো এমন নির্বাচন কমিশনই চান। আমাদের গণতন্ত্রের এটাই মহিমা। পাঁচ বছরে একবার ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবে। দিলেও ভালো, না দিলেও ভালো। জীবন যন্ত্রণা তোমার নিত্য সঙ্গী। এটা নিয়ে বাঁচতে হবে তোমাকে। মুখ খুললেই খাঁড়া নিয়ে তৈরি গণতন্ত্র। এমন ভাবে আর কতদিন?

প্রকৃতির প্রতিশোধের শিকার কাশ্মীর

শক্তিভূষণ সরকার

প্রতি বছরই ভূস্বর্গ বন্যায় ভাসবে। একথা গত বছরে কাশ্মীর কথা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করছিলাম হাওয়া অফিসের বাবুরা এই বন্যার কথা জানেন। তাঁদের আবহাওয়া যন্ত্র অনেক আগে থেকে জানিয়ে ছিল কাশ্মীরের অতি বৃষ্টির আশঙ্কার কথা। কিন্তু তারা কাশ্মীর এলাকার অতি বৃষ্টির আশঙ্কার কথা, কিংবা কাশ্মীর এলাকায় ধেয়ে আসা প্লাবনের কথা আগে থেকে জানান কী? আগে থেকে জানালে সরকার নিশ্চয়ই এলাকার লোকদের নিরাপদ অঞ্চলে সরিয়ে দিত এবং পর্যটকদেরও সতর্ক করত। হাওয়া অফিসের এই ত্রুটির জন্য কৈফিয়ত চাওয়া উচিত। কিন্তু কে নেবে কৈফিয়ৎ? সরকার বাহাদুর স্বয়ং যেখানে মৌসুমী বায়ুর অপমৃত্যু ঘটিয়ে সব অঘটনের কারিগরে পরিণত হয়েছে।

পাঠকরা জানেন মরুভূমির অগ্রগমন রোখার অছিলায় রাজস্থানের থর মরুতে সেচ করে ফসল ফলিয়ে মরুভূমির আবহাওয়া পাল্টে দিয়েছে সরকার। মরুভূমি আগের মতো আর উত্তপ্ত হয়ে শূন্যতা সৃষ্টি করতে পারছে না। তাই নিম্নচাপের কেন্দ্র বিন্দু (L) সরে এসেছে মধ্য ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। মরুভূমি কাছাকাছি অঞ্চল বৃষ্টি কম পায়। অপেক্ষাকৃত দূরের অঞ্চলে বেশি বৃষ্টি পায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মরু কেন্দ্রিক আবহাওয়া এখন উধাও। ওই এলাকা ছেড়ে(L) উদ্বাস্তু হয়ে ভারতের মধ্যাঞ্চলের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। মরু শাসনের দড়ি আলগা হয়ে যাওয়ায় আরব সাগরের জল এবং ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের বাষ্প কাশ্মীর পর্বতেও জমাট বেঁধে বৃষ্টি দিয়েছে। কাশ্মীর বৃষ্টি প্রধান অঞ্চল নয়। তাই বৃষ্টি প্রধান পূর্ব ভারতের সমতল অঞ্চলের মত জল নিকাশি নদীনালা খাল বিল নেই। নেই পুকুর ডোবার মত জল ধারণের মতো আধার। তাই অতি বৃষ্টিতে কাশ্মীর নাকাল। সমতল অঞ্চল থেকে পাহাড়ী অঞ্চলের নদীর স্রোত বেশি, গভীরতা কম, তাই অতি বৃষ্টির জল বিধ্বংসী স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় জীবন যৌবন। পার্বত্য এলাকায় রাস্তার ধারে ধারে ঘর বাড়ি, হোটেল গড়ে ওঠে। নদী থেকে অনেক নীচের দিকে, অতি বৃষ্টি হয়ে সব জল মিলে মিশে সর্বনাশা স্রোতের আকারে ভাসিয়ে দিচ্ছে। দেখা দিয়েছে ধ্বস। সমতলে বন্যা হলেও জলরাশি এত স্রোতস্বতী হয় না। সমতল অঞ্চলে জলযান থাকে। কিন্তু পার্বত্য এলাকায় এর অভাব থাকায় উদ্ধার কাজে বিপত্তি দেখা দেয়। এ কারণে পাহাড়ী অঞ্চলে বন্যায় সমতল অপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রকৃতি দেবী এসব সমস্যা নিবারণের জন্য পাহাড়ী এলাকায় সর্বগ্রাসী বন্যা ঘটান না। আগত মৌসুমী সমতল অঞ্চলকে ঝরিয়ে দিয়ে যা সামান্য জল নিয়ে হিমালয়ে হাজির হয় তার অনেকটাই হিমালয়ের জটায় আটকে হিমবাহের বরফ হিসাবে সেঁটে থাকে। রৌদ্রের তাপে ধাপে ধাপে ওই বরফ গলে গলে সারা বছর ধরে ঝর্ণার ধারা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাহাড়ী নদী বক্ষে। এই অবস্থা বজায় রাখার জন্যই প্রকৃতি দেবী রাজস্থান এলাকায় মরুভূমি তৈরি করে দিয়েছেন।

ওই মরু ও তিন দিক বেষ্টিত হিমালয়ের জন্য মৌসুমী বায়ু যে গ্যালন গ্যালন জল নিয়ে হাজির হয় তার অধিকাংশই স্থলভাগে ঢেলে দেয়। সমভূমি বন্যায় ভাসে কিন্তু পাহাড় ভাসে না। এখন সরকার থর মরুতে আত্যান্তিক সেচে নষ্ট করে ফেলেছেন মরুর স্বাভাবিক ছাদকে। এই মরুভূমি সবুজ করতে গিয়ে মধ্য ভারত মরুভূমি হতে চলেছে। হাওয়া বাবুরা প্রায়ই বলেন মধ্য ভারতে নিম্নচাপ। কিন্তু এই নিম্নচাপের কেন্দ্র বিন্দু তো মধ্যভারতে আগে ছিল না, তাই আগে মৌসুমী চলত আপন ছন্দে। এখন সরকার সেই ছাদের বিনাশ সাধন করে মৌসুমীর ঢাল পাল্টে দিয়েছে। তাই নিয়মিত অনাসৃষ্টি হবেই হবে। কাশ্মীর, রাজস্থান, পাকিস্তান, গুজরাট, মুম্বই কেন্দ্রীক অঞ্চল আচমকা বন্যায় নিয়মিত ভাসবে আর পূর্ব ভারত জ্বলবে।

ভ্রান্ত পরিকল্পনায় আবহাওয়া বেসামাল

ভারতীয় বাজারের প্রত্যাবর্তন

শেয়ার বাজারের রং বদলের সঙ্গে মানানসই করে তোলার স্ট্র্যাটেজি

শুদ্ধাশিস গুহ

শেয়ার বাজারের ম্যাজিক ফের অব্যাহত। সৌজন্যে প্রায় দশ শতাংশ কারেকশন বা সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হল ভারতীয় শেয়ার বাজার। যার ফলে রুদ্ধদ্বার অবস্থার মধ্যে দিয়ে গুজরান করলেন ট্রেডাররা। সেই মার্চ মাসের শুরুতে বাজার নতুন উচ্চতা খুঁজে নিয়েছিল। নিফটি গিয়ে পৌঁছেছিল ৯১০০–তে। সেনসেক্সের ঠিকানা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩০ হাজারের অনেক ওপরে। সেই বাজারেই হঠাৎ করে ছন্দপতন ঘটল। বেশ কিছুদিন ৮৬০০ থেকে ৮৮০০–র মধ্যে থাকার পর সহসাই নামতে থাকে বাজার। যাকে বলে রীতিমতো বড়সড় কারেকশন। বিভিন্ন ব্রোকার হাউস থেকে সাবধানবাণী হিসেবে বলা হচ্ছিল বাজার যদি ৮৫০০ ভাঙে তাহলে অনেকটাই নিচে আসতে পারে।

সেই আশঙ্কাই কার্যত সত্যি প্রমাণিত হল এক্ষেত্রে। এখনও পর্যন্ত বাজার যে কারেকশন মুড থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এসেছে তা নয়। তাও বলা যেতে পারে বেশ কিছুদিনের গুমোটভাবের পর ফুরফুর ভাব ফিরে এসেছে বাজারে। কিন্তু এই সাময়িক উত্থান 'দো দিন কা চাঁদনি' কিনা তা নিয়ে বিস্তর জল্পনা রয়েছে। ভারতীয় নিফটি প্রায় মোক্ষম সাপোর্ট লেবেলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। ৮২০০–র কাছে এসে ওই ৮২৫০ এর স্তর থেকে হঠাৎ করেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে আপাতত। শেয়ার বাজারের টেকনিক্যাল ভাষানুযায়ী এই ঘুরে দাঁড়ানো বা সাময়িক উত্থান 'ডেড ক্যাট বাউন্স' নাকি সত্যি সত্যি ইতিবাচক দিক নির্দেশ করছে তা জানতে অপেক্ষা করতেই হবে আগামী কয়েকদিন। এই সপ্তাহে বাজার হবে মাত্র তিনদিন। সোম থেকে বুধবার পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার মহাবীর জয়ন্তী এবং শুক্রবার গুড ফ্রাইডের জন্য মার্কেট বন্ধ থাকবে। এই প্রেক্ষিতে সোমবার বাজারের ওপরের দিকে ওঠা সম্পর্কে এখনই কোনও স্থায়ী সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই সপ্তাহে মানে বাকি দুদিনও যদি সব ঠিকঠাক থাকে তা হলে ধরে নিতে হবে ভারতীয় বাজার এই অন্তর্বর্তীকালীন সংশোধনী পর্ব পিছনে ফেলে এসেছে।

এবারের পতনে নিফটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পড়েছে ব্যাঙ্ক নিফটি। মোটামুটিভাবে সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাঙ্ক সকলেই ব্যাপকভাবে পড়েছে এই সময়কালে। সরকারি ব্যাঙ্ক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের তৃতীয় কোয়ার্টারের রেজাল্ট চলাকালীন অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায়। অপরদিকে বাজারের পতন তথা ব্যাঙ্ক নিফটির কারেকশনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পতন ঘটেছে বেসরকারি ব্যাঙ্কেরও। সুতরাং ভারতীয় বাজারকে পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি অর্জন করতে হলে সবার আগে ব্যাঙ্ক নিফটিকে রুখে দাঁড়াতে হবে। সদর্পে গর্জন করে পুরো ভারতীয় বাজারের হাল ধরতে হবে। সেমিফাইনালে বিরাট কোহলির মতো ব্যার্থ হলে চলবে না, বরং বাজারের এই সন্ধিক্ষণে দেশের বুল রান তথা ষাঁড় দৌড়কে সচল রাখতে প্রধান ভূমিকা নিতে হবে ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক সংস্থার শেয়ারগুলিকে। এটাই এই মুহূর্তের সবথেকে বড় চাহিদা। না হলে মুখ থুবড়ে পড়তে সময় লাগবে না। আর একবার যদি ভারতীয় নিফটি ৮২০০–র ঘর ভেঙে দেয় তবে ৮ হাজারের ঘরেও তা দাঁড়াবে বলে মনে হয় না। এখান থেকে সোজা চলে আসতে পারে ৭৮০০–র কাছেপিঠে। গত কয়েকমাসে দেখা গিয়েছে এই জায়গাটাই নিফটির সবথেকে বড় বেস বা ভিত। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ তো এমন ধারণাও পোষণ করছেন যে ভারতীয় বাজার যদি সত্যি এই ধরনের বড় কারেকশনের মুখে পড়ে তাহলে সাত হাজারের কাছে চলে আসাটাও অস্বাভাবিক নয়। এখানেই আরও একবার অবাক করছে বাজার। প্রমাণ করছে আর পাঁচটা বাজারের চেয়ে শেয়ারের বাজারের ধরণধারণই আলাদা। এখানে উত্থান বা পতনের পরিসীমা সম্পর্কে কারও ভবিষ্যৎবাণীই মেলে না। বাজার তার নিজের কক্ষপথে চলমান থাকে। যা সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তাভাবনার ওপর বিচরণ করে। এইভাবেই শেয়ার বাজার নিজেকে অন্যান্য বাজার থেকে পৃথক করে থাকে। নিজস্ব অস্তিত্বের জানান দেয় বারংবার। মানে যখন সকলেই বাজার সম্পর্কে দারুণ বুলিশ হয়ে ওঠেন বা বাজারের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে ওঠেন তখন দেখা যায় বাজার পড়তে শুরু করে দেয়। আবার বাজার পড়তে থাকাকালীন পণ্ডিতেরা যখন বাজারের রসাতলে যাওয়া নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে তখন পালটে যায় প্রেক্ষাপট। তাতে দেখা যায় অকস্মাৎ বাজারে বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়।

এখন ঘটনা হল কোন সময় বাজারে শেয়ার কিনতে হবে বা পজিশন নিতে হবে তা নির্ণয় করা খুব শক্ত। আবার শেয়ারের দাম যখন বাড়তে থাকে তখন বেচার জায়গাটা ঠিক করা দারুণ কঠিন হয়ে যায়। এই জন্য শেয়ার টেকনিক্যালস–এর পাঠ নেওয়া অত্যন্ত আবশ্যিক। যাতে বোঝা সম্ভব কোনও শেয়ার কখন কিনতে হবে বা বেচতে হবে। এর জন্য পড়াশুনা করেই এই বাজারে ট্রেড করা উচিত। নচেৎ ঠকতে হতে পারে। তার ওপর শেয়ার বাজারের গতিপ্রকৃতি ভাবনাচিন্তার মধ্যে থাকাটাও বিশেষ জরুরি। শেয়ার বাজারের এই রঙ বদল মনে করাতে পারে বর্ষাকালকে। এই আকাশ খটখটে তো পরক্ষণেই দেখা গেল ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে উঠল। সঙ্গে শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। এই দিক থেকে শেয়ার বাজারের আচরণও প্রায় একরকম। অর্থাৎ রং পালটানোর খেলায় শেয়ার বাজার হার মানাতে পারে গিরগিটি বা বহুরূপীকেও। সেই রূপ বদলের বিষয়টাই এখনও বিস্ময় জাগায় বহু প্রবীন ট্রেডারের মনেও। তাই শেয়ার বাজার থেকে টাকা অর্জন করা বা মুনাফা পাওয়ার জন্য স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ বিশাল ব্যাপার । এই জায়গা থেকেই শেয়ার বাজারের অস্তিত্ব এবং সীমানা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব। ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই রকমফের শুধু যে এই দেশেই সীমিত তা নয়। সারা পৃথিবীর অর্থ বাজারের দিকে তাকালেই এই ছবি চোখে পড়বে।

যাইহোক শেয়ার বাজারের এই কাহিনিটাই একে রহস্যময়ী করে তুলেছে সারা দুনিয়ার কাছে। কারণ পরতে পরতে এর পরিবর্তন মানুষকে পুলকিত করে। তাই শেয়ার বাজারের প্রতিটি কারেকশনকে অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদি সুযোগ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এর ফলে আগামী দিনে আপনার সম্পদ মজবুত হয়ে উঠতে পারে। এই মুহূর্তে ভারতীয় শেয়ার বাজারে ফার্মা বা ওষুধ সংক্রান্ত শেয়ারের দিকে বিশেষ ভাবে নজর রাখতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। এটি এমনই একটি ক্ষেত্র যা বাজারের চূড়ান্ত পতনের পরেও এগিয়ে চলে নিজস্ব ছন্দে। ভারতীয় ওষুধ জগতের সাম্প্রতিক সাফল্য মজবুত করছে বাজারকে।

অর্থনীতি

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৪ এপ্রিল – ১০ এপ্রিল, ২০১৫

মেষ: মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পেলেও মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে পড়বেন। আপনার পূর্বকল্পিত দায়িত্ব বহুল কাজগুলি বাধার মধ্যেও সু–সম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভ। শিক্ষায় সাফল্য।

বৃষ: পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। যে কোনও কলা শিল্পে পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাবে। স্নেহ–প্রীতির দ্বারা মন আকৃষ্ট হবে। অযথা মাথা গরম করবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে। চলাফেরায় সাবধান থাকবেন।

মিথুন: আপনার ব্যক্তিত্বের জোরে অনেক শুভ কাজ করতে সমর্থ হবেন। যাঁরা গান বাজনা করেন তাঁরা সাফল্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধা থাকলেও শুভ হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্য পাবেন।

কর্কট: কর্মস্থলে প্রচুর দায়িত্ব বেড়ে যাবে। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করলে যথেষ্ট শুভফল পাবেন। মান–সম্মান বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতি হবে। তবে সঞ্চয়ে বাধা। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

সিংহ: মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। বন্ধু থেকে সাবধান থাকবেন। আত্মীয়দের সঙ্গে মতান্তর ঘটতে পারে। সাবধানে চলবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ। প্রতারনার দ্বারা ক্ষতি। কর্মে উন্নতির যোগ। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। শিরঃপীড়ার যোগ রয়েছে।

কন্যা: সময়টি শুভ হলেও মাঝে মাঝে ঝামেলা ভোগ করতে হবে। অর্থনৈতিক দিক শুভ কিন্তু খরচের মাত্রা অতিরিক্ত হওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন।

তুলা: আধ্যাত্মিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। শরীর ভাল যাবে না। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে বাধা আসবে, তথাপি শুভফল পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। অথবা কর্মে উন্নতির যোগ।

বৃশ্চিক: খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। অনেকে বাতের ব্যাথায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মাঝে মাঝে সমস্যা দেখা দেবে। শিক্ষায় ভালফল পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

ধনু: বাত বেদনায় কষ্ট পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। মনের কথা কাউকে বলবেন না। ব্যবসায় উন্নতির যোগ। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি'র বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে আছে।

মকর: আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পেলেও সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। জল থেকে সাবধান থাকবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। বুঝে না চললে ক্ষতি হতে পারে।

কুম্ভ: আপনার সুন্দর মানসিকতার জোরে সম্মান পাবেন। শিক্ষায় ভালফল হবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। খাওয়া–দাওয়া বুঝে করবেন।

মীন: গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন, শরীর ভাল যাবে না। বাতের রোগে কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। লেখাপড়ায় ভালফল পাবেন। রক্তের উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট। আর্থিক বিষয়ে শুভ, ভ্রমণে বাধা।

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে

৪১১ সহ–অধ্যাপক নিয়োগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীন জেনারেল ডিগ্রি কলেজে কাজের জন্য 'অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর' পদে ৪১১ জন লোক নিচ্ছে। ইতিহাস, সোশিওলজি, সংস্কৃত, সাঁওতালি, ইংরিজি, বাংলা, দর্শন, অর্থনীতি, ফিজিক্স, অঙ্ক, ফিজিওলজি, স্ট্যাসিস্টিক্স, ভূগোল, জিওলজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাইকোলজি, কেমিস্ট্রি, জুলতি, বটানি, মাইক্রোবায়োলজি, অ্যানথ্রোপলজি, কম্পিউটার সায়েন্স, এডুকেশন, নেপালী, কর্মাস, ও নিউট্রিশন বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী, শারিরীক প্রতিবন্ধী ও দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী হলে ৫০%, ১৯৯১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের আগে মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা পি এইচ ডি করে থাকলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য আবেদন করতে পারেন। 'নেট', 'স্লেট' বা 'সেট' পরীক্ষায় সফল হয়ে থাকতে হবে। ২০০৯ সালের ইউজিসি'র নিয়মানুযায়ী যাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি করেছেন, তাঁরা 'নেট' 'স্লেট' 'সেট' পরীক্ষায় সফল না হয়ে থাকলেও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১–১–২০১৫'র হিসাবে ৩৭ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর ওবিসিরা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাসনে : ১৫,৬০০–৩৯,১০০ টাকা ও গ্রেড পে ৬,০০০ টাকা। কোন বিষয়ে কটি শূন্যপদ : ইতিহাস (সিরিয়াল নং A) : ৩৮টি (জেনাঃ ২০, তঃজাঃ৮, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি–এ ক্যাটেগরি ৪, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ২, বধির প্রতিবন্ধী ১)। সোশিওলজি (সিরিয়াল নং B) : ১৬টি (জেনাঃ ৭, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ১, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ১, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ২, এলএমডি/সিপি১)। সংস্কৃত সিরিয়াল নং C) : ৮টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ২, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি১)। সাঁওতালি (সিরিয়াল নংD): ৬টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ১, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি১)। ইংরিজি (সিরিয়াল নং E): ৩৮টি (জেনাঃ ১৯, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৩, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ৪, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ৩, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১)। বাংলা (সিরিয়াল নং F): ৩৮টি (জেনাঃ ২০, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ২, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ৪ ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ৩, বধির প্রতিবন্ধী ১)। দর্শন (সিরিয়াল নং G): ৩৮টি (জেনাঃ ২১, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ২, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ৩, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ২, এলএমডি/সিপি ১)। অর্থনীতি (সিরিয়াল নং H) ২টি (জেনাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। ফিজিক্স (সিরিয়াল নংI): ২৪টি (জেনাঃ ১১, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ১, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ৩, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ২, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১)। অঙ্ক (সিরিয়াল নং J): ২৩টি (জেনাঃ ১২, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ১, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ২, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ২, বধির প্রতিবন্ধী ১)। ফিজিওলজি (সিরিয়াল নং K): ৮টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ১, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ১, স্ট্যাটিস্টিক্স (সিরিয়াল নং L): ২টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১। ভূগোল (সিরিয়াল নং M): ৮টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ২, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ১, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ১)। জিওলজি (সিরিয়াল নং N): ৬টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, এলএমডি/সিপি ১)। রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সিরিয়াল নং O) : ৩৮টি (জেনাঃ ২০, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ২, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ৫, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ২, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১)। সাইকোলজি (সিরিয়াল নং P): ২টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১)। কেমিস্ট্রি (সিরিয়াল নং Q) : ৩৮টি (জেনাঃ ২০, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ২, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ৪, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ৩, বধির প্রতিবন্ধী ১)। জুলজি (সিরিয়াল নং R): ২২টি (জেনাঃ ১১, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ১, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ২, এলএমডি/সিপি ১)। বটানি (সিরিয়াল নং S): ২২টি (জেনাঃ ১৩, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ১, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ২, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ১)। মাইক্রোবায়োলজি (সিরিয়াল নং T) : ২টি (জেনাঃ ১, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ১)। অ্যানথ্রোপলজি (সিরিয়াল নং U): ৮টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ১)। কম্পিউটার সায়েন্স (সিরিয়াল নং V) : ২টি (জেনাঃ ১, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ১)। এডনকেশন (সিরিয়াল নং W) : ১০টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ৩, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ১, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ১, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১)। নেপালী (সিরিয়াল নং X) : ৪টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১)। কমার্স (সিরিয়াল নং Y) : ৬টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ১, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ১)। নিউট্রিশন (সিরিয়াল নং Z) : ২টি (জেনাঃ) এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং3/2015 দরখাস্ত দেখে বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হলে স্ক্রীনিং টেস্ট/ লিখিত পরীক্ষা হতে পার।

কাজের খবর

দরখাস্ত করবেন শুধুমাত্র অনলাইনে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.pscwbonline.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জেপিইজি ফর্ম্যাটে ২০ থেকে ৫০ কেবি'র মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করবেন ২০০ ডিপিআই'তে। প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে 'One Time Registration' এ ক্লিক করতে হবে। তখন একটি ফর্ম পাবেন। ওই ফর্মের সব কলাম ঠিকভাবে পূরণ করবেন। এবার 'Registger Button' এ ক্লিক করলে পরের পেজে যেতে পারবেন। তখন যে তথ্য দিয়ে ফর্ম পূরণ করেছেন, সেগুলি ডাউনলোড করতে পারবেন। ফর্ম ডাউনলোড করার সময় 'Back Button'এ ক্লিক করলে ওই রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি আবার মডিফাই করতে পারবেন। কিন্তু 'Confirm Button'এ ক্লিক করলে রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এই আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রার্থীর নিজস্ব ই–মেল আইডি'তেও পাবেন। পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কোনও পরীক্ষার জন্য অনলাইনে 'One Time Registration' করে থাকলে নতুন করে আর রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। সেক্ষেত্রে তাঁদের বেলায় শুধুমাত্র পরীক্ষা ফী দিলেই হবে।

যাঁরা প্রথম 'One Time Regisgration' করে আইডি ও পাসওয়ার্ড পেয়েছেন, তাঁরা আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে 'Log–in' এ গিয়ে ক্লিক করলে ৬টি ট্যাব পাবেন। সেখানে 'Important Information' ও 'Scheme and Syllabus' এ গিয়ে বিস্তারিত তথ্য পাবেন। এবার 'I have read and above mentioned caution' এ ক্লিক করে 'Next' এ গিয়ে ক্লিক করলে 'Personal Details' পাবেন। তখন স্ক্যন করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে নেবেন। এরপর 'Next Button' এ ক্লিক করলে 'Declaration Tab' পাবেন। তখন Submit করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ২১০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা দিতে হবে। ফী দেওয়ার জন্য স্ক্রীনে এই দুটি অপশন পানেব : (i) Payment through online Mode, (ii) Payment through offline Mone/Counter Payment.

অনলাইন মোডে পরীক্ষা ফী দেওয়ার পদ্ধতি : অনলাইন মোটে টাকা জমা দিতে পারবেন নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। টাকা জমা দিলে রাজ্যের GRIPS (Government Receipt Portal System) পোর্টালের মাধ্যমে আপনা থেকেই Finance Department Government of West Bengal নামের একটি চালান দেখতে পাবেন স্ক্রিনে। তখন Confirm বাটন টিপলেস ব্যাঙ্কের নামের তালিকা পাবেন। এবার যে ব্যাঙ্কের নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা জমা দেবেন, সেই ব্যাঙ্কের নাম সিলেক্ট করে যাবতীয় ব্যাঙ্কিং তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই টাকা জমা হয়ে যাবে। এছাড়াও টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডেও দিতে পারবেন। তখন রেকর্ড হিসাবে অ্যাকনলেজমেন্ট সেভ করে ও প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। ওই অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপেGovernment Reference Number (GRN) ওBank Reference Number (BRN) পাবেন, যা যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দেবেন।

অফলাইন মোড/কাউন্টারে পেমেন্ট মোডে পরীক্ষা ফী দেওয়ার পদ্ধতি: অফলাইন মোডে/কাউন্টার পেমেন্ট মোডে সিলেক্ট করুন। তখন GRIPS পোর্টালের মাধ্যমে আপনা থেকেই Finance Department Government of West Bengal নামের একটি চালান দেখতে পাবেন স্ক্রিনে। তখন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কোনও শাখায় নগদে ২১০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা জমা দেবেন। ব্যাঙ্কে টাকা দেওয়ার পর ১ কপি ব্যাঙ্কে জমা নিয়ে নেবে ও ১ কপিতে সীলমোহর মেরে ফেরৎ দেবে। অফলাইনে ফী দিতে পারবেন ১১ এপ্রিলের মধ্যে।

অনলাইন ও অফলাইনের ক্ষেত্রে টাকা জমা দেওয়ার জন্য বৈধ ই–মেল আইডি ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে। কোনও প্রমাণপত্র তাকে পাঠাতে হবে না। যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রত্যায়িত নকল নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রয়োজন হলে পিএসসি কর্তৃপক্ষ সময় মতো চেয়ে নেবে।

দুর্গাপুরে সেনাবাহিনীর নিয়োগ শিবির

সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য আগামী ৭ এপ্রিল থেকে দুর্গাপুরের নেহেরু স্টেডিয়ামে সপ্তাহব্যাপী এক নিয়োগ শিবিরের আয়োচন করা হয়েছে। শিবিরে বর্ধমান, নদীয়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রার্থীরা অংশ নিতে পারবেন।

সেনাবাহিনীতে সোলজার টেকনিক্যাল, সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (ভেটেরিনারি), সোলজার ট্রেড্সম্যান, সোলজার জেনারেল ডিউটি ও করণীক পদে নিয়োগের জন্যই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

নিজের আইন নিজেরাই জানে না শ্রমিকরা

দীপা কর্মকার : শ্রমিক মালিকের সুস্থ সম্পর্ক যে কোনও প্রতিষ্ঠান বা রাজ্যের প্রগতির মূল চাবিকাঠি। উভয়ের মিলিত সহাবস্থানে প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক পরিবেশের সৃষ্টি হয় ও সাস্টেইন প্রোডাক্টিভিটি বজায় থাকে। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যের বহু প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কমছে তার প্রধান সমস্যা শ্রমিক মালিক অসন্তোষ, শ্রমিকদের মূল প্রাপ্য সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও অসচেতনতা যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সমস্যাকে মাথায় রেখে ও তা উচ্চরণের জন্য ভাবি পথ বের করবার লক্ষ্যে জে পি লেবার ওয়েলফেয়ার এডুকেশন ও রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সভাপতি রমেন পান্ডে গত ১৮ মার্চ কলামন্দিরে একটি সেমিনারের আয়োজন করেন। সেমিনারের মূল বিষয় ছিল শ্রমিক–মালিক নির্বিশেষে আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, ও প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই.এস.আই–এর মতো সরকারি সুবিধা সংক্রান্ত আলোচনা যা উৎপাদনে ও প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। সভাপতি জানান, রাজ্য

সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরিষদ ও সেন্ট্রাল বোর্ড ফর ওয়ার্কার এডুকেশনের মতো বহু সংস্থা যারা শ্রমিক–মালিক সম্পর্ক সহজ ও সুষ্ঠ করতে ও প্রতিষ্ঠানে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের উদ্যোগে কোথাও একটা ঘাটতি থোকে যাচ্ছে। এর জন্য চাই সকলের মিলিত সহাবস্থান, যেখানে সকল অসুবিধা ও ঘাটতি নিয়ে আলাপ আলোচনা হবে এবং সমাধানের পথ মিলবে।

সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমবিভাগের মন্ত্রী মলয় ঘটক, কেন্দ্রীয় সরকারের লেবার কমিশনার এস. চক্রবর্তী, রাজ্য সরকারের লেবার কমিশনার জাওয়েদ আখতার, কেন্দ্রীয় অ্যাডিশনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার ভি. বিজয় কুমার, পূর্ব ভারতের ই. এস. আই. সি–র ডিরেক্টর অরুন পান্ডে এম.এস.কর পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডিশনাল লেবার কমিশনার আজিজ রাসুল, সেন্ট্রাল বোর্ড পর ওয়ার্কার এডুকেশনের রিজওনাল ডিরেক্টর এস কে রায়।

বর্তমানে শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ৪৪টি আইন রয়েছে, এছাড়া প্রত্যেক রাজ্যে রয়েছে নিজস্ব শ্রমিক আইন। হিসাব করলে তার সংখ্যা বিশাল। কিন্তু যাদের জন্য এই আইন তারাই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত, বললেন অরুন পান্ডে। তিনি জানান যে যোজনা কমিশনের পক্ষ থেকে মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহের শুক্রবারে ক্ষেত্রীয় কার্যালয়তে ও দ্বিতীয় সপ্তাহের বৃহস্পতিবার শাকা কার্যালয়তে একটা সমাগম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে শ্রমিকদের নিজেদের অধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যও তাদের সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সমস্যা হল সমাগমে উপস্থিতির সংখ্যা খুব কম। আজিজ রাসুল তার নিজের বক্তব্যে জানান যে এখন অত্যাধুনিক কম্পিউটারাইজড যুগে শ্রমিক মালিক নির্বিশেষে সব তথ্য ও আইনি অধিকার নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটেই পাওয়া যায়। কেবল একটা ক্লিকের মাধ্যমেই নিজের যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান মিলবে সহজেই।

বক্তাদের মূল কথা হল শ্রমিকদের নিজের অধিকার সম্পর্কে স্ব–চেতন ও স্ব–শিক্ষিত হতে হবে। তাদের বিপদে ও ভুল পথে চালনা করার লোকের অভাব নেই। ঠিক জায়গা ও ঠিক মাধ্যম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলে তবেই প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক পরিবেশ ও বজায় থাকবে উৎপাদনশীলতা।

ভক্ষক রক্ষকের হাতে আক্রান্ত পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : খোদ সিভিক পুলিশের হাত থেকে দিদিদের সম্মান বাঁচাতে এসে আক্রান্ত হলেন দুই কলেজ পড়ুয়া। জখম দুই কলেজ ছাত্রকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুই ছাত্র ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের রায়নগরের বাসিন্দা। মঙ্গলবার সন্ধেয় ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ডায়মন্ডহারবার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। ঘটনার প্রতিবাদে অভিযুক্ত সিভিক পুলিসদের শাস্তির দাবিতে এলাকার কয়েকশ বাসিন্দা ডায়মন্ডহারবার জিআরপি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। উত্তেজনা ছড়ানোয় রাতে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে আক্রান্ত চাত্রের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত চার সিভিক পুলিশের বিরুদ্ধে জি আরপি তানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিস। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধেয় তিন দিদিকে বাসে তুলে দেওয়ার জন্য স্টেশনের ওপর দিয়ে হেঁটে ডায়মন্ডহারবার বাস স্ট্যান্ডে নিয়ে আসছিলেন পিসতুতো ভাই। অভিযোগ, সেই সময় স্টেশনে কর্তব্যরত চার সিভিক পুলিশ তিন তরুণীকে উত্যক্ত করে। তখন প্রতিবাদ করেন সঙ্গে থাকা ভাই। অভিযোগ, সাথে সাথে ওই কলেজ পড়ুয়াকে প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে ফেলে ব্যাপক মারধোর করতে থাকে। সেসময় পিছনে হেঁটে আসছিলেন আরেক পিসতুতো দাদা। ভাইকে মারছে দেখে দৌড়ে বাধা দিতে আসেন দাদা। তাকেও ব্যাপক মারদোর করে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি জানাজানি হলে এলাকার কয়েকশ মানুষ জিআরপি থানা ঘেরাও করেন। আক্রান্ত দুই ছাত্র ডায়মণ্ডহারবার ফকিরচাঁদ কলেজের প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। যদিও রাত পর্যন্ত রেল পুলিসের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ঘটনাস্থলে যান ডায়মন্ড হারবার তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মনমোহিনী বিশ্বাস এবং উত্তেজিত জনতার সাথে কথা বলেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন পরে পুলিসের সাথে কথা বলে উত্তেজিত জনতার সাথে কথা বলেন। এবং ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিস ও মনমোহিনী দেবী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

দুর্ঘটনায় মৃত ১, জখম ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : সোমবার দুপুরে পাথরপ্রতিমার ভুঁইয়ার মোড়ে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনায় জখম হয়েছে এক স্কুল পড়ুয়া–সহ ৪ জন। সকলকে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃত রতন পাল (৩৯) স্থানীয় ব্রজবল্লভপুরের বাসিন্দা। জখমরাও স্থানীয় বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ একটি মারুতি ভ্যান ঢোলা থেকে রামগঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে বেকার মোড়ে ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়ুয়া এক ছাত্রীকে স্কুল যাওয়ার পথে প্রথমে ধাক্কা মারে মারুতিটি। জখম ছাত্রীকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা।

পুর ছোঁয়ায় স্বাস্থ্যোন্নয়ন বেহালায়

সুমনা সাহা দাস

আসন্ন পুরসভা নির্বাচনের জোরকদম প্রস্তুতি পর্বে সেজে উঠেছে শহরের দেওয়াল থেকে লাইট পোস্ট। আনাচে কানাচে প্রার্থীদের দলীয় প্রতীকসহ সহাস্য

মুখ ও মাইকের শব্দে তোলপাড় দিগ্বিদিক। বেহালা অঞ্চলও বাদ পড়েনি প্রচারের এই রমরমা থেকে।

২০১০–এর নির্বাচনে বরো ১৩ ও ১৪ সম্পূর্ণরূপে আওতাভুক্ত হয় শাসক দল তৃণমূলের। প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও ভঙ্গের মাঝে বিগত ৫ বছরে বেহালাবাসী কি পেল না পেল তারই এক ঝলক ঘুরে দেখা।

বরো ১৩–র ১২২, ১২৩, ১২৪নং ওয়ার্ড পূর্ব বেহালার প্রান্তিক অঞ্চল। জোকা গ্রামপঞ্চায়েত সংলগ্ন এই এলাকাগুলি ১৯৮৫ থেকে কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত হলেও ২০১০ পর্যন্ত এলাকার মানুষেরা কখনও বুঝে উঠতে পারেনি পুরসভা ও পঞ্চায়েত এলাকার ফারাক কি!

যাতায়াতের পথ বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাঁকো ও কাচা রাস্তা, উলুখাগড়ার বন পেরিয়ে কুয়ো আর পুকুরের জলই ছিল ভরসা। চিকিৎসা ক্ষেত্র বলতে এলাকা থেকে প্রায় ৪/৫ কিলোমিটার দূরে বাঙুর হাসপাতাল। শুধু তাই নয় নিরাপত্তার কথায় শিউরে উঠত মানুষজন। রাত ৯টার পর মেয়েরা বাড়ি থেকে বেরতে ভয় পেত, ট্যাক্সি বা কোনও ভাড়ার গাড়ি ঢুকতই না এসব এলাকায় সন্ত্রাসের ভয়ে। রাতে মানুষ অসুস্থ হলে নাজেহাল অবস্থা হত।

গোঁড়া বামপন্থী এলাকায় দীর্ঘ ২৫ বছরের শাসনব্যবস্থায় উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়ে। ১৯৮৫ সালেই ১২২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তৎকালীন এশিয়াখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুরজিৎ প্রসাদ ঘোষ ডাক্তারবাগান এলাকায় তার ৪ বিঘা জমি নিজের স্ত্রী রেণুকা ঘোষের নামে চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণের জন্যে দান করেন কলকাতা পুরসভাকে। তার উদ্দেশ্য ছিল এই প্রান্তিক এলাকার মানুষজন যাতে দ্রুত ঘরের কাছাকাছি সুচিকিৎসা পায়। কিন্তু তার সেই চিকিৎসা কেন্দ্রের স্বপ্ন অলীক আশায় রূপান্তরিত হয়। দীর্ঘ ২৫ বছরে সেই ৪ বিঘা জমি হাসপাতালের পরিবর্তে জঙ্গলের রূপ নেয়। ১৯৮৫ থেকে ২০১০ দীর্ঘ ২৫ বছরে পুরসবার এই তিনটি ওয়ার্ডেই ছিল একছত্র বামপন্থী শাসন। কোনওভাবে কোনও পুরপিতা বা মাতা ভাবেননি চিকিৎসা কেন্দ্রটি তৈরির কথা। ১২২–এর জনার্দন বিশ্বাস ও পরে মঞ্জু কর সচেতনভাবে এলাকাটি ফেলে রাখেন সন্ত্রাসের আখড়া হিসেবে।

২০১০–এ এই লাল দুর্গ ভেঙে পুরমাতা হন তৃণমূলের সোমা চক্রবর্তী। ২০১৪–র ২৯ ফেব্রুয়ারি ওই জমি পরিষ্কার করে টেন্ডার পাশ করে, বিল্ডিং নির্মাণ করে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী পার্থ চট্ট্যোপাধ্যায়, সাংসদ সুব্রত বক্সী, মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ ও বরো ১৩–র চেয়ারম্যান সুশান্ত ঘোষের উপস্থিতিতে উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তবে কেবল সাধারণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র নয়, যেখানে মানুষ শুধুমাত্র প্রাথমিক চিকিৎসা করাতে পারবে। এখানে রয়েছে প্রাথমিক স্তরের অস্ত্রপচারের ব্যবস্থাসহ দুটি বেড। পুরমাতা সোমা চক্রবর্তী জানান, এই স্বাস্থকেন্দ্রকেই আমি আগামী দিনে পূর্ণমানের হাসপাতালে রূপান্তরিত করতে চাই। কেন আমার ওয়ার্ডের মানুষ রাত–বিরোতে বা যে কোনও সময় অসুস্থ হলে সেই বাঙুর পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করবে। আমি মেয়র ও মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) এ বিষয়ে জানিয়েছি।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করাতে আসা মানুষদের থেকে জানা যায় কেবল ১২২ নং ওয়ার্ডেরই নয়, ১১৬, ১১৮, ১২৩, ১২৪ নং ওয়ার্ড ও জোকা থেকে রোগীরা আসছেন এই সুব্যবস্থার লাভ নিতে। চিকিৎসাকেন্দ্র ছাড়াও এখানে তৈরি হবে পার্ক, বাঁধানো হবে সামনের পুকুর এবং করা হবে সৌন্দর্যায়নের কাজ।

তোলাবাজদের মদতে

দখল হচ্ছে হাবড়ার ফুটপাত

অরিন্দম রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার হাবড়ায় অবৈধ দখলদার সমস্যা এক অগ্নিগর্ভ বিষয় হয়ে উঠেছে। রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে স্টেশন সংলগ্ন এলাকা সহ রেলস্টেশন ও যশোর রোডের সংযোগকারী স্টেশন রোড এবং যশোর রোডের দুপাশের ফুটপাথই এখন এইসব দখলদারদের দখলে। এমনইতেই হাবড়া শহর মূলত একটি মোকাম ব্যবসায়িক অঞ্চল। নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিসের পাইকারি বাজার আছে এখানে। ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়ক যশোর রোডকে কেন্দ্র করে বহু বছর আগে গড়ে ওঠে এই মোকামটি। একসময় বনগাঁ লাইনের প্রায় সমস্ত বড় বড় বাজারই নির্ভরশীল ছিল হাবড়া বাজারের উপর। কালে কালে দ্রুতহারে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে বদলেছে দিন। বদলে জনসংখ্যার একটা চাপ ছিল। কিন্তু তা এখন প্রায় জনবিস্ফোরণে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি জনপদবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়েনি জনপথ। একারণে হাবড়া শহরের বুক চিরে বয়ে যাওয়া প্রায় এক এবং অদ্বিতীয় যশোহর রোডকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে হাবড়ার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এই সঙ্গে কর্মহীনতার সুবাদে ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে অবৈধ দখলদারদের সংখ্যা। দিনের ব্যস্ততম সময়গুলিতে এইসব দখলদারদের জন্য রীতিমত দুর্ভোগের শিকার হতে হয় অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে স্কুল কলেজ ছাত্র–ছাত্রী ও পথচারীদের। এমনকি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও মুমূর্ষু রোগী পরিবহনের ক্ষেত্রে দুর্ভোগে পড়তে হয় অ্যাম্বুলেন্স ও পরিবারের সদস্যদের। অনেকসময়ে পথের মধ্যেই জীবনাবসান ঘটে বহু রোগীর। যশোর রোড থেকে হাবড়া স্টেশন যাওয়া বা স্টেশন থেকে যশোর রোড যাবার মূল রাস্তাটি এতদঞ্চলের সব থেকে ব্যস্ততম রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন প্রতিদিন প্রায় কয়েক লক্ষ নিত্যযাত্রী। হাবড়া শহর থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়ার সহজ এই রাস্তায় চলে বাস, ট্রেকার, অটো, ম্যাজিক গাড়ি প্রভৃতি। রুজির টানে দূরদূরান্ত গ্রামাঞ্চল থেকে বহু মানুষ হাবড়া স্টেশন থেকে

ট্রেন ধরে বিভিন্ন স্থানে যান। আর স্টেশনে যাতায়াতের এই একমাত্র রাস্তাটির ফুটপাথ দখল হয়ে যাওয়ায় নিত্যদিন যানজটের শিকার হচ্ছেন তারা। একারণে প্রায়শই তাদের প্রয়োজনীয় ট্রেন হারাতে হয়, এমনকি ছোটখাটো দুর্ঘটনার শিকারও তাদের হতে হয় প্রায়শই।

কিছুদিন আগে হাবড়ার বিধায়ক তথা খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের উদ্যোগে এই স্টেশন রোডটির সৌন্দর্যায়ন করা হয়। টালিও বসানো হয় দুপাশের ফুটপাথে। রাস্তার পাশে লাগানো হয় ত্রিফলা আলো। সাধারণ নিত্যযাত্রী ও স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, হাবড়া স্টেশন রোডের বেশ কিছু দোকানদার তাদের সামনের ফুটপাথে অবৈধভাবে হকার বসিয়ে তাদের কাছ থেকে তোলা আদায় করছে এবং ফুটপাথ দখলে মদত যোগাচ্ছে। হাবড়া পুরসভার পক্ষ থেকে যশোর রোডের হকারদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে স্থানীয় তরুণকান্তি ঘোষ মার্কেটে। হকারদের পুনর্বাসন দেওয়া সরকারের অভিপ্রায়, বুঝতে পেরে এইসব ধান্দাবাজরা পুনরায় রাস্তার ফুটপাথ দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে কেবলমাত্র দোকানদাররাই নয়, এইসব দখলদারদের কাছ থেকে প্রতিদিন তোলা আদায় করে থাকেন শাসক দলের স্থানীয় কিছু নেতাও। কিন্তু ভয়ে অনেকে প্রকাশ্যে কিছু বলতে বা মুখ খুলতে, এমনকি প্রতিবাদ করতে চান না। বহু বছর ধরে স্টেশন রোডের পাশে গুমটি করে বসে থাকা হকারদের দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে বর্তমান সরকার। কিন্তু প্রতিদিন যানজটের শিকার হয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন যাত্রীরা। রাস্তার দুধারে গাছপালা, ফলমূল, শাকসবজি থেকে শুরু করে মাদুলি, চশমা, জামাকাপড় কিছুই বাদ নেই। যাত্রী সুরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট পুরসভাকে বারবার জানিয়েও কোনও সুফল হয়নি বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে হাবড়া পুরসভার পুরপ্রধান নীলিমেষ দাস জানান, বিষয়টি তাঁদের নজরে এসেছে। এ ব্যাপারে খুব শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নথিভুক্ত হকারদের পুনর্বাসনের কাজ চলছে। তবে যারা অবৈধভাবে রাস্তার ফুটপাথ দখল করে বসে পড়েছে এবং কোনও দোকানদার যদি এতে সহযোগিতা করে থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানান তিনি।

কুলপিতে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি

মহিলাকে লক্ষ্য করে গুলি, জখম এক

মেহবুব গাজি

কুলতলির ছায়া এবার কুলপিতে। সোমবার ভোর রাতে কুলপি থানার যাদবনগর গ্রামের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে সশস্ত্র ডাকাতদল গুলি, বোমা মেরে বাড়ির সদস্যদের মারধর করে ব্যাপক লুটপাট চালাল। বাদ যাননি মহিলারাও। ব্যবসায়ীর যুবক ছেলে বাধা দিতে গেলে শাবল দিয়ে আঘাত করা হয় তাকে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় যুবকের হাতে। পরে শূন্যে গুলি চালিয়ে ব্যাপক বোমাবাজি করতে করতে গ্রাম ছাড়ে ডাকাতেরা। জখম অরিন্দম পাত্র ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সন্ধে পর্যন্ত ডাকাতির কিনারা করতে পারেনি পুলিস। লুটের পরিমাণ নগদ ১৫ হাজার টাকা, প্রায় ১০ ভরি সোনার গহনা ও দামি ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট। সব মিলিয়ে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার প্রভাবশালী ব্যবসায়ী সুকুমার পাত্র। মুদিখানার সঙ্গে একাধিক ব্যবসা আছে পাত্র পরিবারের। এদিন আনুমানিক ভোর তিনটে নাগাদ জনা দশেক সশস্ত্র ডাকাতদল পাত্র বাড়িতে ঢোকে। সদর গ্রিলের গেট ভেঙে জনা তিনেক সশস্ত্র ডাকাত ভেতরে ঢোকে। বাড়ির বাইরে ছিল বাকিরা। বাড়িতে ঢুকেই অরিন্দমের ঘরের কাঠের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে ডাকাতেরা। অরিন্দমকে বেঁধে ফেলে। তারপর অরিন্দমের স্ত্রী সুলেখার থেকে সমস্ত সোনার গহনা লুট করে। অরিন্দমের পাশের ঘরে থাকতেন ভাই অনিন্দ্য। তাঁর ঘর থেকেও সমানভাবে নির্বিচারে লুটপাঠ চালায়। এরপর বাড়ির দোতলাতে সুকুমারের ঘরে ঢুকে প্রায় মিনিট চল্লিশ ধরে পাত্র বাড়িতে ব্যাপক লুটপাট চালায় ডাকাত দলটি। একসময় অরিন্দম বাঁধন ছিঁড়ে ডাকাতদের বাঁধা দিতে গেলে শাবল দিয়ে আঘাত করা হয়। এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার হাতে আঘাত করা হয়। অরিন্দমকে বাঁচাতে আসে স্ত্রী সুলেখা। এরপর স্বামী অরিন্দমকে ছেড়ে সুলেখার ওপর চড়াও হয় ডাকাতেরা। সুলেখা জানান, তখন আমাকে ব্যাপক মারধর করে ডাকাতেরা। খুন করতে চেয়ে আমাকে লক্ষ্য করে একটি গুলি চালায় ওরা। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমি প্রাণে বেঁচে যাই। ডাকাতদের মুখে কালো কাপড় বাঁধা থাকায় চেনা যায়নি। এদিকে পাত্র বাড়িতে ডাকাত পড়েছে খবর পেয়ে বাড়ি ঘিরে ফেলে এলাকার বাসিন্দারা। বাড়ি থেকে লুটপাঠ চালিয়ে বেরনোর সময় শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় ডাকাতেরা। গ্রাম ছাড়ার সময় এলাকার বাসিন্দাদের ভয় দেখাতে ব্যাপক বোমাবাজি শুরু করে দলটি। সকালে খবর পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে একটি ব্যবহৃত গুলির খোল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। জেলার এক পুলিশ কর্তা বলেন, 'ডাকাতদলটিকে চিহ্নিত করার কাজ চলছে। দ্রুত গ্রেফতার হবে দলটি।' কুলপির ভগবানপুর থেকে বাশরী ও সমীর হালদারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আদালত তাদের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।

সাতগাছিয়ায় রাস্তা সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: গত ২৩ মার্চ দক্ষিণ শহরতলির সাতগাছিয়া বিধান সভার নোদাখালি থানার মোড় থেকে বাহিরচড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও সম্প্রসারণের উদ্বোধন করলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ থেকে প্রায় ৩১ লক্ষ টাকা এই কাজের জন্য বরাদ্দ করা হয়। সভায় অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি স্বপন রায়, প্রধান টুটু সাহা, উপপ্রধান আফসার দর্জি, সহ সভাপতি শ্রাবণী সাহা, বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ডাঃ তরুণ রায় বলেন, মা–মাটি–সরকারের জমানায় এলাকায় প্রভূত উন্নয়ন হচ্ছে। আগামী দিনে সাতগাছিয়ার কোনও রাস্তাই আর কাঁচা থাকবে না।

বিহারে লালুপ্রসাদের দলকে ক্ষমতা থেকে সরাবার পর সর্বপ্রথম নীতিশ কুমার যেসব উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তার মধ্যে অগ্রাধিকার ছিল রাস্তা, বিজলি বা বিদ্যুৎ এবং জলের ওপর। এ রাজ্যেও বামেদের ৩৪ বছরের বন্ধাত্য ঘোঁচানোর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা–মাটি–মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কার্যত সেই নীতিশ কুমার মডেল তুলে ধরা হয়েছে। যার ফলস্বরূপ সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত নোদাখালি থানার মোড় থেকে এই বৃহৎ রাস্তা সংস্কারের কাজ সাধিত হয়েছে। আগামী দিনে সারা বাংলাতেই যাবতীয় কর্মযজ্ঞ তুলে ধরে সারদা এবং অন্যান্য অপপ্রচারের জবাব দেবে সরকার।

মহানগরে

সামগ্রিক স্যানিটেশন ক্যাম্পেনে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থান

বিশেষ সংবাদদাতা: একবিংশ শতাব্দীর এই 'হাইটেকযুগেও' ভারতের শৌচালয় ব্যবস্থার অপ্রতুলতা প্রবল আকার ধারণ করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিমবঙ্গেও তার প্রভাব পড়েছে। দেশের সর্বোচ্চ ২৯টি অঙ্গরাজ্য থেকে সংগৃহীত নমুনায় ফ্ল্যাশযুক্ত শৌচাগারের সংখ্যার শতাংশের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দশম। দেশের সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে কেরল। পরিসংখ্যান বলছে এরাজ্যে ফ্ল্যাশ যুক্ত শৌচাগার রয়েছে ৮৮.৩ শতাংশ, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দিল্লি (৮৭.৯ শতাংশ) আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবাংলার উত্তরের প্রতিবেশি রাজ্য সিকিম। এরাজ্যে ৭৮.৩ শতাংশ ফ্ল্যাশযুক্ত শৌচালয় রয়েছে। এদিকে ২০১২–র 'বেসলাইন সার্ভে' অনুযায়ী সারা রাজ্যে পারিবারিক শৌচাগারের লক্ষ্য মাত্রার বিচারে লক্ষ্য করা যায় পশ্চিমবঙ্গে মোট পরিবারের সংখ্যা ১,৫১,৬৭,৮১৩টি আর শৌচাগারবিহীন পরিবারের সংখ্যা ৬৭,৭৭,৮৩০ টি আবার এটাও দেখা যাচ্ছে এপিএল ও বিপিএল পরিবারের মধ্যে শৌচাগারবিহীনতায় তেমন কোনও তফাৎ নেই। বরঞ্চ এপিএল পরিবারের অবস্থা খারাপ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় মোট পরিবার ১৫,৬৫,৭২৭ টি আর শৌচাগারবিহীন পরিবার ৫,৮০,৪৬৩ টি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মোট পরিবার ৯,৬৮,৭৯৭টি আর শৌচাগারবিহীন পরিবার ২,১৯,৭৪৭টি, হাওড়া জেলায় মোট পরিবার ৬,৫৩,৬০৯টি আর শৌচাগারবিহীন পরিবার ২,০৬,৪৭৬টি এবং পুরুলিয়া জেলায় মোট পরিবার ৫,৪৫,৫৪০টি আর শৌচাগারবিহীন পরিবার ৩,৮১,৬৪৬টি। যদিও এই সমস্ত পরিসংখ্যানের বর্তমান সময়ে অনেকটা ভালোর দিকে গিয়েছে। তবে ফ্ল্যাশযুক্ত শৌচাগার বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা মন্দ হলেও যথেষ্ট ভালো। অন্যদিকে ভারতের ১৯টি রাজ্যের বিচারে 'খোলা স্থানে মলত্যাগে'র চিত্রে (২০১১–এর জনগণনার বিচারে) পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১৩তম। এ রাজ্যের গ্রামের ৫১.৩ শতাংশ পরিবার ও শহরের ১১.৩ শতাংশ পরিবার এ যুগেও খোলা স্থানে মল ত্যাগে বাধ্য হচ্ছে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারক মন্ত্রকের পরিসংখ্যান বলছে ভালোর বিচারে প্রথম তিনটি স্থানে রয়েছে কেরল (গ্রামের ৫.৬ এবং শহরের ১.৭ শতাংশ পরিবার), মিজোরাম (গ্রামের ০.৯ এবং শহরের ১২.৯ শতাংশ পরিবার) এবং মণিপুর (গ্রামের ১২.৩ এবং শহরের ২.৩ শতাংশ পরিবার)। এরাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় মাঠে ঘাটে মল ত্যাগ করা পরিবারের সংখ্যায় পুরুলিয়া সবার ওপরে। সেখানকার ৯৩ শতাংশ পরিবার এখনও প্রাচীন নিয়মে পড়ে রয়েছে। বাঁকুড়া (৮৩ শতাংশ)। বীরভূম (৮১ শতাংশ)। সবচেয়ে ভালো অবস্থায় থাকা পুর্ব মেদিনীপুর জেলার ১১ শতাংশ পরিবার এ যুগেও প্রাচীন পন্থায় পড়ে রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৮ শতাংশ পরিবার এবং নদীয়ার ২৭ শতাংশ পরিবার প্রাচীন উপায় অব্যাহত রেখেছে। তবে 'টোটাল স্যানিটেশন ক্যাম্পেনে' (টিএসসি–২০১০) দেশের ২৯টি রাজ্যের অগ্রগতিতে কেরল রাজ্যের অগ্রগতি সবচেয়ে ভালো ৮৮ শতাংশ। মহারাষ্ট্রের অগ্রগতি ৭৯ শতাংশ,পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি ৭৬ শতাংশ আর তামিলনাড়ু ও হরিয়ানার অগ্রগতি ৭০ শতাংশ। হিমাচল প্রদেশ, গুজরাত, সিকিম, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের অগ্রগতি ৫০ শতাংশের উর্ধ্বে। এদিকে কলকাতা পুর নিগমের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারের বক্তব্য, 'শহরে সর্বমোট ৩৩৩৪টি বস্তিতে তিন লক্ষ পরিবারের বাস। সেখানে এযাবৎ ১ লক্ষ ৩৪ হাজার শৌচাগার তৈরি হয়েছে। পুর সূত্রে খবর, শহরে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫০টি সুলভ শৌচাগার আছে। এর মধ্যে দ্বিতল শৌচালয়ের সংখ্যা ৬০টি। এবং প্রায় সব ক'টি সচল রয়েছে। স্বপনবাবু আরও জানান, শহরের বাইরে থেকে নিত্য ১৬–২০ লক্ষ পুরুষ–মহিলা কলকাতায় আসেন আর তারাই যত্র তত্র শৌচকর্ম করায় এই পরিচ্ছন্ন শহরটা দূষিত হচ্ছে।

শনি ও রবিবার অতিরিক্ত মেট্রো পরিষেবা

বিশেষ সংবাদদাতা : কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ আগামী শনি ও রবিবার অতিরিক্ত মেট্রো পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে মেট্রো যাত্রীরা বিশেষ করে উপকৃত হবেন। শনিবার ন্যূনতম ৭ মিনিট অন্তর এবং সর্বাধিক ১০ মিনিট অন্তর ট্রেন চালানো হবে। রবিবারে এই পরিষেবা ১০ মিনিট ও ২০ মিনিট অন্তর পাওয়া যাবে। আরও সিদ্ধান্ত হয়েছে যে শনিবার ২০৬টি ট্রেনে পরিবর্তে ২২৪টি এবং রবিবার ৯৪টির পরিবর্তে ১১০টি ট্রেন চালানো হবে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিল্ডিং : বেআইনী নির্মাণে নোটিশ

বরুণ মণ্ডল

তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কলকাতা পুর বোর্ডের গত পাঁচ বছরের সময়কালে বেআইনী নির্মাণকে কেন্দ্র করে বরাবরই বিরোধীরা সরব হয়েছে। অভিযোগ, এই পুরবোর্ডের আগাপাশতলা দুর্নীতিতে মোড়া। এমন বোর্ড কলকাতা পুর নিগম অতীতে কখনই পায়নি। পুর মহলের একাংশের আবার অভিযোগ, পূর্ব ও পশ্চিম দুই বেহালায় ১১৫–১৩২ এই নয় আর নয় মোট ১৮টি পুর ওয়ার্ডে গত পাঁচ বছরে কলকাতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেআইনী নির্মাণ হয়েছে। পুর সূত্রে খবর, অন্য দিকে যাদবপুর–সন্তোষপুর এলাকায় ১০১–১১০ এই ১০টি ওয়ার্ডে প্রতিবছর গড়ে বেআইনী নির্মাণের সংখ্যা প্রায় হাজার দেড়েকের কাছাকাছি। আর কলকাতা মহানগরে সর্বমোট বেআইনী বাড়ির সংখ্যা প্রায় ৪৫০০। পুর সূত্রে খবর, এর মধ্যে প্রায় ২৫০০ বাড়ি 'রিটেনশন ফিজ্' বা জরিমানা পুর অ্যাসেসমেন্ট অফিসে জমা দিয়ে বেআইনীকে আইনীতে রূপান্তরিত করেছে। আর পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, বেআইনি প্রায় ৪৫০০ বাড়ির মধ্যে প্রায় ১৬০০ বেআইনী বাড়িকে নোটিশ ধরানো হয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষের আরও বক্তব্য, কলকাতা পুলিশ ও পুর প্রশাসনের মধ্যে নিয়ম করে বৈঠকের সঙ্গে বরো স্তরেও আলাদা ভাবে নিয়ম করে নজরদারিও চলছে। যদিও পুর আধিকারিকদের একাংশ ভিন্ন মত পোষণ করছে। এই আধিকারিকদের বক্তব্য, নোটিশ লোটকে দেওয়াই সার। বেআইনী নির্মীয়মাণ বাড়ির ছাদ কেটে দেওয়া হয়েছে মাত্র প্রায় ৩৫০টির মতো। প্রসঙ্গত, সংরক্ষিত সৌধ (হেরিটেজ বিল্ডিং)স্থাপত্যের ক্ষেত্রে নিয়ম বলছে, এই সৌধের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও প্রকার নির্মাণ অবৈধ। অভিযোগ, গত তিন বছরে শহরের ন্যূনতম হাফ ডজন সৌধের ১০০ মিটারের মধ্যে বহুতল নির্মাণের কাজ হয়েছে। 'হেরিটেজ কনজার্ভেশন কমিটি'র হিসেব অনুযায়ী শহরে হেরিটেজ ভবনের সংখ্যা ৯১৭। এদিকে পুর আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য, ঐতিহ্যশালী বাড়ি ও জলাশয়–সহ জমিতে নয়া বাড়ি নির্মানের বিশেষ পুর সুবিধাই যতো 'কাল' হয়েছে এরই সঙ্গে পুরাতন জরাজীর্ণ এবং ভাড়াটে–সহ বাড়ির পুনর্নিমাণে 'অতিরিক্ত এরিয়ার' পুর অনুমোদন বেআইনী বাড়ি নির্মাণে 'সুবর্ণ তোফা'। আর মাত্র ১০০ টাকায় তিন ও চার তলা পর্যন্ত ছোটো বাড়ির ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশ অতিরিক্ত নির্মাণে যে সুযোগ তাতে অতিরিক্ত নির্মাণকে আরও অতিরিক্ত করার সুযোগ করে দেয় পুরসভা। ওই আধিকারিকরা পুর নাগরিকদের অপ্রাপ্তি হিসাবে যে সাতটি বিষয়ে তুলে ধরেছেন সেগুলি এরকম : (১) শহরে বেআইনী নির্মাণ আটকাতে পুর নিগম কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ দিতে পারে নি। (২) অসাধু প্রোমোটারদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পুর নিগম কোনও ভাবনাচিন্তা শুরু করে নি। (৩) এলবিএস (লাইসেন্স বিল্ডিং সার্ভেয়ার) ও প্লাম্বারদের ওপর পুর নিগমের কোনও নজরদারি নেই। (৪) পরিবেশ–বান্ধব বাড়ি তৈরিতে গুরুত্ব না দেওয়া। (৫) শহরের সমস্ত পুর অফিসে দালালদের রমরমা বাগে আনতে পুরসভা ব্যর্থ। (৬) অনলাইন বন্দোবস্ত চালু করতে না–পারা এবং (৭) নন্দরাম মার্কেট সমস্যার সমাধান করতে না–পারা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ৪ এপ্রিল – ১০ এপ্রিল, ২০১৫

রক্তপাতহীন পুরভোট নিশ্চিত করতে হবে

দেশ সেবার উৎকণ্ঠা, দেশ সেবার লড়াই এদেশের। এ রাজ্যের নেতা থেকে ভোটার সবাই অবগত আছেন। শুধু ভোট প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ভোট কর্মী কাম ভোট দাতা (পোস্টাল ব্যালট)দের অবর্ণনীয় অবস্থান সম্পর্কে জেনেও না জানার দার্শনিকতায় মগ্ন থাকেন রাজনৈতিক দলের ধারকবাহকেরা। ভোটের দিন চমকানো ধমকানোর বাস্তব পাঠদান নবীশ থেকে প্রাজ্ঞ ভোট ম্যানেজাররা। বুথে বুথে 'সৃষ্ট' ও 'সকল' ভোটের কারিগরদের প্রথম শিকার ভোটকর্মীরা। যেখানে যেমন যখন তখন ভোটকর্মীদের চাপে রেখে কাজ হাসিলের খেলায় পারদর্শী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ভোট উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে থাকেন। বহু ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে স্রেফ দর্শক বানিয়ে রাখা হয়। এই ঐতিহ্য সব জামানাতেই সত্য। ত্যাগের রাজনীতি নয় স্রেফ ভোগের রাজনীতির আদর্শই অধিকাংশ দলকে এবং দলের নিয়ন্ত্রক শক্তি কর্মীদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়েছে। নইলে টিকিট পাবার জন্য দলের দফতরে হামলা পতাকা পোড়ান কিংবা গোঁজ প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার প্রবণতা আর যাইহোক ভোটারদের কাছে দেশসেবার ফিকির খোঁজা প্রার্থীরা খুব একটা মান্যতা পান না।

শহর ও শহরতলি সেজে উঠেছে পতাকা ফেস্টুনে ব্যানারে। ভোট ময়দানে জমিরক্ষা ও জমি দখলের লড়াইয়ে সবাই তৎপর। লোকসভা, বিধানসভার থেকে স্থানীয় ইস্যুতেই মূলত সোচ্চার হয় রাজনীতিক কর্মী নেতারা। হিংসার বলি হবার তালিকায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পার্টি কর্মী ভোটকর্মীরা এমন কি নিরাপত্তা কর্মীরাও শিকার হন। শাসকদলের ওপর মূলত দায়িত্ব বর্তায় ভোটে শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে নিরাপত্তার প্রশাসনকে মূলত চালনা করেন তারাই। অতীতের প্রায় প্রতিটি পুরভোটে রক্ত ঝরেছে। প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। বাংলায় পরিবর্তনের নতুন সরকার সেই ঐতিহ্য ভেঙে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে কিনা এখন সেটাই দেখার।

পুলিশ প্রশাসন নিয়ম মাফিক অস্ত্র তল্লাশি ইত্যাদি চালালেও নজর রাখা দরকার প্রতিটি ওয়ার্ডের পার্টি অফিসগুলির প্রতি। প্রতিটি বুথে যাতে ভোটকর্মীরা সুষ্ঠু ও নিরাপত্তার ঘেরাটোপে নিরপেক্ষভাবে ভোট দান সম্পূর্ণ করতে পারেন তা দায়িত্বশীল সব দলেরই দেখা কর্তব্য। ভোটের হার জিতের থেকেও বেশি মূল্যবান নাগরিকদের জীবন।

অমৃত কথা

৫১৪ যে অল্প ইংরাজি শেখে, সে কথায় কথায় ইংরাজি বলে, আর যে অনেক পড়েছে, তার মুখ দিয়ে হঠাৎ ইংরাজি বেরোয় না। ধর্ম কথাও সেইরকম।

৫১৫ এক সের ধানে চোদ্দ গুণ খই হয়। কামিনী–কাঞ্চনের আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন্দ যে কত বেশি, তা আর বলা যায় না। তাঁর রূপ চিন্তা করলে রম্ভা, তিলোত্তমার রূপ চিন্তাভস্ম বলে বোধ হয়।

৫১৬ একজন ভক্তকে একজন ধোপা মেরেছিল। সে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলে কাঁদছিল। নারায়ণ বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর কাছে ছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে তাকে বাঁচাতে গেলেন, কিন্তু খানিকটা গিয়ে ফিরে এলেন। লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করলেন, 'ফিরে এলেন যে?' নারায়ণ বললেন, 'আর আমাকে যেতে হল না। সে শালাও ধোপা হয়েছে, সে নিজেই নিজেকে রক্ষা করছে, যে তাকে মারছিল, সেও তাকে মারছে, আর আমার যাবার দরকার কি?' সম্পূর্ণ নির্ভর না করলে তিনি রক্ষা করেন না।

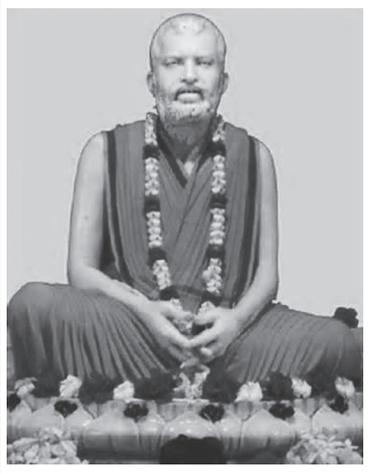

৫১৭ ঈশ্বর কোটি অন্তরঙ্গ, জীব কোটি বহিরঙ্গ। অর্থাৎ ঈশ্বর কোটি অবতারের সঙ্গে শরীর ধরে আসেন ও তাঁর লীলা অবসানে তাঁর কাছে চলে যান। এঁরা কখনও বদ্ধ হন না, এঁরা অবতারের অন্তরঙ্গ। আর জীব কোটি–যাঁরা তাঁকে সাধন ভজন করে লাভ করে তাঁর বহিরঙ্গ। যেমন রাজার বেটা সাত তলার চাবি তাঁদের হাতে, তাঁরা সাত তলায় উঠে যান, আবার ইচ্ছামতো নেমে আসেন, জীব কোটি যেমন কমচারি সাত তলার খানিকটা যেতে পারে।

৫১৮ অবতারকে সকলে চিন্তে পারে না। নারদ যখন রামচন্দ্রকে দর্শন করতে গেলেন, রাম দাঁড়িয়ে উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, আমরা সংসারি জীব, আপনাদের মতো সাধুরা না এলে কি করে পবিত্র হব? আবার যখন সত্য পালনের জন্য বনে গেলেন, তখন দেখলেন রামের বনবাস শুনে অবধি ঋষিরা আহার ত্যাগ করে অনেকে পড়ে আছেন, রাম যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, তা তাঁরা অনেকেই জানতেন না।

ফেসবুক বার্তা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাছে কী পাঠ নিচ্ছেন ছোট্ট মানিক (সত্যজিৎ রায়)? নিজের দাদু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির ঠাকুমার ঝুলির বর্ণিত রূপ কথার রাজকুমার–রাজকন্যেদের গল্পই কী শুনছেন তিনি?

দলিত তোমার অধিকার মার খাওয়া মরা পর্ব ১৮

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের সময় মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধি উচ্চবর্ণের শুভ শক্তির জাগরনের অনুরোধ করেছিলেন। ঈশ্বরের সন্তান হরিজন উন্নয়নে জাতের বাধা সরিয়ে ভালোবাসায় দলিতদের আপন করে নিতে এই ছিল গান্ধিজীর জাত পাত সমস্যার সমাধান। ১৯৩০–এর দশকে বিহার উত্তরপ্রদেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে কৃষাণ সভার ডাকে সাড়া দিয়ে দলিত উচ্চবর্ণের সহাবস্থান হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর এই সামাজিক জোট বন্ধন ভেঙে যায়। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ চায়নি তাদের কাছে অস্পৃশ্যরা রাজনৈতিক ক্ষমতায় এক সারিতে বসুক। চামার খয়েরা মেথর পরিবারের ছেলেরা যদি লেখাপড়া শিখে এলিট হলে তাদের চাকুরী বা সরকারের বিভিন্ন পদে যোগ দিলেও সরকারি সিদ্ধান্তের মোহর লাগাবে উচ্চবর্ণ।

বিহারে ১৪% দলিত বসবাস করে। ১৯৫২–২০১৫ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রীয় জনতা সমতা পার্টি বিহার শাসন করেছে। ভোটের সময় দলিতদের জন্য কুমীরের চোখের জল ফেলেছে। ভোটের পর কুমীর–হাঙরেরা দলিতকে গ্রাস করেছে। কোনও সরকারই ভূমিসংস্কার নীতি রূপায়ন করে নি। ভূমিহীন কৃষকের ন্যুনতম মজুরী দাবি করলে, পেটে লাথি খুন অথবা তাঁর কন্যাকে ধর্ষণ করা হয়। জমিদারী প্রথা রদ হলেও বিহারে একরের পর একর জমির মালিক ব্রাহ্মণ ভূমিহার রাজপুত ক্ষত্রিয়। এখন অবশ্য দুটি জাতের মালিকানা যুক্ত হয়েছে যাদব ও কুর্মী। লালু প্রসাদ যাদব মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর জাত–পাতের রাজনীতিতে যাদব কুলপতিদের বাড়বাড়ন্ত হয়। ভোজপুরে ৭০% জমির মালিক এখন যাদবরা। নীতিশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী হলে অন্যান্য অনগ্রসর জাত কুর্মীদের জমির ওপর অধিকার আধিপত্য দেখা যায়। দলিতদের হাল আরো খারাপ হয়। লালু থেকে নীতিশ জমানায় বিধনসভা–লোকসভায় দলিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা অবশ্য বেড়েছে। কিন্তু প্রান্তিক দলিত ক্ষেতমজুরের অত্যাচারে তাদের মাথা ব্যথা নেই। বিহার প্রশাসনে ৬০% উচ্চবর্ণে আমলারা যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রণবীর সেনা সূর্য সেনার হাতে দলিত খুন হলে তারা ব্রাহ্মণ রাজপুত ভূমিহারকে আইনী সুরক্ষা দেয়। বিহারে সামন্ততান্ত্রিক গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামন্ত প্রভুদের নির্দেশ শেষ কথা। ক্ষেতমজুর সংগঠিত হয়ে দাবি করলে গণহত্যা ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে। ১৯৭১–এ মধ্য বিহারের চাঁদোয়া রূপসাপুরের ঘটনা। গ্রামের দলিত ক্ষেতমজুররা দু মুঠো অন্নের জন্য দৈনিক মজুরি বৃদ্ধির দাবি করেছিল। ১৪ জন দলিতকে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়। বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তাদের জমি দখল করে নেয় ভূমিহার রাজপুতরা। ৭০–এর দশকের শেষ দিক থেকে বিহারে উচ্চবর্ণের হাতে ৫০০ দলিত ক্ষেতমজুর খুন হয়। ১৯৮০–২০০১ এই সময়ে ৯০টি উচ্চবর্ণ দলিত সংঘর্ষে ৮৬০ জন লোক মারা যায়। রণবীর সেনার হাতে খুন হয় ১৯৯৫–২০০০ এই সময়ে ২৭টি সংঘর্ষে ২৬৩ জন। ১৯৯৫ সালে রণবীর সেনার আক্রমণে ১২৫ জন দলিতকে হত্যা করা হয়। দলিত অত্যাচারের ইতিহাসে সবচেয়ে বর্বরোচিত ঘটনাটি ঘটে ১৯৯৭ সালে লক্ষণপুর–বাথে। রণবীর সেনা ৬৩ জনকে খুন করে। যাদের মধ্যে ৬১ জন পুরুষ, ১৬ জন শিশু, ২৭ জন মহিলা ছিল। ১৯৯২ সালে গয়া–জেহানাবাদ স্বর্বর্ণ লিবারেশন ফ্রন্ট ১০০ জন দলিত মহিলাকে ধর্ষণ করে। যারা গর্ভবতী ছিল তাদের খুন করে। এই ঘটনার কারণ ছিল দলিতরা নকশাল সংগঠনের সদস্য হওয়া। ১৯৯৯ সালে ১১ জন নারায়নপুরে ২৩ জন জেহানাবাদে খুন হয়। ২০০০ সালে ৫২ জন খুন হয়। ২০১৪–১৫ সালে অ্যাসেনেটি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে বিহার উত্তরপ্রদেশ ভারতে জাত পাতের দাঙ্গা সংঘর্ষের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ২০০১–২০১৫ এই সময় বিহারে দলিত খুন হয়েছে প্রায় ৬০০র অধিক।

অস্পৃশ্যতা থেকে অত্যাচার গণহত্যার ঘটনা শুধু বিহার নয় ১৯৮০–৯০–এর দশকে ভারতের একাধিক রাজ্যে ঘটেছে। তখন উত্তরাখন্ড রাজ্য গড়ে ওঠেনি। পাহাড়ে আলমোড়া জেলার ১৯৮০র মে মাসে কাফলতা গ্রামে ১০ দলিতকে হত্যা করা হয়। ১৯৮১–র গুজরাটের জেতলপুর খেদা (যেখানে ১৯১৮–র গান্ধিজী সত্যাগ্রহ করেন) জেলার দলিত গণহত্যার ঘটনা ঘটে। ১৯৮৩তে রাজস্থানে ডাববারলি ও সিকার সতী বা জ্বলন্ত পুড়িয়ে মার ঘটনা থেকে দলিত হত্যার ১১ জন মারা যায়। ১৯৮৫তে মধ্যপ্রদেশের কাচুর রেওয়া জেলায়, ১৯৮৭–৮৮তে তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আরকট জেলায়, কর্ণাটকের রায়চুর উদমঙ্গল কানাপুরে, একই সময়ে রাজস্থানে উদয়পুরে নাথদাওরা, আলওয়ারের মাসারিতে বর্ণহিন্দু, দলিত জনগোষ্ঠীর দাঙ্গায় সারা ভারতে ৫০০র বেশি দলিত মারা যায়। ১৯৯২ উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় পানওয়ারি গ্রামে ৭ জন দলিতকে খুন করা হয় ২১০ জন আহত এবং ২০০র বেশি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

১৯৯১–র সবচেয়ে ভয়ংকর ঘটনা ঘটে অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলায় আট জন শিক্ষিত দলিতকে হত্যা করে। এই গণহত্যার পশ্চাতে দলিতদের মজুরি জমির ওপর অধিকার অথবা জলের দাবি ছিল না। শিক্ষিত দলিত যুবকরা দাবি করেছিল, তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদার সমতা অধিকারের, অর্থনৈতিক অবস্থানের দ্বারা নয়, শিক্ষা–সংস্কৃতির সম্মানে। এটাই তাদের অপরাধ। এই দলিত হত্যা আত্মসম্মানের লড়াই–এ জীবন বিসর্জন। বর্তমান প্রজন্মের দলিতদের কাছে ওরা শহিদ' তেলেগু ভাষায় সুনদুরু (Tsunduru)। গুন্টুরের তেনালি মণ্ডল গ্রামের রেড্ডি–তেলেগা উচ্চবর্ণের দ্বারা থালা দলিত গোষ্ঠির শিক্ষিত যুবকদের ওপর অত্যাচার প্রমাণ করল আমাদের সংবিধানে 'সমতা' নীতিটি বাস্তবে কতটা অসার। এম এ পাশ 'রবি' যে নিচু জাতের ছেলে। তাঁর আবার সামাজিক মর্যাদা কি? ভাগ্যিস ভীমরাও আমবেদকর বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

জমি – জল – উচ্চ শিক্ষা – জাত্যাভিমান থেকে বিহার অন্ধ্রপ্রদেশে 'ছোট জাতি' বা দলিতদের ওপর অত্যাচার হত্যা হয়েছিল। তামিলনাড়ুতে অত্যাচারের প্রকৃতি যতটা না জাত্যাভিমান তার চেয়েও রাজনৈতিক সংঘাত। ডিমকে–এডিএমকে তার দায় এড়াতে পারে না। ৬০–এর দশকে তামিলনাড়ুতে কিলভেনমনি গ্রামে ৪৪ জন ধর্মঘটী দলিত শ্রমিকদের হত্যা ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে জাত–পাতের প্রশ্নটিকে সামনে এনেছিল। ১৯৯৯ সালে তিরুলেনভেল্লিতে চা শ্রমিকেরা যখন মজুরি বৃদ্ধির দাবি আন্দোলন করছে পুলিশের নৃশংসতায় ১৭ জন নিহত হয়। যাদের মধ্যে ২৩ জন দলিত এবং ৪ জন মুসলমান। ১৯৯৬ সালে তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলার মেলাভালডু গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলিতরা যাতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে তার জন্য প্রথমে দলিত প্রার্থীদের কাজ না দেবার ভয় দেখানো হয় তাতেও যখন ৮টি গ্রামের দলিত পরিবার কথা শোনে নি তখন ৮ জন দলিতকে উচ্চবর্ণের খেবর গোটা খুন করে। দলিতদের ওপর এই নারকীয়তা ভারতে পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থায় তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দায়বদ্ধতার প্রতি আক্রমণ।

২০১০ সালে Untouchability eradictions Trust নামক সংগঠন তামিলনাড়ুর ১,৮৪৫ গ্রামে গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে দলিতদের ৮০ রকমভাবে অত্যাচারিত হতে হয়। প্রথমত সামাজিক বয়কট যেমন উচ্চবর্ণের লোকের সামনে সেল ফোনে কথা বলা চলবে না। ১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রে তাদের সময় আলাদা, দলিতদের উচ্চবর্ণ অধ্যুষিত এলাকার ভাড়া দেওয়া যাবে না, পুকুর শ্মশান এমনকি ধোপা নাপিতের কাজের ক্ষেত্রে নিচু জাতের জন্য আলাদা ব্যবস্থা, মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ রাস্তাঘাটে চলাচলের ক্ষেত্রে উঁচু জাতের সাথে নিয়ন্ত্রণ, দলিত ছাত্র–ছাত্রীদের শৌচাগার পরিষ্কার করতে বাধ্য থাকা, এমনকি জুতো ধুতি সালোয়ার পড়ার ক্ষেত্রেও বিধি নিষেধ রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে পঞ্চায়েত প্রধান যদি দলিত হয় তাহলে উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি পঞ্চায়েতের বৈঠকে উপস্থিত থাকে। দলিতদের ওপর অত্যাচারের রকমফের মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে লজ্জা দেয়। খুন–ধর্ষণ জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, দলিত গ্রাম পুড়িয়ে মারার মতো গৃধ্নুতার সাথে দলিতের মুখে প্রস্রাব করা অথবা অসবর্ণ বিবাহ করলে তাকে বিষ খাইয়ে নব বধূকে মেরে ফেলা অথবা দলিত যদি অধিকারের দাবি করে পুলিশ দিয়ে পাশবিক আক্রমণ করা। উচ্চবর্ণের বাবুদের প্রতি অবশ্যই দলিতদের বাধ্যবাধকতা রয়েছে যেমন মধ্য যুগীয় সামন্ত প্রভু বর্ণহিন্দুদের পুজো পার্বনে উপহার দেওয়া, বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে বাধ্য করা।

তামিলনাড়ুতে দলিতদের ওপর উচ্চবর্ণের এই ফতোয়া, ভারতীয় সংবিধানে ১৫,১৬,১৭ নং ধারায় সাম্য অধিকারের ক্ষেত্রে জাত পাতের উর্দ্ধে উঠে 'আমরা সবাই সমান' এই ভাবনাটা যে অলীক কল্পনা মাত্র প্রমাণ করে।

আদর্শ ছাড়া আধুনিক হওয়া দিশাহীনতা

সঞ্জয় ঘোষ

বলছিলাম, আজকের ছেলেমেয়েদের বলছিলাম, একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্য লগ্নে এসে দাঁড়িয়ে নতুন যুগের নতুন প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বলছিলাম,

তোমাদের কিছু কথা বলার ছিল। তোমরা বড় অদ্ভুত এক শুভাশুভ সময়ের সন্ধিক্ষণে জন্ম নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছ। বিগত দুই আড়াই দশকে এই দুনিয়াটা একটু একটু করে বদলাতে বদলাতে একেবারে আমূল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। পরিবর্তনের যেমন অনেক ইতিবাচক দিক বা ভাল দিক রয়েছে। তেমনই অনেক নেতিবাচক বা মন্দ দিকও রয়েছে। মন্দের কথা না হয় পরে হবে, আগে বলি ভাল কী কী এবং কেমন।

কী ছিল এক সময়ের স্রোতে ভেসে চলেছ তোমরা। কী পৃথিবীটা বিজ্ঞানের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় সবার আজ হাতের মুঠোয়। জীবনে মানুষ পার্থিব জগতের যা যা সুখ চায়, সবই যেন আজ সহজলভ্য। শুধু বোতাম টিপলেই হয়—যখন এসে হাজির। টেলিভিশন তো ছিলই। এখন সবার হাতের গোড়ায় কম্পিউটার, ল্যাপটপ, আইপ্যাড, মোবাইল—এখন আবার স্মার্টফোন। তথ্যপ্রযুক্তি তথা আই টি–র কল্যাণে এত বড় দুনিয়ায় এখন মানুষের দুর্নিবার গতি। মানে, যোগাযোগের গতি। দুনিয়ার যে কোনও স্থানে নিজের কথা, কল্পনা এবং কর্ম বা পরিষেবাকে পৌঁছে দেবার বিদ্যুৎ গতি।

তোমরা আজকের ছেলেমেয়েরা ছোট থেকেই এইসব সুযোগ সুবিধা পাচ্ছ। আর সেইসঙ্গে সুযোগ পেয়ে চলেছ দারুণ স্বাধীনভাবে বড় হওয়ার। ছেলেরা মেয়েদের এবং মেয়েরা ছেলেদের হাতে হাত রেখে জীবনে একসঙ্গে চলার। অনেকটা পাশ্চাত্যের অনুকরণে। প্রাচীনপন্থীরা এই নিয়ে অনেক নিন্দে মন্দ করেন। কিন্তু আমি তা করি না। কারণ, সুযোগ–সুবিধা পেলে তাঁরাও হয়তো একই পথে চলতেন। পাননি, তাই মনে মনে আক্ষেপ। তাই এত কঠোর সমালোচনা। কিন্তু এই সমালোচনাকে গুরুত্ব দিয়ে লাভ নেই। তোমরা তোমাদের মতো চলো। চলতেই থাকো। তোমাদের চলার পথ নতুন। পথ চলার পন্থাও নতুন। তোমাদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক–আশাক সবেতেই নতুনত্বের ছোঁয়া। খাবারে কেক–পেস্ট্রি–প্যাটিস, স্যান্ডউইচ, পিৎজা, বার্গার, রোল, চাউমিন, মোমো, বিরিয়ানী, কাবাব, লেবানিজ ফুড, থাই ফুড, টিবেটান ফুড আরও কত কী! পোশাকে জিনস্, টি–শার্ট, টপ, লেগিংনস্ ইত্যাদি। তোমাদের ভাষাতেও বৈচিত্র। ইংরেজি–বাংলা মেশানো একটা খিচুড়ি ভাষা। প্রয়োজনে হিন্দিতেও সচল। সব মিলিয়ে একটা মিশ্র সংস্কৃতিতে তোমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠছ ক্রমশ। তা মন্দ নয়। এই সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তোমাদের দেখতে মন্দ লাগে না। পথে–প্রান্তরে, কলেজ–ইউনিভার্সিটিতে, অফিস–কাছারিতে এমন সব আধুনিক ছেলেমেয়েদের দেখি আর মুগ্ধ হয়ে যাই। তাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে দেখতে নিজেকে কীরকম বোকা বোকা মনে হয়। মনে হয়, গুড ফর নাথিং।

কিন্তু জীবনের সাড়ে চার দশক পার হয়ে যাওয়ার পর এই পৃথিবীর একটা অন্য চেহারাও চোখে পড়েছে এই লেখকের। আজকের দুনিয়া হিংস্র, রক্তলোলুপ, স্বার্থসর্বস্ব, হিসাবী এবং অতি মাত্রায় বস্তুবাদী। তোমাদের জীবনেও এই বস্তুবাদ এবং স্বার্থসর্বস্বতার প্রভাব ভীষণ। তোমাদের মধ্যে যেমন আমি এবং আমার অতিসংহার আত্মকেন্দ্রিক জগতের প্রতি উদাসীন। খুব অর্থ–সচেতন।

এ সবের মূলেও কিছু কারণ আছে। আজকের দিনে তোমরা অধিকাংশই মানুষ হয়ে উঠছ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে। সেখানে শুধু তোমাদের বাবা–মা আর তুমি। বড় জোর তোমার একটি ভাই বা বোন। সেখানে তোমার পাশে তোমার পরিজন কেউ নেই। এইরকম সমাজ ব্যবস্থায় এইরকম পরিবেশে এইভাবে বড় হতে হচ্ছে বলেই তোমাদের মানসিক গঠনটা বেশ অন্যরকম। পরীক্ষার একটু উনিশ–বিশ ফল তোমাদের সহ্য হয় না। অমনি আত্মহত্যার প্রবণতা আসে। জীবনে কোনও দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তির জন্য একটু ত্যাগ স্বীকার করতে তোমাদের দ্বিধা হয়। মনে হয়, কেন করব? ও বা সে আমার কে। কেউ নয়। আমি আর আমার পরিবার। এর বাইরে সবাই আমার পর। আসলে, দিবারাত্রি যান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে থাকলে এমনটা তো হবেই। এর থেকে নিস্তার নেই। তখন জীবনে কেবল ইঁদুর দৌড়। তবু তোমাদের এই অবস্থার মধ্যেই বড় হতে হবে। বাঁচতে হবে। জীবনের যা কিছু কাজ, করে যেতে হবে। তাই বলছিলাম, তোমাদের সামনে অতি অবশ্যই থাকা চাই একটা বিরাট আদর্শ। যে আদর্শের পটভূমি স্বদেশ ভারতবর্ষ। আর যে আদর্শের মূল সুর সৌভ্রাতৃত্ব ও স্বার্থশূন্যতা। সেই তুলনাবিহীন ভারতীয় জীবনের মূল ছবি তোমাদের সামনে তুলে ধরবেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেইসঙ্গে বিবেকানন্দ অনুগামী নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কাছেও তোমরা পাবে আদর্শ জীবনের সন্ধান।

আর একটা কথা তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে মেডিকেল সায়েন্সের যত উন্নতিই হোক না কেন, আজকের পৃথিবীতে আমাদের তৃতীয় বিশ্বের এই দেশে, এই পরিবেশে আর এই খাদ্যাভ্যাসে তোমাদের বিরাট দীর্ঘায়ু হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। আমি ডাক্তার নই, জ্যোতিষও নই, তবু বলছি, তোমাদের আশি পঁচাশি নব্বই বছর বাঁচার আশা প্রায় নেই বললেই চলে। আর বাঁচলেও শরীর ভাল থাকবে না। সুস্থ শরীরে ষাট বছর কাজ করতে পারলেই যথেষ্ট। অতএব, অপেক্ষাকৃত কম সময়েই তোমাদের অনেক কিছু করে দেখাতে হবে। নিজেদের জন্যেও করতে এবং দেশের জন্যেও করবে। দেশ অনেক আশা নিয়ে তোমাদের দিকে চেয়ে আছে। সেই আশা পূর্ণ করার দায়িত্ব তোমাদের।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত সুভাষচন্দ্র—একই আদর্শের এমন দুখানি স্তম্ভ, একটি রাষ্ট্রের ইতিহাস যা বিরলের মধ্যেও বিরলতম। সৌভাগ্য বশত, তোমরা এখন দুই আদর্শ পুরুষকে তোমাদের জীবনে চলার পথে পেয়েছ। তাঁদের ছবির দিকে তাকিয়ে দেখো, কল্পনা করো তাঁদের গতিবিধি, দেখবে তোমাদের চেয়েও তাঁরা ঢের বেশি কেতাদুরস্ত এবং আপ–টু–ডেট। তাছাড়া, অনেক বেশি কর্মপটু এবং কর্মদক্ষ। অথচ তাঁদের দুজনেরই জীবন বেশ ছোট। অর্থাৎ জীবন কাল সামান্য। একজন মাত্র উনচল্লিশেই ইহলোক ত্যাগ করেন। আর একজন আটচল্লিশে নিরুদ্দেশ। একজন ভুবনজয়ী সন্ন্যাসী এবং মানবতাবাদী অন্যজন ভুবন বিখ্যাত রাষ্ট্রনেতা। কিন্তু দুজনেরই ধ্যান–জ্ঞান–স্বপ্ন–সাধনা ভারতবর্ষ। এবং ভারতবর্ষের মানুষ। তোমাদের স্বামীজি ও নেতাজির মত ও পথ জেনে বুঝে পড়ে তবেই অনুধাবন করতে হবে।

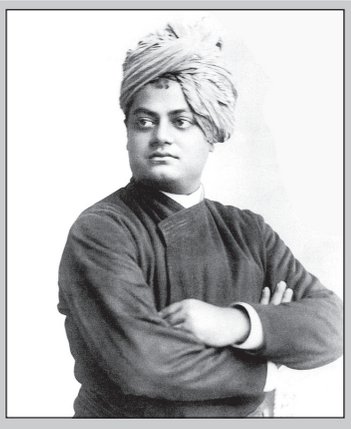

স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত সুভাষচন্দ্র—একই আদর্শের এমন দুখানি স্তম্ভ, একটি রাষ্ট্রের ইতিহাস যা বিরলের মধ্যেও বিরলতম। সৌভাগ্য বশত, তোমরা এখন দুই আদর্শ পুরুষকে তোমাদের জীবনে চলার পথে পেয়েছ। তাঁদের ছবির দিকে তাকিয়ে দেখো, কল্পনা করো তাঁদের গতিবিধি, দেখবে তোমাদের চেয়েও তাঁরা ঢের বেশি কেতাদুরস্ত এবং আপ–টু–ডেট।

দেশ যে আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এতটা উন্নত হয়েছে, এ তো স্বামীজিরই স্বপ্নপূরণ। তিনি তো ঠিক এটাই চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ভারত পাশ্চাত্যকে শিক্ষা দেবে আধ্যাত্মিকতা এবং তার সনাতন সাংস্কৃতিকে ঐতিহ্য, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য ভারত তথা প্রাচ্যকে দেবে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা। এইভাবে হবে বিশ্বের দুই প্রান্তের মেলবন্ধন।

নেতাজিও তরুণ বয়স থেকে বিবেকানন্দ রচনাবলী পড়ে এবং বিবেকানন্দের আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলে পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর হাতে তৈরি আজাদ হিন্দ বাহিনীর ইতিহাস তোমরা পড়েছ। মণিপুর পর্যন্ত ব্রিটিশ সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করে দখল করে নিয়েছিল তাঁর বাহিনী। কিন্তু তারপর পিছু হটতে বাধ্য হয় কিছু নির্দিষ্ট কারণে।

দেশের দুর্ভাগ্য স্বাধীনতা উত্তর কালে দেশ তাঁর নেতৃত্ব লাভে বঞ্চিত হল। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন দেশের সর্বকালের কেরিয়ারিস্ট জওহরলাল নেহরু। নেতাজির আকস্মিক অন্তর্ধানের বিষয়ে তিনি অনেক কিছু জানতেন বলেই আমার বিশ্বাস। নিজের এবং নিজের পরিবারের স্বার্থে সে সব তথ্য ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেননি। আর ভারত সরকার সেই সব গুরুত্বপূর্ণ ফাইল আজও দিব্যি চেপে রেখেছে। এঁদের 'ভিতুর ডিম' ছাড়া আর কী বা বলা যায়।

যাইহোক, আজ নতুন করে একজন সচেতন মানুষ নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনে বর্তমান ভারত সরকারের কাছে দাবি জানাতে এগিয়ে এসেছেন এবং একটি সমান্তরাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছেন। বলা ভাল, একটি বিশেষ 'ফোরাম' গঠন করেছেন। তোমরাও সেই ফোরামে এসে এঁদের সাথে যোগদান করো— তোমাদের কাছে এই আমার আবেদন। এবং সেই সঙ্গে একান্ত অনুরোধও।

শিব দুর্গা ক্লাবের রক্তদান

দীপক ঘোষ : বজবজ পৌর এলাকার পাঁজালপাড়ার 'শিবদুর্গা' ক্লাবের উদ্যোগে ১৬তম স্বেচ্ছায় রক্তদান করা হয়। মহিলা পুরুষ রক্তদাতার সংখ্যা ৬৯ জন। প্রতিবছর দুর্গাপুজা, চক্ষুপরীক্ষার পাশাপাশি শিবদুর্গা ক্লাব রক্তদানের কর্মসুচি গ্রহণ করে। রক্তদাতাদের কোন ধরনের 'গিফ্ট' না দিয়ে। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, দেবাশিষ শতপতি, আশিষ হালদার, সম্পাদক মুকুল হালদার, বিধায়ক অশোক দেব বলেন বজবজ এলাকায় ২৯ মার্চ আজকের দিনে চারটি ক্লাব সংগঠন রক্তদান অনুষ্ঠান করে। এই রক্তদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত রক্তদাতাদের ও ক্লাব সংগঠনের কর্মকাণ্ডকে প্রশংসা করেন।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য সমীক্ষায় উঠে এল নয়া তথ্য

মেহেবুব গাজি

হাতে গোণা কয়েকটা দিন। সম্প্রতি শেষ হয়ে গেল সাউথ সুন্দরবন জলকল্যাণ সংঘ–র উদ্যোগে ''জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান সচেতনতা সপ্তাহ উদযাপন'' হল ১৬ মার্চ থেকে ২২ মার্চ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৯টা ব্লকে ৩৬টা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি বাড়িতে সার্ভে করা হয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাউথ সুন্দরবন জলকল্যাণ সংঘের সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম যেমন ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন অর্থাৎ গ্রামের বেশ কয়েকজন মায়েদের নিয়ে পানীয় জল ও শৌচাগার নিয়ে সচেতনতা করা, বিভিন্ন ব্লকে সেমিনার, ও আশা কর্মীদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি সার্ভে করা হয়েছিল। নির্মাণ ফাউন্ডেশানের আর্থিক সহায়তায় ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের বিশেষ প্রজেক্টের এই সচেতনতা শিবির। উল্লেখ্য ব্লক গুলি হল কাকদ্বীপ, ফলতা, সাগর, পাথরপ্রতিমা, কুলপি, মথুরাপুর–২ ইত্যাদি। পঞ্চায়েত কর্মী, আশা অঙ্গনওয়াড়ি, শিক্ষক সবাই এই সচেতনতা শিবিরএ অংশগ্রহণ করেছিল মূলত গ্রামের পানীয় জলের কতটা ব্যবহার, সংরক্ষণ, সরবরাহ, শৌচাগারের ব্যবহার বিধি সমস্ত বিষয় এই সার্ভের মাধ্যমে উঠে এসেছিল। বিধায়ক থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেলবন্ধন ঘটিয়েছিল। ফলতার বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ বলেন ''সাউথ সুন্দরবন জনকল্যাণ সংঘ যেভাবে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে এলাকায় সমস্যা কথা তুলে সরকারে দৃষ্টিপাত করছে সেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয়'' ডায়মন্ড হারবার তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মনমোহিনী বিশ্বাস বলেন ''সাউথ সুন্দরবন জলকল্যান সংঘর এই কর্মকাণ্ডকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।'' পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা জানান ''সাউথ সুন্দরবন জলকল্যাণ সংঘ এর আগেও বহু কর্মকাণ্ড সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় প্রমাণ আছে নতুন করে বলার কিছু অপেক্ষা রাখে না। তার কর্ণধারকে সাধুবাদ জানাই। কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাস বলেন ''তিনি আমাদের এলাকার মানুষ আর যেভাবে তাঁর সংগঠন মানুষের পাশে আছে তাতে আমার পক্ষ থেকে রইল শুভেচ্ছা। সাউথ সুন্দরবন জনকল্যাণ সংঘর কর্ণধার রফিক উদ্দিন মোল্লা বলেন, আগামী দিনেও আমরা কাজ করে যাব সাধারণ মানুষের জন্য।

গ্রামীণ সাহিত্য সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯৮৭ সালে মৃন্ময় কুমার নস্করের সম্পাদনায় ও কাম্যকোবিদ নিশিকান্ত মজুমদারের সভাপতিত্বে যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রামীণ সাহিত্য সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা প্রত্যেক বছর কয়েকশ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কবি সাহিত্যিকদের নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সেই সাহিত্য সম্মিলনী আজ ২৮তম বার্ষিকীতে পদার্পণ করতে চলেছে। প্রতিবছর সম্মিলনীতে সাহিত্য কৃতীর জন্য বেশ কিছু কবি সাহিত্যিককে পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। এর পাশাপাশি প্রতিবছর নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে কবিতা ও ছড়া সংকলন 'মিশ্র রাগিনী' এবং সম্মিলনীর মুখপত্র 'পদধ্বনি' বর্তমানে এই সম্মিলনীর সভাপতি কবি ফণিভূষণ হালদার। এ বছর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার 'দয়রামপুর সুন্দরবন স্যোসাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে। এই সম্মিলনীর সভাপতি বলেন, ''দক্ষিণ ২৪ পরগনা লোকসাহিত্যের বিকাশ এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গের সামনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাহিত্যের ক্রমবিকাশ উপস্থাপন ও প্রান্তিক অঞ্চলে প্রতিকূল পরিবেশে যে সমস্ত মানুষজন চরম দারিদ্রের সঙ্গে লিখে চলেছেন তাদেরকে সাহিত্য সমাজে তুলে আনাই এই সম্মিলনীর মূল লক্ষ্য। তিনি সবাইকে ৫ই এপ্রিল আয়োজিত কবি সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ করেন।

সার্বিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসই এগিয়ে

পুরভোট বজবজ

কুনাল মালিক, বজবজ : শতাব্দী প্রাচীন বজবজ পুরসভার নির্বাচন আগামী ২৫ এপ্রিল। ২০টি ওয়ার্ডে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে জোরকদমে দেওয়াল লিখন থেকে শুরু করে ব্যানার ফেস্টুন গেট দিয়ে এলাকায় এলাকায় সাজানো শুরু করে দিয়েছে। তবে প্রথমার্ধে সকলকে টেক্কা দিয়ে শাসক তৃণমূলের প্রচারের চাকচিক্য বেশি চোখে পড়ছে। তৃণমূল কংগ্রেসেরই দখলে ছিল পুরসভা। ২০টি আসনেই লড়ছে তৃণমূল কংগ্রেস। কংগ্রেস লড়ছে ১৪টি আসনে। বামফ্রন্ট ২০টি আসনে এবং বিজেপি ২০টি আসনে। এছাড়াও বেশ কিছু ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ প্রার্থীরা জোড়া পাতা চিহ্নে দাঁড়িয়ে পড়েছে। যেমন ১৩ নং ওয়ার্ডে তৃণমূলের অতীন হালদার লড়ছেন জোড়া পাতা নিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দীপক ঘোষের বিরুদ্ধে। গত লোকসভা নির্বাচনে বজবজ পুরসভা এলাকায় পদ্মফুল ভালো ফলাফল করলেও পুর নির্বাচনে তাদের যেভাবে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে চোখে পড়ছেনা। কংগ্রেস ৬নং ওয়ার্ডেও গতবারের জয়ী প্রার্থী আত্রেয়ী দত্তকে নিয়ে আশাবাদী। তৃণমূলের এই ওয়ার্ডের প্রার্থীকে নিয়ে চাপা গুঞ্জন আছে। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত। তাঁর নিজের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন গৌতমবাবুর ভ্রাতৃবধূ সোমা দাশগুপ্ত। পুরসভার চেয়ার পার্সন ফুলু দে ৫ নং ওয়ার্ডেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁর জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বজবজ পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে বিরোধীরা 'সারদা' ছাড়া তেমন কোনও জোরদার ইস্যু খুঁজে পাচ্ছে না। পানীয় জল নিকাশী ব্যবস্থার কিছু সমস্যা আছে কিন্তু জনগণের মতে তা প্রকট নয়। তাছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো শক্তির প্রকাশ বিরোধীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। কংগ্রেস নেতা শেখ সামাদ বলেন, ওদের দুর্নীতিই মূল ইস্যু।

বিজেপির জেলাস্তরের নেতা বিকাশ ঘোষ বলে, এবার বজবজে ২০টি ওয়ার্ডেই আমরা 'ফাইট' দেব। সিপিএমের জেলা সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী বলেন, মানুষ যে 'পরিবর্তন' চেয়েছিল তা পায়নি। পুর ভোটে তার বহিঃপ্রকাশ হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার সাধারণ সম্পাদক গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়ন দেখে মানুষ আবার পুরবোর্ডের দায়িত্ব আমাদের হাতে তুলে দেবেন।

৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা অজয় মিথ্যা বলেন, আমি ৭০ সাল থেকে বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, তবুও বলছি এখানে বাম তথা বিরোধীদের যা হাল, তাতে করে এই পুরভোটে সার্বিকভাবে জয়ের পাল্লা তৃণমূল কংগ্রেসের দিকেই ভারী হয়ে আছে।

পাথর প্রতিমার পর্যটন শিল্পের বিকাশে নির্মীয়মান প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষের পথে

সৈকত ঘোষ

সুন্দরবনের লুথিয়ানা দ্বীপের গায়ে পাথর প্রতিমার ভাগবৎপুর। এই ভাগবৎপুরেই ১৯৭৬–এ তৈরি হয়েছিল ভাগবৎপুর কুমির প্রকল্প। বর্তমানে এই প্রকল্পের জন্য সুন্দরবনের নদীগুলিতে কুমীরের কৃত্রিম প্রজনন ঘটিয়ে পর্যাপ্ত কুমির তৈরি করা হচ্ছে। এই কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমানে বিভিন্ন সাইজের কুমির জন্মানোর ফলে নদীগুলিতে আগের তুলনায় কুমিরের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এছাড়াও উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নোনা জলের পুকুরেও বিভিন্ন সাইজের কুমির রাখা হয়েছে যার ফলে সুন্দরবনে আগত পর্যটকরা 'ডুমুরের ফুল' রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার না দেখতে পেলেও যে কোনও সময় কুমির দেখে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান। 'ক্রকোডায়েল রিসার্চার' দের মতে একটি কুমির প্রজনের সময় ৮০–৮৫টি ডিম পাড়ে। মাস তিনেকের মধ্যে সেই ডিম ফুটে সৃষ্টি হয় কুমির শাবক। সেই শাবক ১ মিটারের মত লম্বা হলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় নদীতে। বর্তমানে পর্যটকদের কাছে এই কুমির প্রকল্প বেশ আকর্ষণীয়।

পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও বহিরাগত পর্যটকদের সুবিধার জন্য 'সপ্তমুখী নদীর উপর সম্প্রতি সৃষ্টি করা হয়েছে ব্রীজ। গাড়ি নিয়ে সবুজ বনানীময় বাদাবনের নৈসর্গিক দৃশ্যে ভরা পাথরপ্রতিমায় সরাসরি চলে আসতে পারেন। এছাড়াও পাথরপ্রতিমার বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সহ সভাপতি সমীর জানা জানিয়েছেন পর্যটকদের সুবিধা ও সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে গঙ্গাধরপুর থেকে পাথরপ্রতিমা পর্যন্ত প্রায় ১০ কিমি রাস্তা জেলা পরিষদের অর্থেই নির্মিয়মান। লক্ষ্মীনারায়ণপুর থেকে কিশোরীনগর পর্যন্ত 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা' ভুক্ত প্রায় ৭ কিমি রাস্তার নির্মাণ শেষের পথে।

পর্যটকদের রাত কাটানোর জন্য এবং রাত্রে এই অঞ্চলের নৈসর্গ উপভোগের জন্য নির্মিত হবে পর্যটন আবাস। সরাসরি পৌঁছে যাবেন সুন্দরবনের কুমীর রাজ্যে, সুন্দরবন উন্নয়ন দফতর পর্যটক টানতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় আকর্ষণীয় ও পরিবেশ বান্ধব পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে যত দ্রুত সম্ভব মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরের উপকূলে জি প্লটের অন্তর্গত গোবর্দ্ধনপুরে সম্প্রতি জেগে ওঠা 'সবুজ বনানী ঘেরা' চরা। নতুন পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে সাজানো ও বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নতির কাজ চলছে প্রস্তাবিত ও নির্মিয়মান সমস্ত প্রকল্পের কাজ শেষ হলে আসছে দিন সুন্দরবনে পাথরপ্রতিমা হয়ে উঠবে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র।

কাশীনগরে কৃষ্টি উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘী থানার অন্তর্গত কাশীনগরে 'বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র' ও 'পি কে নার্সারি ও কেজি স্কুল'–এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৯ মার্চ রবিবার 'পি. কে নার্সারী স্কুল' প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয়েছিল 'কৃষ্টি উৎসব ২০১৫'। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবনের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক ফণিভূষণ হালদার, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক অচলেন্দু শেখর মণ্ডল এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তরুণ কবি ও সাংবাদিক সৈকত ঘোষ। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করন 'বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্রের সম্পাদক গৌরী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। গৌরীশঙ্কর বাবুর স্বাগত ভাষণের পর উপস্থিত অতিথিদ্বয় ও সভাপতির ভাষণ দেন। তারপর বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। তারপর শুরু হয় বিদ্যালয়ের ছোট্ট ছোট্ট শিশু বিদ্যার্থী পরিবেশিত হয় সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটক।

পাট্টা বিতরণ

মধুশ্রী আচার্য্য : নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে গত ১ এপ্রিল সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালী ২০০ জন ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে পাট্টা বিতরণ করেন। উপস্থিত ছিলেন নামখানার যুগ্ম উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ গুপ্ত এবং ব্লক ভূমি রাজস্ব আধিকারিক ও হরিপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ধীরেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ বিশিষ্টরা।

নির্বাচনী যুদ্ধে দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২৫ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পাঁচটি পুরসভায় নির্বাচন হতে চলেছে। এই পুরসভাগুলি হল বজবজ, মহেশতলা, বারুইপুর, সোনারপুর, রাজপুর, জয়নগর, মজিলপুর। ইতিমধ্যেই পাঁচটি পুরসভায় মনোনয়ন পর্ব শেষ হয়েছে। বজবজ পুরসভায় ওয়ার্ড সংখ্যা ২০টি, মোট ভোটার ৫৭,২৩৩ জন। মহেশতলার ওয়ার্ড সংখ্যা ৩৫টি, মোট ভোটার সংখ্যা ৩,০৫,৭৬৪ জন। বারুইপুরের ওয়ার্ড সংখ্যা ১৭টি, ভোটার ৪০ হাজার। সোনারপুর রাজপুর পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ৩৫টি, ভোটার সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। জয়নগর–মজিলপুরের ওয়ার্ড ১৪টি, এখানে ভোটার সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। প্রসঙ্গত পাঁচটি পুরসভাই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে ছিল। এবার কোথাও তৃণমূল কংগ্রেস জোট করেনি। তারা একক ভাবেই লড়ছে।

ভোট যুদ্ধে ১৭টি ওয়ার্ড নির্দল প্রার্থী

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: রাজপুর সোনারপুর পুরসভা নির্বাচনের টিকিট পাওয়া নিয়ে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ব্যাপক হারে গন্ডগোল শুরু হয়েছে। বিশেষ করে ৩০ নং ও ৯ নং ওয়ার্ডে। প্রথমে দলের সিদ্ধান্ত হয়েছিলো গত বারের জয়ী প্রার্থীরা এবার দাঁড়াবে কিন্তু বিভিন্ন কারণে কয়েকজনকে বাদ দিতে হয়েছে। কারণ এর মধ্যে কিছু ওয়ার্ড ডি লিমিটেশন হয়ে যাওয়ার দরুণ কিছু ওয়ার্ড মহিলা সংরক্ষণ হয়ে যায়। সেই সব ওয়ার্ডে পুরুষ প্রার্থীদের বাদ দিতে হল। দলীয় সূত্রের খবর কিছু ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষের অভিযোগের আঙুল উঠেছে, যেমন উন্নয়ন হয়নি, ওয়ার্ড কমিটির সঙ্গে মতবিরোধ, বিধায়কের সঙ্গে অসভ্য আচরণ। বিভিন্ন কারণে গতবারের কাউন্সিলরদের ফল ভালো হলেও এবারে পরিস্থিতি অন্য রকম। কেবল মাত্র দুজন পুরুষ প্রার্থীকে অন্য ওয়ার্ডে টিকিট দিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ দিলো শীর্ষ নেতৃত্ব। তার মধ্যে অন্যতম অমিতাভ চৌধুরি (পিটু) ২৫ নং ওয়ার্ড মহিলা হয়ে যাওয়ার দরুণ ১৫ নং ওয়ার্ডে বদলি করা হল। অন্য এক প্রার্থী বিভাস মুখার্জী (মনু) ক্ষেত্রেও মহিলা সংরক্ষণ হয়ে যাওয়ায় ২নং থেকে ৪ নং ওয়ার্ডে প্রার্থী করা হয়। এই চার নম্বর ওয়ার্ড গড়িয়া স্টেশন রোড পাঁচ পোতায়। এখানে দেখা যাচ্ছে গত ৩৫ বছর ধরে সিপিএমের দখলে। বিভাস বাবু বলেন এই চার নং ওয়ার্ড আমার মাদার ল্যান্ড এবং নিজস্ব পৈতৃক ভিটেতে বসবাস করছি এখানে আমি সহজেই জিতে যাব। এটাই হবে আমার ঐতিহাসিক জয়। কিন্তু অন্য কাউন্সিলররা এদের দুজনের মতো দাঁড়াবার সুযোগ পেলেননা কেন? দলের শীর্ষ নেতাদের বক্তব্য রাজনৈতিক ভাবে বিচার করতে গেলে মার্কশিট দেখা যায় বিগত পাঁচ বছর ধরে সংগঠনকে এরা সুন্দর ভাবে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের এদের প্রতি কোনও অভাব অভিযোগ নেই এবং নির্দিষ্ট ওয়ার্ড থেকে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে দল প্রচুর পরিমাণে ভোট পেয়েছে, শুধু তাই নয় এলাকার মানুষের উন্নয়নের দিক থেকে সুনাম অর্জন করেছেন এই দুজন। বিধায়কের সঙ্গে কোনও ব্যাপারে সংঘাতে যায়নি। সব দিক বিচার বিবেচনা করে দলকে চাঙ্গা করতেই অমিতাভ চৌধুরী ও বিভাস মুখার্জীকে অন্য ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা।

ভুল সংশোধন

২৮ মার্চ ২০১৫ তারিখের আলিপুর বার্তার মহানগর বিভাগে ৩ এবং ৫ পৃষ্ঠায় ''কলকাতাবাসীর বড় সমস্যা গোলমেলে কর কাঠামো'' লেখাটিতে কিছু ত্রুটি হয়েছে, যা সংশোধন করে দেওয়া হল—

...৩ পৃষ্ঠার ২য় কলমে যোজনার পরিবর্তে পড়তে হবে ''খাজনা''। ওই কলমের নিচের দিকে পড়তে হবে ''এক তরফা'' ২য় কলমে সুদের পরিবর্তে হবে ''মূল্যের'', ওই কলমে ৫ লাইনে হবে ''এক মান''। ৫ পৃষ্ঠায় ৫ কলমে যাতে নয় পড়তে হবে ''খাতে'', ৬ষ্ঠ কলমে হোক নয় ''থোক'' পরিক্ষণ বদলে পড়তে হবে ''পরিমাণ'' আর ১ নং সারণীর ৭ম কলমে আয় নয় হবে ''সারচার্জ''।

বাজেট পেশে হাতাহাতি হাওড়ায়

বৈশালী সাহা, হাওড়া : ৩১শে মার্চ মঙ্গলবার দুপুর দুটোয় হাওড়া পুরসভায় বাজেট পেশ হয়। এই বাজেট পেশে ছিলেন মেয়র রথীন চক্রবর্তী এবং অন্য রাজনৈতিক দল বিজেপি এবং সিপিএম দলনেতা। ৩১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আসরৎ জাভেদ এই বাজেটে বক্তব্য রাখার সময় বাধা দেয় তৃণমূলের মেয়র পারিষদ গৌতম চৌধুরী এবং শ্যামল মিত্র। মাইক কেড়ে নেয় এবং কাগজ ছিঁড়ে দেয়। ৫০ নং ওয়ার্ডের তিলোকেশ মন্ডল ভাষণ স্থলে উঠে আসরৎ জাভেদকে ধাক্কা মেরে বের করে দেন বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর বিজেপি কাউন্সিলর গীতারাই এবং অনিতা সিং বক্তব্য পেশ করতে উঠলে তৃণমূল কাউন্সিলর মাইক কেড়ে বন্ধ করে দেয় বলে ফের অভিযোগ ওঠে।

মানুষের পাশে থেকে কাজ করাই লক্ষ্য সঞ্জীবের

কল্যাণ রায়চৌধুরী

মাত্র ২০ বছর বয়সেই সক্রিয় কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা তৃণমূল এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের গ্রামীণ সভাপতি তথা বাদুড়িয়া থানাধীন চন্ডিপুরের বাসিন্দা সঞ্জীব কুমার মণ্ডল। ছাত্র রাজনীতি দিয়েই সূচনা। ১৯৮১ সালে হাবড়ার শ্রীচৈতন্য কলেজকে ছাত্র পরিষদের দখলে রাখেন। ছাত্র পরিষদ করার সুবাদে বাড়ি ছেড়ে হস্টেলে থাকতেন। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পরিবার থেকে উঠে আসার ফলে প্রেরণা হিসেবে পরিবারের কথাই উল্লেখ করেন তিনি। বাবা সীতানাথ মণ্ডল ও মা ঊর্মিলা দেবী। মা বর্তমানে প্রয়াত। সাহিত্যিক ও প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক জ্যেঠামশাই সখানাথ মণ্ডলও বেঁচে নেই। এই কলেজ থেকে সাহিত্যে স্নাতক হবার পর রবীন্দ্রভারতী থেকে ফাইন আর্টসে সাম্মানিক স্নাতক হন। জানান, ১৯৮৩ ও ৮৪ সালে শ্রী চৈতন্য কলেজে ছাত্র সংসদে নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি হন। ১৯৮৫তে যুব কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য। শুরু থেকেই ছিল মানুষের জন্যে কাজ করার প্রবল বাসনা। একারণে স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে দলীয় নানা কাজ, মিটিং–মিছিল সহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডে নিজেকে যুক্ত করে নেন। খুব অল্প সময়েই বিভিন্ন কংগ্রেস নেতৃত্বের সান্নিধ্যে আসেন।

এক কালের জেলার ডাকসাইটে কংগ্রেস নেতৃত্ব তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক প্রয়াত অশোক মুখোপাধ্যায়ের স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন। জানালেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি একটা আলাদা টান ও শ্রদ্ধা বরাবরই ছিল তাঁর মধ্যে। সান্নিধ্য লাভ করেন বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বিধায়ক নির্মল ঘোষ, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ মন্ত্রী উপেন বিশ্বাস প্রমুখের। এমনকি সর্বভারতীয় রাজনীতিবিদ প্রয়াত গুলাম নবি আজাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ ঘটে তাঁর। একেবারে কাছ থেকে দেখেছেন প্রাক্তন ও প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে নিজেকে উজার করে দেন।

আর এটাই তাকে এলাকায় জনপ্রিয় করে তুলেছে। নীরবে কাজ করে যাওয়ার পক্ষপাতী সঞ্জীব বরাবরই প্রচার বিমুখ। একারণে তাঁর রাজনীতিতে আজও সামনের সারিতে আসা হয়ে উঠল না। এজন্য তাঁর কোনও খেদ নেই বলে উল্লেখ করেন। স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায়, মানুষের আপদ–বিপদ সহ চিকিৎসা, পড়াশুনো, বিয়ে ইত্যাদিতে তাঁর কাছ থেকে কেউ কখনও খালি হাতে ফিরে যায় না। তবে উন্নয়নের কাজে কোনও দলাদলি বা রাজনীতি তাঁর অপছন্দ। ২০০৩ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত তিনি পঞ্চায়েতের সদস্য, উপপ্রধান ও সঞ্চালক হন। জানান, ইন্দিরা আবাস যোজনায় তিনি প্রচুর গরিব মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ২০০৩ সালে সিপিএমের একচ্ছত্র জমানায় চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একমাত্র তৃণমূল সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। গরিব মানুষের উন্নয়নের দাবিতে তিনি মাটি কামড়ে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে গিয়েছেন। যা চন্ডিপুরবাসীরা আজও মনে রেখেছেন। সঞ্জীববাবু নিজে তপশিলি জাতিভুক্ত। তবু সব সম্প্রদায়ের মানুষকেই তিনি সমান চোখে দেখেন। বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তপশিলি জাতি, উপজাতিদের জন্য যা করেছেন, তা বিগত কোনও সরকার করেনি।' এ প্রসঙ্গে তিনি যে তথ্যের উল্লেখ করেছেন, তা এরূপ : বাম আমলের শেষ লগ্নে ২০১০ সালে সমগ্র বাংলায় তপশিলি শংসাপত্র পান ৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৬২ জন।

২০১১ সালের রাজ্যে মা– মাটি –মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই শংসাপত্র প্রদান করা হয় ৬ লক্ষ ২১০ জনকে। ২০১২ সালে ৭ লক্ষ ৯ হাজার ১৬জনকে। ২০১৩তে পান ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬০০ জন। ২০১৪ সালে সমগ্র বাংলায় এই শংসাপত্র পেয়েছেন মোট ১১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৭৯ জন। সঞ্জীববাবুর দাবি, এই পরিসংখ্যানই বুঝিয়ে দেয়, এই সম্প্রদায়কে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কতখানি চিন্তিত। পাশাপাশি ঠাকুর নগরের ঠাকুরবাড়িকে জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য তিনি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। বলেন, 'জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক খাদ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আজ কোথাও রেশন কার্ডের সমস্যা নেই। যা বামফ্রন্টের আমলে এক জ্বলন্ত সমস্যা হিসেবে ছিল।'

বিধায়ক তথা উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা তৃণমূল পর্যবেক্ষক নির্মল ঘোষ প্রসঙ্গে বলেন, ''নির্মলদা, এক কথায় কাজের মানুষ, ভাল মানুষ। হেসে খেলে সবাইকে কাছে নেওয়ার মানুষ।' প্রসঙ্গত উঠে আসে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ মন্ত্রী উপেন বিশ্বাস প্রসঙ্গ। উপেনবাবু সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, 'তিনি আমার আদর্শ। তাঁর সময়ানুবর্তিতা, সততা সহ কয়েকটি বিশেষ গুণ আমাকে মুগ্ধ করে। তাঁর মতো মানুষরা রাজনীতিতে আর একটু সামনের সারিতে এলে মানুষ আরও অনুপ্রাণিত হত। মানুষের আরও ভাল হত।' জানালেন অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ বিত্ত নিগম দলিত সম্প্রদায়ের মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণের জন্য ৩ মাসের একটি সার্টিফিকেট কোর্স চালু করেছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর তারা যাতে কাজের থেকে হারিয়ে না যায় এ জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদের স্বনির্ভর করার জন্য বিনামূল্যে বিউটিশিয়ান কিটস্ প্রদান করা হচ্ছে। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬ হাজার টাকা। এই প্রশিক্ষণের জন্য সরকার আইআইআইএম এল (ইন্ডাস ইন্টিগ্রেটেড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড)কে দায়িত্ব দিয়েছে। রাজ্যে সংরক্ষিত ৮৭টি বিধানসভা এলাকায় একটি করে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। সম্প্রতি মিনাখাঁ হিঙ্গলগঞ্জ, স্বরূপনগর, সন্দেশখালি ও গাইঘাটায় প্রায় ৪৫০ জন মহিলাকে কিটস্ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ থেকে বর্তমানে বিনামূল্যে আইএএসআইপিএস পড়ার সুযোগ রয়েছে।

সঞ্জীববাবু সংখ্যালঘু প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, 'আজ থেকে পাঁচ বছর আগের মুসলিম সমাজ আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের মুসলিম সমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তারা এখন অনেক স্বাবলম্বী হয়েছে। তাদের মধ্যে পড়াশুনোর হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর 'গীতাঞ্জলি প্রকল্প' ওদের জীবনের ধারা পাল্টে দিয়েছে।' সঞ্জীব আরও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর উদ্ভাবনী শক্তির কোনও বিকল্প নেই। 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' তারই এক উল্লেখযোগ্য নজির।' বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ এক বৈজ্ঞানিক প্রকল্প।' যাকে অনুসরণ করে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও প্রকল্প–এর সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

তবে ব্যক্তিগত অনাড়ম্বর জীবনযাপনই সঞ্জীববাবুর লক্ষ্য। প্রচারবিমুখ এই মানুষটি দুঃস্থদের কম্বল, বস্ত্র, মশারি কিছু প্রদান করলে তাকে প্রচার সর্বস্ব করতে নারাজ। তিনি এ ব্যাপারে একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। প্রথমে তিনি একটি তালিকা তৈরি করেন এবং পরে সেই তালিকা অনুযায়ী তা দুঃস্থদের হাতে তুলে দেন অনাড়ম্বরভাবে। এছাড়াও শিশু শ্রমিক বিরোধী সঞ্জীববাবু কেন্দ্রীয় প্রকল্প চাইল্ড লেবার প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রজেক্টে তিনি ইনস্ট্রাক্টর পদে রয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি জনচেতনা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠান সংঘটিত করেন। সম্প্রতি নিজস্ব পরিচালনায় তিনটি নাটক মঞ্চস্থও করেছেন তিনি।

ব্যস্ত জীবনে তাঁর অবসর প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ তিনি এক কথায় বলতে গেলে কাজ পাগল। আর এই কাজের মাধ্যমেই তিনি নবীন প্রবীন সকলের মনেই একটা স্থান করে নিয়েছেন। আজ তাঁর জনপ্রিয়তা অনেকের কাছেই ঈর্ষণীয়। তবে কাজের চাপ থেকে মনকে কিছু অবকাশ দিতে কখনও কখনও ডুবে যান রবীন্দ্র সঙ্গীতে। জানালেন, একমাত্র রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্যে তিনি মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পান। তবে আগামী দিনে হয়তো তাঁর জন্য আরও কোনও উচ্চাসন বয়ে আনতে পারে বলে মনে করেন সঞ্জীববাবুর শুভানুধ্যায়ীরা।

এ সপ্তাহের মুখ

ভারতকে কৃমি মুক্ত করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১৫ তারিখে 'জাতীয় কৃমি মুক্তিকরণ দিবস' উপলক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জয়পুরে কৃমি মুক্তিকরণের জাতীয় উদ্যোগের সূচনা করেন।

মানবদেহে বা জীব–জন্তুর দেহে থাকা নানা ধরণের কৃমি যেমন গোলাকার কৃমি, বক্রদেহ কৃমি, ফিতা কৃমি বা ফ্লুকের মতো বিভিন্ন রকমের পরজীবী মারার জন্য অ্যান্টি–হেলমিন্থিক ওষুধ দেওয়াকে কৃমি মুক্তিকরণের চিকিৎসা প্রণালী বলা হয়। শিশুদের মধ্যে হেলমিন্থিয়াসিস যেমন মাটি থেকে ছড়ানো হেলমিন্থিয়াসিসের নিরাময় ও প্রতিরোধের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুদের মধ্যে কৃমি মুক্তিকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুদের কৃমির হাত থেকে বাঁচাতে মেবেন্ডাজোল ও অ্যালবেন্ডাজোলের মতো ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। এই ওষুধগুলির দাম তুলনামূলকভাবে কম। অ্যালবেন্ডজোলের একটি বড়ি শিশুদের অন্ত্রে থাকা কৃমির হাত থেকে বাঁচাবে। পরজীবী কৃমির হাত থেকে বাঁচাবে। এই কৃমিগুলি শিশুর দেহে থেকে খাদ্য ও পুষ্টি টেনে নেয় যার ফলে শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশ স্বাভাবিক হয় না। এই বড়িটি কৃমি সংক্রমণের ফলে অসুস্থ শিশুদের ও সুস্থ বাচ্চাদেরও প্রতিকারের জন্য দেওয়া যেতে পারে।

এ ধরনের পরজীবীকে হেলমিন্থ বলা হয়। এগুলিতে সাধারণভাবে কৃমি বলে জানি আমরা এবং বেশ কিছু ধরণের কৃমি মাটি থেকে দেহে প্রবেশ করে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কৃমির সংক্রমণ খুবই হয়ে থাকে। সামান্য মাত্রায় সংক্রমণ অনেক সময় বোঝা যায় না। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় সংক্রমণ হলে পেট ব্যথা, অমনোযোগ, অ্যানিমিয়া, অপুষ্টি, উচ্চতা রোধ প্রভৃতি হতে পারে। এছাড়া সংক্রমণের ফলে দৃষ্টিহীনতাও হতে পারে যার জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)'র পরামর্শ

কৃমি নাশের জন্য সংক্রমণ অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বসবাসকারী স্কুল পড়ুয়াদের সময়ে সময়ে ওষুধ খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু), বিশ্ব জুড়ে প্রায় ৬০ কোটি স্কুল পড়ুয়া সংক্রমণে ভোগে। হুর মতে, কৃমিনাশক চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে স্কুল পড়ুয়াদের স্কুলে উপস্থিত থাকার হার, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘকালীন কার্যক্ষমতার উন্নতি হবে। স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায় কৃমিনাশক বড়ি। একটি বড়িই খুবই উপকারী কারণ এটি খেলে নানা ধরণের কৃমি নাশ হয়।

সেইজন্য, কৃমিনাশকের চিকিৎসা পদ্ধতি কেবল কার্যকরী ও সস্তাই নয়, সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের শিশুদের ওষুধগুলি সহজে দেওয়া যায়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিকাশের লক্ষ্যে দেশের স্কুলগুলিতে শিশুদের বিনামূল্যে কৃমিনাশক চিকিৎসা প্রদানের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারি উদ্যোগ

জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (এন আর এইচ এম)–এর অধীনে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী বছরে দুবার বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের কৃমিনাশক ওষুধ দেওয়া হয়। বিহারে বিশ্বের সব থেকে বড় বিদ্যালয়ভিত্তিক কৃমিনাশক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং দিল্লি সরকারও ঐ ধরনের অভিযানের সূচনা করেছিল। হুর তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ২৪ কোটি ১–১৪ বছর বয়সী শিশুর অন্ত্রে পরজীবী ক্রিমি সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নতুন কৃমি মুক্তিকরণ অভিযানের লক্ষ্য ১–১৯ বছর বয়সী সব শিশুকে কৃমির সংক্রমণ থেকে নিস্তার করা। প্রথম পর্যায়ে ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (অসম, বিহার, ছত্তিশগড়, দাদরা ও নগরহেভেলি, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তামিলনাড়ু ও ত্রিপুরা)–এর ১৪ কোটি শিশুকে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১০ কোটি শিশুকে ওষুধ খাওয়ানো হবে।

এ মাসের ১০ তারিখে কৃমি মুক্তিকরণ দিবসে কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ের কাজ হয়েছে। চিহ্নিত এলাকাগুলির প্রতিটি শিশুকে অ্যালবেন্ডজোলের বড়ি খাওয়ানো হবে ১ থেকে ২ বছরের শিশুদের অর্ধেক বড়ি এবং ২ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের একটি করে বড়ি খাওয়ানো হবে। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখ অবধি কর্মসূচিটি চলবে।

ভারতকে কৃমি মুক্ত করতে প্রত্যেকটি শিশুকে পরজীবী কৃমি সংক্রমণের হাত থেকে মুক্ত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। তিনি বলেছেন, পোলিও মুক্ত ভারতের পরবর্তী লক্ষ্য কৃমি মুক্ত ভারত।

নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষা দৃষ্টিশক্তি বাঁচিয়ে রাখতে পারে

ডঃ এইচ আর কেশবমূর্তি

চোখের অপটিক (দৃষ্টি সংক্রান্ত) স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে যে অপূরণীয় অন্ধত্ব দেখা দেয় তার পেছনে রয়েছে গ্লকোমা। চোখের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ার ফলে অপটিক স্নায়ু যদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে তাহলে গ্লকোমার কারণে স্থায়ী অন্ধত্ব দেখা দিতে পারে। সঠিক চিকিৎসা না হলে কয়েক বছরের মধ্যেই দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়।

সংজ্ঞা

চোখের বেশ কয়েকটি রোগকে একত্রে গ্লকোমা বলা হয়। এই ধরনের রোগের ফলে চোখের পেছনের অংশে যে অপটিক স্নায়ু থাকে তা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে চোখের অভ্যন্তরে চাপ বৃদ্ধির কারণে এই ক্ষতি হয়। চোখের ভেতরে তরল পদার্থের চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হলেই এই সমস্যা দেখা দেয়। অন্যান্য চক্ষু রোগীদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অপটিক স্নায়ুতন্ত্রে রক্ত প্রবাহে ঘাটতি থাকলেও গ্লকোমা হতে পারে। সাধারণত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রকোমা দেখা দিলেও যে কোনও বয়সেই এটা হতে পারে।

চোখের ওপর চাপ কিভাবে বৃদ্ধি পায়

চোখের অভ্যন্তরে চাপ বৃদ্ধি পেলেই সাধারণত গ্লকোমা দেখা যায়। চোখের সামনের অংশে চক্ষু নিঃসৃত তরল পদার্থ যখন স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে পারে না তখনই এই রোগের সৃষ্টি হয়। বহু জালের বুনুনির মতো একটি চ্যানেলের মধ্য দিয়ে এই তরল পদার্থ চোখে প্রবাহিত হয়। যদি কোনও কারণে এই চ্যানেল বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তরল প্রবাহিত না হয়ে জমাট বেঁধে যায় এবং গ্লকোমার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই চ্যানেল বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রতক্ষ কারণ জানা না থাকলেও চিকিৎসকরা জানেন কিভাবে এই চ্যানেল বন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। অন্যান্য যে সমস্ত কারণেও গ্লকোমা হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে চোখে আঘাত বা রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসা, চোখে ব্যাপক সংক্রমণ চোখের রক্ত প্রবাহের শিরায় প্রতিবন্ধকতা, চোখ পুড়ে যাওয়ার জ্বালা এবং মাঝে মাঝেই চোখের জৌলুস ফিরিয়ে আনতে অস্ত্রপচার প্রভৃতি প্রয়োজন। সাধারণত দুটি চোখেই

গ্লকোমা দেখা দিলেও প্রতিটি চোখের ক্ষেত্রে এর ধরন ভিন্ন হতে পারে।

গ্লকোমার প্রকারভেদ

গ্লকোমা রোগের ক্ষেত্রে কর্নিক গ্লকোমার ঘটনাই সচরাচর নজরে আসে। অবশ্য, এর প্রকারভেদও রয়েছে:

টেনশন বা নরমাল টেনশন গ্লকোমার কারণে চোখে সাধারণভাবে যে চাপ সৃষ্টি হয় তার ফলেও অপটিক স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই গ্লকোমা রোগটির চিকিৎসাও ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লকোমার চিকিৎসা অনুযায়ী করা হয়।

অ্যাকিউট গ্লকোমা তখন দেখা দেয় যখন চোখের মণি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে চোখের অভ্যন্তরে চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। অ্যাকিউট গ্লকোমা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জটিল আকার ধারণ করে। এর ফলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চোখে যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব, অস্পষ্ট দৃষ্টি, চোখে লালভাব প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। অবিলম্বে চিকিৎসা করা না হলে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি চিরতরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সাধারণত, লেজার অস্ত্রপচারের মাধ্যমে চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা হয়।

অস্বাভাবিকভাবে চোখ থেকে তরল পদার্থের নির্গমণের কারণে কনজেনিটাল গ্লকোমার মতো বিরল ধরনের রোগ দেখা দেয়। জন্মাবস্থা থেকেই এই রোগ থাকতে পারে এবং পরবর্তীকালে তা বড় আকার ধারণ করে। এই রোগ মুক্তির জন্যও অস্ত্রপচারের প্রয়োজন।

সেকেন্ডারি গ্লকোমা সাধারণত চোখে বিভিন্ন ধরণের আঘাত, পুড়ে যাওয়া প্রভৃতি কারণে দেখা দেয়। স্টেরয়েড ব্যবহারের কারণে চোখের ওপর চাপ পড়তে পারে। স্টেরয়েড ব্যবহারের সময় রক্তচাপ পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গ্লকোমার লক্ষণ

গ্লকোমা আক্রান্ত অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই যেহেতু আগাম কোনও লক্ষণ বা চোখের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়া থেকে সৃষ্টিযন্ত্রণার অনুভূতি লক্ষ্য করা যায় না তাই, নিয়মিতভাবে চিকিৎসককে দিয়ে চক্ষু পরীক্ষায় প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যাতে করে, স্থায়ীভাবে দৃষ্টিশক্তি হারিএয় যাওয়ার আগেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ নেওয়া যায়। যদি আপনার বয়স ৪০ বছরের বেশি এবং পরিবারে অতীতে গ্লকোমার ঘটনা ঘটেছে, তাহলে প্রতি এক বা দুবছরে আপনার চক্ষু পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এমনকি, আপনার যদি ডায়াবেটিস বা অন্যান্য কোনও শারীরিক সমস্যা থাকে তাহলেও নিয়মিতভাবে চক্ষু পরীক্ষা করা আবশ্যক।

কর্নিখা গ্লকোমায় আক্রান্তের ঘটনা প্রায়শই দেখা যায়। চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সাধারণত এর কোনও লক্ষণই দেখা যায় না। এই রোগের ক্ষতির প্রক্রিয়া খুবই মন্থর এবং ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। দৃষ্টিশক্তির এই ক্ষতি অপূরণীয়। চিকিৎসার মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা যায় না। তবে, চিকিৎসার মাধ্যমে চোখের ক্ষতির হার হ্রাস করা সম্ভব। তাই, যত দ্রুত সম্ভব সমস্যা চিহ্নিত করা প্রয়োজন যাতে করে দৃষ্টিশক্তির যতখানি কম ক্ষতির পূর্বেই চিকিৎসা শুরু করা যায়।

যদিও যে কোনও ব্যক্তিরই গ্লকোমা হতে পারে, তবে অতীতে গ্লকোমার ঘটনা ঘটেছে এমন পরিবারের সদস্য যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা, অতীত বা বর্তমানে স্টেরয়েডের ব্যবহার করছেন এমন ব্যক্তিদের ঝুঁকির পরিমাণ বেশি।

চিকিৎসার উপায়

যদিও গ্লকোমা নিরাময়যোগ্য নয়, তবে হৈ রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। চিকিৎসার উপায়গুলির মধ্যে রয়েছে:

চোখের ড্রপ

লেজার রশ্মির প্রয়োগ

এবং সব শেষে অস্ত্রপচার।

ক্যান্সার আমাদের আয়ত্বের বাইরে নয়

ডঃ জয়দীপ বিশ্বাস

বিশ্বব্যাপী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১২ সালে ১ কোটি ৪১ লক্ষ নতুন ক্যান্সারের ঘটনা জানা গেছে এবং এই রোগের কারণে ৮২ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। পরিসংখ্যানে আরও জানানো হয়েছে যে, বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বয়স্কতার কারণে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১ কোটি ৯৩ লক্ষ করে নতুন ক্যান্সার রোগের ঘটনা ঘটনা জানা যাবে। ২০১৫ সালে অর্ধেকেরও বেশি (৫৬.৮ শতাংশ) ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত এবং এই রোগে মৃত্যুর (৬৪.৯) শতাংশ ঘটনা বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলে ঘটেছে। ২০২৫ সাল নাগাদ এই অঞ্চলগুলিতে ক্যান্সার আক্রান্ত ও মৃত্যুর ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ক্যান্সার এমন একটি রোগ যেখানে অবাস্তব যুক্তি জীবনের পরিসমাপ্তি নিয়ে আসে। এই পরিস্থিতিতে যখন ভারত বিশ্বের আরও অনেক দেশের সঙ্গে বিধ্বংসী ক্যান্সার রোগের মহামারীর কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখন এই রোগের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা ও রোগ প্রতিরোধ করা প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রতি বছর ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব জুড়ে ক্যান্সার দিবস পালনের উদ্দেশ্য হল, এই রোগের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং রোগ প্রতিরোধে, নির্ণয়ে ও চিকিৎসায় উৎসাহিত করা। রাষ্ট্রসংঘ ২০১১ সালে এই রোগ সম্বন্ধে হানিকর অবাস্তব যুক্তি ও ভুল ধারণাগুলি দূর করতে বিশ্ব জুড়ে একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেছে। গত বছর বিশ্ব ক্যান্সার দিবসের মূল বিষয়বস্তুই ছিল, এই রোগ সম্বন্ধে হানিকারকর অবাস্তব যুক্তিগুলি দূর করা ও ভুলভ্রান্তির অবসান ঘটানো। এ বছর বিশ্ব ক্যান্সার দিবসের মূল ভাবনা হল, 'ক্যান্সার আমাদের আয়ত্বের বাইরে নয়'।

আশা করা হচ্ছে, এ বছরের বিশ্ব ক্যান্সার দিবসে এই রোগের মোকাবিলায় ইতিবাচক ও অতিসক্রিয় প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। ক্যান্সারের সমাধান রয়েছে এবং এই রোগ আমাদের আয়ত্বের বাইরে নয়, সকলেই এর মোকাবিলা করতে পারে এ বছরের মূল ভাবনাতে এই বিষয়টিকেই তুলে ধরা হবে। এ বছরের ক্যান্সার সচেতনতা অভিযানের উদ্দেশ্য হল ক্যান্সার প্রতিরোধ, আগাম রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও পরিচর্যার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিকে বাস্তবায়িত করার পন্থা–পদ্ধতি খুঁজে বের করা। সেইসঙ্গে, সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলিকে প্রশস্ত করা যেতে পারে, বিশ্বব্যাপী ক্যান্সার রোগের বোঝা লাঘব করা যায়। একজন ব্যক্তিবিশেষ, একটি সমাজ ও সরকারের ক্রমপুঞ্জিত প্রয়াস এই মারণ রোগের সমাধানগুলিকে সহজ ও সরল করতে যেমন সাহায্য করবে তেমনই সমাজে এই রোগ সম্বন্ধে ইতিবাচক ধারণা নিয়ে আসবে। সমবেত প্রয়াস গ্রহণ করলে এই রোগের

বিরুদ্ধে লড়াই সহজ হয়ে উঠবে। তাই ক্যান্সার আমাদের আয়ত্বের বাইরে নয় – একথা বলাই যেতে পারে। চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর এবার বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল—স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন গ্রহণ করা, আগাম রোগ নির্ণয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ, সকলের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং জীবনযাপনের গুণমান বাড়ানো।

চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউটের (সিএনসিআই) এক গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। মহাত্মা গান্ধি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশিষ্ট গায়ানোকোলজিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট ডঃ সুবোধ চন্দ্র মিত্র ক্যান্সার চিকিৎসার একটি কেন্দ্র হিসাবে ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহায়তায় চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেছিলেন। ডঃ মিত্র উপলব্ধি করেছিলেন যে, সংক্রামক রোগের চিকিৎসা ও ক্যান্সার রোগের মৌলিক গবেষণা পরিচালনার জন্য এই শহরে একটি স্বতন্ত্র হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নোবেলজয়ী অধ্যাপক মাদাম জে কুরি ১৯৫০–এর ১২ জানুয়ারি এই প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নামে নামাঙ্কিত করা হয়। ক্যান্সার রোগের মৌলিক গবেষণা পরিচালনার জন্য ১৯৫৭ সালে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার (সিএনসিআরসি) গড়ে ওঠে। পরে, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল ও চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার একসঙ্গে মিশে গিয়ে ১৯৮৭ সালে সিএনসিআই নাম হয়। উদ্দেশ্য ছিল, পূর্ব ভারতের অগ্রণী আঞ্চলিক ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা। বর্তমানে সিএনসিআই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন একটি স্বশাসিত সংস্থা। বিগত ছয় দশক ধরে পূর্ব ভারতের এক ও একমাত্র এই আঞ্চলিক ক্যান্সার গবেষণা ও চিকিৎসা কেন্দ্রটি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের এমনকি প্রতিবেশী দেশগুলির রোগীদের সেবা করে চলছে। সিএনসিআই–এর চন্দননগরে একটি শাখা রয়েছে, যেখানে পাশ্ববর্তী এলাকার মানুষের চিকিৎসা করা হয়।

রোগীদের চিকিৎসা ও গবেষণাধর্মী কাজকর্মের দিক থেকে সিএনসিআই আজ উৎকর্ষ কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করেছে। বর্তমানে, এই হাসপাতালটি সম্পূর্ণভাবে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিয়োজিত। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের রোগীরা এই হাসপাতাল থেকে সম্পূর্ণ নিখরচায় চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে থাকেন। ৫০০ জনেরও বেশি রোগী নিখরচায় চিকিৎসার সুবিধা পাচ্ছেন, যাঁদের অধিকাংশকেই ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় আরোগ্য নিধি প্রকল্পের আওতায় কেমোথেরাপি সংক্রান্ত ওষুধপত্র দেওয়া হয়।

শিশুরাও ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। তাই, আক্রান্ত শিশুদের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া ও পরিচর্যার জন্য শীঘ্রই একটি পেডিয়াট্রিক অঙ্কোলজি ওয়ার্ড চালু হতে চলেছে। কেমোথেরাপি চিকিৎসা, রক্তের ট্রান্সফিউশন ও অন্যান্য চিকিৎসা প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এমন ক্যান্সার রোগীদের সুবিধার্থে ২০০৯–এর ৬ মার্চ থেকে এই হাসপাতালে দিবাকালীন একটি নতুন পরিষেবা ইউনিট চালু হয়েছে। দূর ও প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা রোগীর পরিবারের সদস্যদের জন্য রাত্রিযাপনের আশ্রয়স্থল, শৌচাগার ও পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

সিএনসিআই–এর গবেষণা শাখায় যে সকল বিশেষজ্ঞ ও সুদক্ষ বিজ্ঞানীরা রয়েছেন, তাঁরা ক্যান্সার গবেষণার নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বনামধন্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় ক্যান্সার রোগের বিভিন্ন চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা–নিরীক্ষার কাজও এখানে পরিচালিত হচ্ছে।

রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় এই হাসপাতাল ও গবেষণা বিভাগের সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই লক্ষ্যে, কলকাতার রাজারহাটে সিএনসিআই ১০ একর জায়গায় ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি নতুন হাসপাতাল ভবন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। যেখানে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি আধুনিক ক্যান্সার চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করা হবে। এই ভবনটি গড়ে তোলার জন্য জমি অধিগ্রহণ ও মৃত্তিকা পরীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট (ডিপিআর) চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছে।

ক্যান্সারের মৌলিক গবেষণাধর্মী কাজকর্মে দ্রুত অগ্রগতির লক্ষ্যে ও আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে সিএনসিআই হাসপাতাল ও গবেষণা বিভাগ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য একযোগে কাজ করতে উৎসাহী যাতে করে, দুর্ভাগ্যগ্রস্ত ক্যান্সার রোগীরা আরও কার্যকর ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে এই রোগের মোকাবিলা করতে পারেন।

'বারা' মূর্তি কখনও বাঘের দেবতা, কখনও বাস্তু দেবতা

দীপককুমার বড় পণ্ডা

যাওয়া আসার পথে পথে

হাঁসপুকুর থেকে সামালীর দিকে হাঁটছিলাম। এইপর্যন্ত এসেছি চূড়ামণি হাটির মোটরবাইকে। চূড়ামণি কবি। ও বাইক চালাতে চালাতে নানা গল্প বলে। অনেকসময় সেইসব শুনতে শুনতে বহু দূর চলে যাই। সেদিনও সে আমাকে আরো খানিকটা এগিয়ে দিতে চেয়েছিল, রাজী হইনি। কেন জানি, হাঁটতে খুব ইচ্ছে করছিল। বনগ্রাম ব্রিজের কাছে এসে মনে হল সোজা পথে না গিয়ে ডানদিকে খালপাড় ধরে খানিকটা যাই। ব্রিজের ওপারে বনগ্রাম। দক্ষিণ ২৪ পরগণার শুরু।

এইপর্যন্ত কলকাতা পুলিশের এলাকা। ওদের একটা পুলিশ চৌকি আছে এখানে। সেই চৌকিতে এক কনস্টেবল বসে আছেন উদাস হয়ে, এদিকে ততটা ব্যস্ততা তো নেই। চৌকির বাইরে সিমেন্টের চাতালে দুই বিধবা বৃদ্ধা। গলায় তুলসীর মালা, কপালে চন্দনের টিপ। দুই বৃদ্ধা মাঝে মাঝে পুলিশ কনস্টেবলের সঙ্গেও কথা বলছেন। কি সুন্দর মিলমিশ এঁদের। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে এইসব দেখলাম। এলাকাটা খালপুল নামেই পরিচিত। রাস্তার শেষ প্রান্তে নতুন টাউনশিপ গড়ে উঠেছে। বড় বড় হোর্ডিং–এ এসব খবর জানান দিচ্ছে। এলাকাটা এখন কলকাতা করপোরেশনের আওতায় এসেছে। এবার এখানে প্রথম ভোট। আগেতো জোকা পঞ্চায়েত ছিল।

খালপাড় ধরে এগোচ্ছি। হঠাৎ, একটা 'বারা' মূর্তি চোখে পড়ল। কাটা মুন্ড বা খুলির আকৃতির, ফাঁপা, মাথাটা মুকুটের মতো। এই মূর্তি নিয়ে অনেক বিতর্ক এবং লোকশ্রুতি ছড়িয়ে আছে। যেমন, বারা মূর্তি হল সুন্দরবনের বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের কাটা মাথা। বারা মূর্তির পাশে মনসা গাছ। ছবি তুলতে গেলাম। সূর্য অস্ত গেছে। ক্যামেরায় মূর্তিটা খানিকটা ঝাপসা ঠেকছে। রাস্তার উল্টোদিকে মোটাসোটা এক বৃদ্ধ বিড়ি বাঁধছিলেন। গায়ে গেঞ্জি, পরণে তাঁর নীল লুঙ্গি। পায়ের ওপর বিড়ি তৈরির সাজসরঞ্জাম। কেন্দু পাতার মধ্যে বিড়ির মশলা ঢোকাতে ঢোকাতে আমার ছবি তোলাটাও নজর করছিলেন। ছবি তোলা শেষ হলে, ওঁকে প্রশ্ন করি,

– এই মূর্তির পুজো এখানে কারা করেন?

– কেন, আমরা করি।

উত্তরটা দেওয়ার জন্য ঘরের ভেতর থেকে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসেন রোগাটে এক মহিলা। এখানে এই ঠাকুরের পুজো সম্পর্কে আরো কৌতূহলী হই। মহিলা সবিস্তারে বলতে শুরু করেন। পৌষ সংক্রান্তির দিন এঁর পুজো হয়। এই উপলক্ষ্যে বাড়িতে পান্তা খাওয়ার রীতি। বারা ঠাকুরের পুজোর সঙ্গে মনসার পুজোও হয়। মনসার গাছ ছাড়াও এখানে থাকে মাটির তৈরি সাপ।

বারা ঠাকুর সুন্দরবনে দক্ষিণ রায় হিসেবে পূজিত হন। সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ বলেছিলেন, 'দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ রায় 'মানুষ' নন দেবতা এবং শুধু দেবতা নন, বাঘের দেবতা।' হিন্দুদের পুরাণে দক্ষিণ রায়–এর কোনো উল্লেখ নেই। বন্যা এবং বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই গ্রামবাসীরা এর পুজো করতেন। দক্ষিণরায় এখানে ছিলেন বাঘের দেবতা। পরবর্তীকালে কৃষিদেবতা হলেন। এখন তিনি বাস্তুদেবতা। বাস্তুর বাইরে রেখে এঁর পুজো হয়। সুন্দরবনের মানুষ এঁকে কোনোভাবেই ছাড়েনি। যেভাবে হোক ধরে রেখেছে। বারাঠাকুরের এই পরিবর্তন শোনার জন্য গৃহকত্রী একটা প্লাস্টিকের টুল এনে বসতে দিলেন। নিজেও একটা এনেছেন। ওটার একটা পা নেই। বাঁশে হেলান দিয়ে ম্যানেজ করে বসলেন তিনি। বৃদ্ধ বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে নানা কথা বলছেন। '৪০–৫০ বছর ধরে এখানে আছি। আগে আমাদের ঘরের সামনে ধান–গমের চাষ হত। এখন আর

এসব কিছু হয় না। সব কোম্পানি হয়ে গেল। ওরা কারখানা বানিয়েছে।' বছর বাষট্টির রমাকান্ত পাত্র বলে চলেছেন। ভাঙা ঝুপড়ি। কালো প্লাস্টিক দিয়ে ঘেরা।

– এইভাবে থাকতে অসুবিধা হয় না?

– তা হয়।

– তবে কবে তুলবে এই আশাতেই আছি।

– সে কি? তুলে দিলে যাবেন কোথায়?

– কেন, ফ্ল্যাট দেবেতো। রাস্তার উল্টোদিকে ওদেরকে তুলল, আর একটা করে ফ্ল্যাট দিল ছোটকাছারির কাছে। আমরাতো জায়গাটা আঁকড়ে পড়ে আছি, একটা কিছুতো পাব। এইসব আশা এখানকার এক মহিলার। বাইরের মানুষ এসেছে, এইসব দেখে উনি এসেছেন। কখন কোন সুযোগ ফসকে যায়, সেই আশাতেই কথা বলছেন। রমাকান্ত বাবুর অবশ্য এসব বিষয়ে কোনো আলাদা আগ্রহ নেই। তিনি বলছেন, 'নিজে বহু কষ্ট করে এক কাঠা জায়গা কিনেছি। তুলে দিলে ওখানে একটা ঝুপড়ি বাড়ি বানিয়ে নেব। পরকে চাইতে যাব কেন? গতরটা থাকলে সেটা খাটিয়েই খাব।'

খানিকটা এগিয়েই দেখা হয়েছিল, অমল রায়–এর সঙ্গে। ঝুপড়ি রাস্তা থেকে বেরিয়ে খালপাড়ের রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন ক্র্যাচ–এ ভর দিয়ে। সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন। ওঁর সামনে দাঁড়াই। এলাকার নানা গল্প শুরু হয়। নিজের কথাও বলতে থাকেন একসময়। যুবক বয়সে একটা পায়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চলে গেছিল। তখন থেকেই বাদ গেছে ডান পা। ছোট ছেলে ডায়মন্ডহারবার–এর কাছে হাইস্কুলের শিক্ষক।

– কিন্তু শিক্ষক পুত্র বাবাকে এখান থেকে নিয়ে যায় না কেন?

– নিয়ে যেতে চায়। আমি চাই না। আমি একা থাকলেই ভাল থাকি। নিজের মতন ঈশ্বরকে ডাকতে পারি। ঈশ্বরকে পেতে হলে একা থাকতে হয়।

– আপনার বয়স কত?

– তা অনেক! দু'শ খানিকতো হবেই। আর বাঁচতে চাই না। কিন্তু ভগবান আমাকে নিচ্ছেন না। কাঁদতে শুরু করেন তিনি।

আবার বয়স জানতে চাই, ভাবি শুনতে পাননি।

– বললাম তো, দু'শ।

– মানে?

– আরে বুঝলেন না, বহু বছর বেঁচে আছি।

খালপুল এলাকায় এইভাবেই প্রায় ৩০–৪০ ঘর মানুষ আছেন। সামনে কলকাতা করপোরেশনের নির্বাচন। একজন বললেন, 'সেইজন্য বাড়ির সামনে পিচ রাস্তা হয়েছে। বিদ্যুৎ এসেছে।' খালটায় পানা ভর্তি। সেই পানা স্থির হয়ে আছে। চারিদিকে দুর্গন্ধ আর মশা। খালের ওপর মেট্রোর নতুন লাইন পাতার কাজ চলছে।

সন্ধে নেমেছে। বাড়ির মহিলারা মুরগি, ছাগল, ধরে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। ঘরের মধ্যে ছেলে–মেয়েরা গোল হয়ে পড়তে বসেছে। কিছু মহিলা–পুরুষ রাস্তার ওপর বসে আড্ডা মারছেন। এঁরা দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং, ডায়মন্ডহারবার প্রভৃতি জায়গার মানুষ। ফেরার সময় আবার রমাকান্ত পাত্রর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বললেন, 'একটু চা খেয়ে যান। বৌমা চা বসাচ্ছে।' মেজেতে গ্যাসের উনুন। সেই উনুনে স্টিলের গ্লাসে চা গরম হচ্ছে। মেদিনীপুরের মেয়ে কাপ প্লেট সাজাতে সাজাতে হেসে বললেন, 'আমরা লাভ ম্যারেজ করেছি।' তাঁর হাসির ঝিলিক খেলে গেল শ্বশুর–শাশুড়ির ঠোঁটেও।

মাঙ্গলিকী

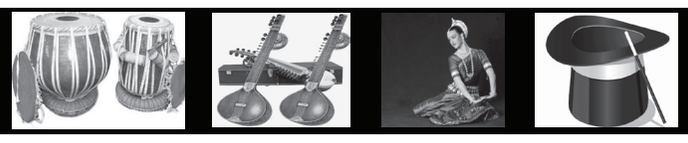

রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের সমৃদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃতির সন্ধ্যা

পশ্চিম পুটিয়ারির ব্যানার্জী পাড়া রোডস্থ ৬২ বছরের পাঠাগার রবীন্দ্র নিকেতনের মাসিক সাহিত্য সভা দিনে দিনে আরও জমে উঠছে। এইরকম এক সভায় ৩০ জনেরও বেশি কবি, লেখক, শিল্পীবৃন্দ যোগদান করেন। সংগঠনের স্থায়ী সভাপতি শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা এদিন দেরীতে আসেন। সংগঠনের কার্য নির্বাহী সদস্য সৌরীন চট্টোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সভায় সভাপতিত্ব করেন। তবে তাঁর কোনও চিন্তা ছিলনা কারণ সভার সঞ্চালক ছিলেন যথারীতি দক্ষ সঞ্চালক উদয় চক্রবর্তী।

শিবানী দত্তর উদ্বোধনী নজরুল গীতি দিয়ে সভার শুরু। বিবিধ রস সমৃদ্ধ স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন যাঁরা এদিন তাঁরা হলেন প্রদীপ গুপ্ত, সুব্রত ভদ্র, শান্তনু মিত্র, অরুণ গুহ, উদয় চক্রবর্তী। সুকুমার মণ্ডল পড়লেন তাঁর সেই বিখ্যাত রম্য রচনা ''আশ্চর্য কলম''। কবি রত্নেশ্বর হাজরা আসরকে রিদ্ধ করলেন তাঁর ''সত্যি বলছি মিথ্যে বলবনা'' কবিতাটি শুনিয়ে। বুদ্ধদেব নাথ মজুমদারের স্মৃতি মেদুর কবিতা 'বেদনার স্মৃতি'–ও আলাদা উল্লেখের দাবি রাখে। গানে তিনি আসরকে আরও উজ্জ্বল করলেন তিনি হলেন বরিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী দেবাশীষ গুহ। বিবিধ বিখ্যাত কবিতা পাঠে আসরকে উজ্জ্বল করেন দীপন সেনগুপ্ত, সৌরীন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল ভট্টাচার্য, সুরজিত দাস, তাপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ডি এল রায়ের গান পরিবেশনে উজ্জ্বল ছিলেন মৃত্তিকা চট্টোপাধ্যায়। তরুণ জাদুকর প্রিয়ম গুহর 'সিক্স কার্ড রিপিট' খেলাটি সকলের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে। এদিন আসরে বিশেষ স্বাগত জানানো হয় সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে, যিনি অতি সক্রিয়ভাবে, বিশেষ অনুপ্রেরণা দাতা হিসাবে পাঠাগারের সাথে বহুদিন যুক্ত আছেন। এই প্রসঙ্গে এই প্রতিবেদকের একটি কথা মনে পড়ে গেলো, গত বছরে গোড়ার দিকে এক সভায় সৌরীন চ্যাটার্জী সভায় উপস্থিত সকলের কাছে আবেদন রাখেন পাঠাগারের সদস্য হবার জন্য তাতে কি পাঠাগারের গ্রাহক সংখ্যা বেড়েছে? এদিন আরও বিবিধি পাঠে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়, জয় ভট্টাচার্য, দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গুহ, অনিমা বিশ্বাস, জয়ন্ত দত্ত, শাশ্বতী সরকার, গীতা অধিকারী, শাশ্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর দত্ত, অসীমা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। আসর চলে রাত্রি ৯টা পার করে। সাহিত্যের রস অন্বেষণে সকলেই বেশ আমোদিত হন।

রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভদ্রেশ্বর স্টেশন বাজারের নিকট সূর্য্য সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবির উদ্বোধন করেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার সিপিএমের চেয়ারম্যান দেবগোপাল চক্রবর্তী। রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে। এই শিবিরে পুরুষ ও মহিলা সহ ৫০ জন রক্তদান করেন। ভদ্রেশ্বর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএমের নবাগত তরুণ তুর্কী বাপ্পাদিত্য বিশ্বাস ক্লাবের সদস্য এবারে প্রার্থী হয়েছেন। ওইদিন তিনি সারাদিন রক্তদান শিবিরে সাংগঠনিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সম্পাদক সুনীল আগরওয়াল, গোপাল চন্দ্র চৌধুরী। দুঃস্থদের বস্ত্র ও লুঙ্গি বিতরণ করা হয়। এছাড়া একটা বড় অংশের মানুষ বাস করে বস্তিতে। তাদের ছেলেমেয়েদের পুস্তক বিলি করা হয়।

সারদা–অপর্ণা স্মৃতি মন্দিরে পালিত হল বসন্তোৎসব

ইন্দ্রজিৎ আইচ: সম্প্রতি সারদা–অপর্ণা স্মৃতি মন্দির (অবৈতনিক সাংস্কৃতিক চর্চা ও সিস্টার স্মৃতি উদ্যান রক্ষাকেন্দ্রের) উদ্যোগে বাগবাজার ফণীভূষণ যাত্রামঞ্চের সামনে অনুষ্ঠিত হল বসন্তোৎসব উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি অধ্যক্ষ হেমেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় স্বাগত ভাষণ দেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক সিটি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পরিমল চক্রবর্তী রচিত ও পরিচালিত 'বসন্ত বন্দনা' গীতি আলেখ্য অনুষ্ঠিত হয়।অধ্যক্ষ পরিমল চক্রবর্তী পরিবেশন করেন রবীন্দ্র সংগীত 'সেই ভালো সেই ভালো'।

শিবাণী ব্যানার্জী শোনান 'যদি তারে নাই চিনি গো'। আশিস সরকারের গলায় ভালো লাগে 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'। অর্পিতা সুর গেয়ে শোনায় 'দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি'। আবৃত্তি ও ভাষ্যপাঠে ছিলেন অর্পিতা সাধুখাঁ, রূপা রায়, ত্বিষা ব্যানার্জী, সোমা ঘোষ, সহ প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সংস্থার প্রধান পরিমল চক্রবর্তী।

নাটক 'ফাগুন রাতের গপ্পো'

রবীন্দ্রভারতী থিয়েটার রেপার্টরির প্রযোজনায় উইলিয়াম শেক্সপিয়ার অনুসৃত 'ফাগুন রাতের গপ্পো' সম্প্রতি জোড়া সাঁকো রবীন্দ্রভারতীতে মঞ্চস্থ হল, এক কথায় অসাধারণ প্রযোজনা এই নাটক। এই নাটকের বাংলা রুপান্তর সৌমিত্র বসু। ডঃ তরুণ প্রধানের নির্দেশনায় এই নাটক বাংলার নাট্যমহলে দারুণ সাড়া জাগিয়েছে।

সব থেকে বড় কথা এই নাটকে যারা অভিনয় করেছেন তারা কেউই রুপালী পর্দার বা ছোট পর্দার তারকা নয়। সকলেই রবীন্দ্র ভারতীর ছাত্র ছাত্রী নাট্য বিভাগের। সৌমেন চক্রবর্তীর আলো, অনির্বাণ ও শুভদীপের সঙ্গীত, ত্রিগুনা শঙ্করের চমৎকার মঞ্চ ভানু সঞ্জয়ের রুপসজ্জা ও নীলিমা পলাশ কুন্ডুর পোশাক নজর কাড়ে। সকলেই ভালো অভিনয় করেছেন। নাটকটির সামগ্রিক তত্বাবধানে ছিলেন রবীন্দ্রভারতীর নাটক বিভাগের প্রধান শুভব্রত সিংহ রায়। সহযোগিতায় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য, নাটক সংগীত, দৃশ্যকলা আকাদেমী ও পাঠক বিভাগ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

'সেলেন্ডা'র সংবর্ধনা ও স্মারক বক্তৃতা

ইন্দ্রজিৎ আইচ: 'সেলেন্ডার মার্গেট জিরাডিন' তিনি সপ্তাখানেকের জন্য এই প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি হলেন ভগিনী নিবেদিতার ভ্রাতা 'রিচমন্ড

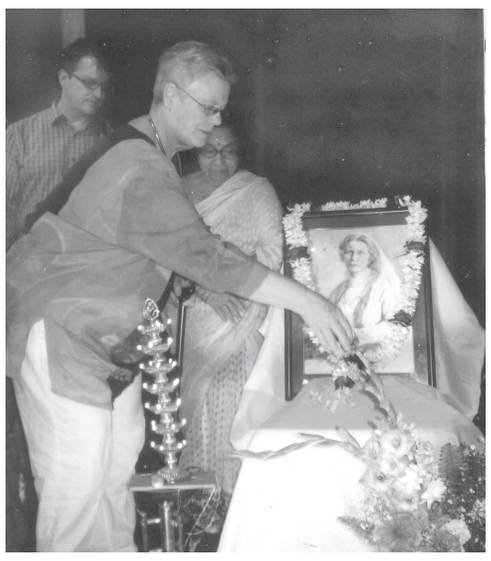

নোবেলের দৌহিত্রী। সম্প্রতি রামমোহন লাইব্রেরি হলে সিস্টার নিবেদিতা ইনস্টিটিউট অফ কালচার ও রামমোহন লাইব্রেরীর যৌথ উদ্যোগে সংবর্ধনা জানানো হয় 'সেলেন্ডা মার্গেট জিরার্ডিন'কে।

উদ্বোধন সংগীত (সং গচ্ছ ধং প্রাং বদ্য ধং বেদের গান) পরিবেশন করেন সিস্টার নিবেদিতা ইনস্টিটিউ অফ কালচারের মীনাক্ষী চন্দ্র, সুজাতা দত্ত, অরিন্দম ব্যানার্জী, মৌমিতা চট্টোপাধ্যায়, টিনা মন্ডল, শুক্লা বারিক, পাপিয়া সেনগুপ্ত এবং অর্ণব ভদ্র। স্তোত্র পাঠ করে শিশুশিল্পী পার্থিব গুইন।

সিস্টার নিবেদিতা ইনস্টিটিউট অফ কালচারের তরফ থেকে সেরেন্ডার হাতে পুষ্পস্তবক উত্তরীয় কৃষ্ণমূর্তি মেমেন্টো অন্যান্য উপহার সামগ্রী তুলে দেন বিজয়া মুখোপাধ্যায়, প্রভাত বারিক, সাংবাদিক ইন্দ্রজিৎ আইচ, ঋত্বিকা দে, মহঃ মিনার ও জয়ন্ত লোহা চৌধুরী, মঞ্চে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সিস্টার নিবেদিতা ইনস্টিটিউটের সহ সভাপতি গীতা মৈত্র, সংস্থার সম্পাদক প্রভাত বারিক, বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত ও রামমোহন লাইব্রেরীর সহ সভাপতি অলোকেন্দু মুখার্জী। রামমোহন লাইব্রেরীর তরফে উপহার তুলে দেন সম্পাদক শঙ্কর ভট্টাচার্য ও সভাপতি পার্থ সেনগুপ্ত।

'সেলেন্ডা' সিস্টার নিবেদিতার ছবিতে ফুল দিয়েও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে বলেন 'সিস্টার নিবেদিতা ছিলেন একজন সুপার উওমেন, যখন যে সাহায্য চেয়েছেন তিনি তখনই তাকে সাহায্য করেছেন, বিজ্ঞান সাহিত্যে তার অবদান অতুলনীয়। ভারতের স্বাধিনতা আন্দোলনে তিনি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তার আদর্শগুলি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আদর্শ হওয়া উচিত। সেলেন্ডার সঙ্গে এসেছিলেন তার ছেলে জন ও সারদা সরকার। অনুষ্ঠানে জগদীশ বোসকে নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রোজেক্টরের মাধ্যমে দেখান কল্যাণ কুমার মুখার্জী। সবশেষে সরোদে রাগ কেদার বাজিয়ে শোনান অর্কসেন, তবলায় ছিলেন রঘুনাথ ভট্টাচার্য, অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন প্রতীক পালিত। সহযোগিতায় ছিলেন অভিষেক সেনগুপ্ত, শৌর্য মিত্র, পার্থ বারিক, শাশ্বতী রানা, মঞ্জুশ্রী ঘোষ, অর্পিতা চক্রবর্তী, সুজাতা গুইন, স্বপ্না বারিক ও শ্রুতি রায়।

ধর্মসভা

হীরালাল চন্দ্র : গত ২১শে মার্চ (১৫) সন্ধ্যায় ১৫১ নং বিবেকানন্দ রোডের ''বিবেকানন্দ সোসাইটির'' মঞ্চে এক ভাবগম্ভীর ''ধর্মীয় আলোচনা সভায়'' ভক্ত প্রবর সম্পাদক প্রতাপ কুমার সাহার সুষ্ঠু পরিচালনায় ভগবান শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর'' ঐতিহাসিক মহান প্রেমময় জীবনী ও শাশ্বত অমরবাণী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন স্বনামধন্য সুবক্তা অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়। অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দ তাঁর অসাধারণ সুচিন্তিত বক্তব্য শ্রবণ করে ভূয়সী প্রশংসা করে সাধুবাদ জানান।

কোমাক্রান্ত ছাত্রীর সাহায্যার্থে

মলয় সুর, চুঁচুড়া : চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কলকাতার দমদম মতিঝিল গার্লসের ছাত্রী সুমনা পাল (১৭) যে বিগত ৬ বছর ধরে কোমায় আচ্ছন্ন রয়েছে তার চিকিৎসা খরচের জন্য বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ের সভাগৃহে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল এম কে নারায়ণন সংস্থার তরফে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকার চেক সুমনার বাবা কানন বিহারী পালের হাতে তুলে দেন। মেয়েটির হাঁটাচলার ক্ষমতা নেই। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, চিকিৎসা চালিয়ে গেলে সুমনা সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে, তবে সময় লাগবে। এদিন অনুষ্ঠানে ভাব ও গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে শিল্পী তন্ময় মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তিগীতি গান শিল্পীর উদাত্ত কণ্ঠের সঙ্গে শ্রোতাদের মন

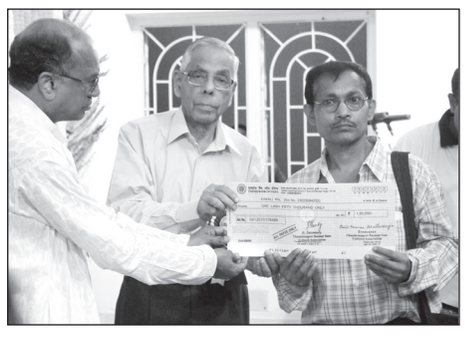

ছুঁয়ে আকৃষ্ট করে। এরপর বিশিষ্ট চিকিৎসক ও লেখক দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও কথামৃত পাঠ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮০তম জন্মোৎসব পালন করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর সমাজসেবামূলক অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন চন্দননগরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী, প্রেসিডেন্ট অরিন্দম সিংহ রায়, এসএন মিশ্র, বেণু বদন শেঠ। একই সঙ্গে প্রাক্তন রাজ্যপাল একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এছাড়া রাজ্যপাল এমকে নারায়ণনকে সংস্থার পক্ষে চন্দননগরের বিখ্যাত শৈবাল মোদকের জলভরা সন্দেশ উপহার দেওয়া হয়। এতে তিনি খুব খুশি হন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

পত্র–পত্রিকা–পুস্তক আলোচনা

তারুণ্য

(সম্পাদক—সুকুমার মণ্ডল) পৌষপার্বণ (জানুয়ারী ২০১৫) সংখ্যা—পশ্চিম পুটিয়ারির তরুণ দলের উদ্যোগে প্রকাশিত পত্রিকাটির ২৮ বর্ষ শেষ সংখ্যাটি শারদ সংখ্যার মত তিন ফর্মায় গড়া, সাধারণতঃ এটি ৩২ পাতার হয়ে থাকে। পাঠাগারগুলির মলিন–দশা দূর করে গৌরব পুনরুদ্ধার কি ভাবে করা যায়, সেই বিষয়ক শীর্ষ রচনায় পাওয়া গেল বহু লেখকের প্রতিক্রিয়া, কিছু পদ্যে কিছু গদ্যে। কবিতা বিভাগে অভিনন্দন মাইতি, অরুণ কুমার মান্না, অর্চনা ঘোষ, আব্দুল হান্নান, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়, নিতাই মৃধা, ঝুনু ভৌমিক, শেফালী সরকার প্রমুখ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন। প্রয়াত সাহিত্যিক দীনবন্ধু হাজরার অপ্রকাশিত কবিতা

পাঠকদের বাড়তি পাওনা। প্রদীপ গুপ্তের ছোটগল্পটি অনবদ্য। এই সংখ্যায় তিন–তিনটি মজার রচনা পাওয়া গেল, অমিত গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণোদয় ভট্টাচার্য ও সুকুমার মণ্ডল। তারাশঙ্কর দত্তের লেখা স্বাধীনতা সংগ্রামের নিরিখে বিবেকানন্দ, এই সংখ্যার সবচেয়ে মূল্যবান ও জরুরী নিবন্ধ। শেষ পাতে চাটনির মত, এক গুচ্ছ শালীন কৌতুকীর বাহার এই পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। (পত্রিকার ঠিকানা–৩২০, ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান), পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা –৭০০ ০৪১। দূরভাষ – ৯৯০৩৮৩৫৬১১)

আজাদ মানবাধিকার

(সম্পাদক তাপস চট্টোপাধ্যায়) সংবাদ পাক্ষিক জানুয়ারি ২০১৫ সংখ্যা বর্তমান সংখ্যাটি শিশুশ্রম বিষয়ক সংখ্যা হিসাবে ঘোষিত। সম্পাদকের নিবন্ধটি (মানবাধিকার প্রেক্ষাপটে দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ, আদ্যাপীঠ) মূল সমস্যা নিয়ে আলোচনার বদলে আদ্যাপীঠে অনাথ আবাসিক শিশুদের দিনলিপির বর্ণনায় অধিক শব্দ খরচ করেছেন। শিশুশ্রমের সমস্যা ও প্রতিরোধের উপায় অনুসন্ধান করা বোধহয় বেশি জরুরি। অন্যান্য নিবন্ধগুলিও মানবাধিকার বিষয়ে লেখা হলেও শিশুশ্রমের সম্বন্ধে তেমন স্পষ্ট উল্লেখ নেই। একমাত্র মঙ্গলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাটি শীর্ষ বিষয়ে অবিচল। ইচ্ছামৃত্যু–র উপরে লেখা তারাশঙ্কর দত্তের কবিতাটি আমাদের বাস্তব দ্বন্দ্বের মুখোমুখি দাঁড় করায়। সামগ্রিক প্রয়াসটি প্রশংসনীয় ও জরুরী। (পত্রিকার ঠিকানা–১৪৩/৫, শিবপুর রোড, হাওড়া–৭১১ ১০২। ফোন ৯৮৩১৫৭৫৯৭৮)

প্রিয় চিত্রসাথী

(জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারি ২০১৫–সম্পাদক রাজকুমার দাস) বর্তমান সংখ্যায় গত বছরের ২০১৪ মুক্তিপ্রাপ্ত সমস্ত বাংলা ছবির তালিকা ও সেই সঙ্গে পরিচালকের নাম এবং সাফল্য ও অসাফল্যর মূল্যায়ন এক কথায় অত্যন্ত জরুরী একটি কাজ। এই তথ্য বাংলা ছবির স্রোত ও

অরূপ রতন

গতিপথের ইঙ্গিত দিচ্ছে। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের স্মৃতি কথা ও আকাশবাণীর বহু নেপথ্য তথ্য বিস্মৃত–বিশারদ বাঙালিদের নতুন করে সমৃদ্ধ করেছে। এমন ধরণের লেখা আরও বেশি করে প্রকাশ পাক। বেশ কিছু কবিতা ও একটি অণু গল্প (সুকুমার মণ্ডল)–ও এই সংখ্যায় রয়েছে। অরুণ কুমার চক্রবর্তী, ডঃ মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, শাহের আলম সেলিম, নিতাই মৃধা প্রমুখ ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। নিতু দাস–এর অহমিয়া কবিতাটি (অকল শরীয়া) অনবদ্য, ওটির বঙ্গানুবাদ সঙ্গে থাকলে অনেকে হয়তো এটির রস যথাযথ উপভোগ করতে পারতেন। (পত্রিকার ঠিকানা–১০/১, মূলেন স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০২০। ফোন ৯৪৩৩৫৪৭০৮৯/৯৬৮১৪৭৯৫৯০)

পুচুর পাঁচকাহন

(রবীন্দ্রনাথ রায়ের ছড়া সংকলন) প্রকাশক মনীষা চক্রবর্তী, ৬/১ এ পি সেকেণ্ড লেন, বালিগঞ্জ, কলকাতা–১৯। মূল্য ৪৫ টাকা) ছোটদের জন্য একগুচ্ছ ছড়া রয়েছে। প্রচ্ছদ চমৎকার। ছড়ার সঙ্গের চিত্রণগুলি (পিঙ্কি দত্ত) কিছুটা আড়ষ্ট, আরও মজার হতে পারতো। ছড়ার গুণমান সম্বন্ধে কিছুটা হতাশ হতে হল। ছোটদের জন্য লেখা আদৌ সহজসাধ্য নয়, কৌতুক ছড়ায় একটি মজার অভিমুখ থাকা জরুরী। তাতে করে মজাটা ক্রমশ মিষ্টি হতে হয়। বেশ কয়েকটি ছড়ায় ছন্দ–পতন রয়ে গেছে। পুচুর বায়না, পুচুর মা, পুচুর স্বপ্ন ইত্যাদি কবিতার শেষ ছত্রগুলিতে থেকে তাল ও মাত্রা বজায় থাকেনি। ফোকলা দাদু মুদ্রণ প্রমাদে ফোঁকলা হয়ে গেছে। পুচুরামের বুদ্ধি, পুচুরামের মস্ত ঝুলি প্রমুখ ছড়া গুলি সার্থক।

কালী কিঙ্করের ডায়েরি থেকে

(সুভাষ চন্দ্র মণ্ডলের গল্প কথা) (সন্ধ্যা প্রকাশন, ১৪/১ রাজা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯। দাম ৭০ টাকা) শুরুর ঘোষণাতেই আছে এটি এক বাউণ্ডুলে মানুষের দিনলিপি। লেখার মধ্যেও বাউণ্ডুলেপনার স্পষ্ট ছাপ। লেখক প্রাককথন বা ভণিতার ধার ধারেন নি, সোজা সাপটা দেখা শহর জীবন ও চারপাশের মুখ গুলির কথা উঠে এসেছে বার বার। গল্পগুলোর স্বাদ তাই ভিন্নতর, পাঠকের মনে বিচিত্র অনুভূতির আলোছায়া খেলা করতে থাকে। পড়তে পড়তে চেনা শহরের মুখ নিখুঁত ভাবে উঠে এসেছে। গল্প নয়, এক একটি কড়চা এঁকেছেন লেখক।

হাসি খুশি ডট. কম

(নিতাই মৃথা–র গল্প সংকলন) (প্রকাশক, শুভেন্দু মিশ্র, শীতলচন্দ্র নস্কর রোড, তেঁতুলবেড়িয়া, গড়িয়া, কলকাতা ৭০০ ০৮৪) একই মলাটের মধ্যে নানা স্বাদের গল্প পরিবেশিত হয়েছে এই গল্প সংকলনে। হাসির গল্প, কিশোর–উপযোগী গল্প, বড়দের গল্প ও অণু গল্প। পরিচিত কবি নিতাই মৃধার কলম থেকে গদ্য রচনার স্বাদ পাওয়া গেল। কিশোর–উপযোগী গল্পগুলি সত্যিই রকমারী বিষয়ের বাহার, ছোটদের ভালো লাগবে। অণু গল্প গুলি এই সংকলনের সবচেয়ে বলিষ্ঠ উপহার। অকল্পনীয়–কে সেরা গল্পের শিরোপা দেওয়া চলে। বাকি গল্পগুলিতে মানুষের সম্পর্কের কথা, আশাভঙ্গের কথা, মূল্যবোধের অবলুপ্তির কথা ঘুরে ফিরে এসেছে। সুনীল সাগর, দায়ী কে প্রমুখ কয়েকটি রচনাকে গল্প–আখ্যা স্বয়ং লেখকও দেবেন না, স্মৃতি কথা কিংবা নীতি কথা বলা চলে। বিশেষতঃ জন্ম–নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইঙ্গিত–বিদ্রূপ করার সুযোগ আজকের সময়ে খুব বেশি ঘটে কি! হাসির গল্পগুলিতে একটি মূল জিনিসের অভাব প্রকট, তা হল পাঞ্চ–লাইন বা শেষ মোচড়। ডাক্তার কাকুর পাত্র দেখা গল্পটিতে কমিকের পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল কিন্তু ঠিক মত ব্যবহার হল না, আরও একটু নির্মাণ–কুশলতা প্রত্যাশিত ছিল। একই বই–য়ে কিশোর–উপযোগী ও তথাকথিত বড়দের গল্প ভরে দেওয়া ঠিক বিবেক–সম্মত হল কিনা জানি না। প্রচ্ছদ চমৎকার, কিন্তু অক্ষর–বিন্যাসে কাঁচাহাতের ছাপ পাতায় পাতায়, কোথাও ডাবল–স্পেসিং, কোথাও সিঙ্গল–স্পেসিং— চূড়ান্ত অপেশাদারীত্বের পরিচয় বহন করছে।

● গ্রন্থকীট

কুমড়াখালী কেদারনাথ বিদ্যাপীঠে নারীসচেতনতা শিবির

দীপা কর্মকার : বিজ্ঞান–প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে নিজেকে উন্নয়নশীল ও প্রযুক্তিশীলের তকমা লেপন করে ভারতবর্ষ আজ বিশ্বের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে নিজেকে এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সেই ভারতবর্ষ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ শিশু ও নারী পাচারে সর্বাগ্রে। শিশু ও নারী পাচার আশঙ্কাজনকভাবে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা বিশেষ করে বাসন্তী ব্লকের বেশ কিছু জায়গায় দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি বাল্যবিবাহ, পণ্যপ্রথা এই সব মধ্যযুগীয় বর্বরতা আজও এখানে সমানভাবে বিরাজমান। যদিও সরকার ও বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বেসরকারি সংগঠন পথপ্রথা, বাল্যবিবাহ, শিশু—নারী পাচার প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করলেও বাস্তবে তা রূপায়িত হতে পারে একমাত্র সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতার মাধ্যমেই।

আপামর জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তরে বাসন্তীর চম্পাবতী শিশু উদ্যান নামে একটি সংস্থার উদ্যোগে গত ১২ই মার্চ বৃহস্পতিবার চড়াবিদ্যা পঞ্চায়েতের কুমড়োখালি কেদারনাথ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলে শিশু নারী পাচার রোধ সংক্রান্ত একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়। বয়ঃসন্ধি স্কুল পড়ুয়া ও গ্রামের অভিভাবকদের সেখানে আহ্বান জানানো হয়। কলকাতা থেকে প্রায় ৮০ কি.মি দূরে অবস্থিত অতি প্রত্যন্ত ও মাছের ভেড়িতে ঘিরে থাকা এই কুমড়াখালী গ্রাম। আলোচনামূলক এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি প্রাক্তন পুলিশকর্তা অরিন্দম আচার্য, এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী ব্লকের বিডিও কওসার আলি, চাইল্ড হেল্প লাইনের প্রতিনিধি অভিজিৎ বোস, আই.সি.ডি.এস–র সুষমা বিশ্বাস, সুন্দরবনে নারী পাচার রোধের জন্য গঠিত আরেকটি সংস্থার সম্পাদক নীহাররঞ্জন রপ্তান, সাহিত্যিক ও সমাজসেবী যতীন্দ্রনাথ সরকার, কুমড়োখালি কেদারনাথ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক হরিপদ বৈদ্য, ও একই স্কুলের শিক্ষক দেবাশিষ হালদার ও শিবিরের মূল আহ্বায়ক অমল নায়েক।

প্রথমে উদ্বোধনী সংগীতে মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সাড়ম্বরপূর্ণ সূচনা হয়। পরে ফুল দিয়ে উপস্থিত অতিথিদের একে একে বরণ করে নেওয়া হল। অরিন্দম আচার্য, অভিজিৎ বোস ও যতীন্দ্রনাথ সরকার নিজ হস্তে প্রতীপ প্রজ্জ্বলন করেন।

এরপর শুরু হয় মূল আলোচনা পর্ব, প্রথমেই মাননীয় অরিন্দম বাবু তার বক্তব্য পেশ করেন, তিনি জানান যে কীভাবে নিজের

জীবনকে বাজি রেখে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে পুনে বোম্বে থেকে পাচারকারী মেয়েদের উদ্ধার করেন ও সমাজের মূল স্রোতে তাদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবার কাজে ব্রতী হয়েছেন। বর্তমানে তিনি আজও মানুষকে সচেতন ও জাগরিত করবার ঐকান্তিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন সমান উদ্যোগে। অভিজিৎ বাবু জানান যে ২০১৪ সালে কেবল বাসন্তী এলাকায় ৭৮টি পাচারের ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে ৩৫ জনকে উদ্ধার করে সরকারি হোম বা নিজের বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এমন বিপদসংকুল ও বিজন এলাকায় যেখানে প্রচারের আলো অত্যন্ত ক্ষীণ, সেখানে দাঁড়িয়ে নারীসচেতনতামূলক চম্পাবতী শিশু উদ্যানের এহেন কর্মদ্যোগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কলকাতা থেকে আগত যতীন্দ্রনাথ সরকার।

আহ্বায়ক অমল নায়েক তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরেন যে সুন্দরবন এলাকায় যে হারে নারী ও শিশু পাচার দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মূল কারণ অশিক্ষা ও দারিদ্রতা। তাই প্রথমেই দরকার উপযুক্ত শিক্ষা ও দুবেলা দুটো অন্নের সংস্থান, না হলে প্রদীপের নীচে অন্ধকার কখনোই দূর হবে না।

'১০০ বছরে বিজন ভট্টাচার্য'

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৬শে মার্চ, ২০১৫ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে নৃত্য নাটক সংগীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমির আয়োজনে, এবং স্কুল অফ ইন্ডিয়ান থিয়েটার স্টাডিজের সহযোগিতায়, আজ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগ, অহীন্দ্র কর্মশালা, মরকতকুঞ্জ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল একটি আলোচনা সভা—'১০০ বছরে বিজন ভট্টাচার্য'।

এই আলোচনা সভাটি উদ্বোধন করেন অধ্যাপক সব্যসাচী বসু রায় চৌধুরী, মাননীয় উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য নাটক সংগীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমি।

আলোচনা সভাটিতে আলোচকরা ছিলেন অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায় (বিষয় : ব্যক্তি ও শিল্পী বিজন ভট্টাচার্য), অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় (বিষয় : দেশভাগ—ঋত্বিক ও বিজন) এবং অধ্যাপক সৌমিত্র বসু (বিষয় : আজকের থিয়েটার, বিজন ভট্টাচার্যের উত্তরাধিকার)।

আলোচনাগুলি ছাড়া ডঃ দেবাশিস রায়চৌধুরীর নির্দেশনায় এবং রাজ্য আকাদেমি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযোজনায় উপস্থাপন করা হয় বিজন ভট্টাচার্যের 'মরাচাঁদ' নাটকের পাঠ।

সার্ধশতবর্ষ জন্মবার্ষিকী

উত্তর–পূর্ব ভারতের অন্যতম সমাজ সংস্কারক, আইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদ ও সুসাহিত্যিক রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের প্রাণপুরুষ রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার ১৫০–তম জন্মবার্ষিকী উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের সাথে সাথে কোলকাতার কালিকাপুরে স্থানীয় 'পঞ্চানন ভবন'–এ আগামী ১১ই ও ১২ই এপ্রিল ২০১৫ সাড়ম্বরে পালন করা হবে। অনুষ্ঠানে পঞ্চাননের সচিত্র জীবন আলেখ্য প্রদর্শন ও তাঁর কর্মধারা ও আদর্শ নিয়ে আলোচনাচক্রর মাধ্যমে।

অনূর্দ্ধ ১৯ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন কলকাতার সাদার্ন স্পোর্টস

মলয় সুর : ভদ্রেশ্বর সবুজ পরিষদ ক্লাব আয়োজিত অনূর্দ্ধ ১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল চাঁপদানী ফুটবল মাঠে। এই টুর্নামেন্টে মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করে। দলগুলি হল কিংফিশার ইস্টবেঙ্গল দল, এমটা মহমেডান স্পোর্টিং, দুঃখীরাম মজুমদার কোচিং স্কীম, জেইএফএ যাদবপুর। সাদার্ন স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা কোচিং, জোগ্রাম কোচিং সেন্টার, সবুজ পরিষদ। টুর্নামেন্ট ২২ মার্চ শুরু হয় এবং ২৯ মার্চ রবিবার ফাইনালে মুখোমুখি হয় এমটা মহমেডান স্পোর্টিং ও সাদার্ন স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন। ফাইনাল খেলাটি তীব্র উত্তেজনার মধ্য দিয়ে খেলা শুরু হয়। খেলা শুরুর আগে দুই দলের ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচিত হল চাঁপদানী পুরসভার তৃণমূল বিধায়ক জনাব মুজফর আহমেদ খান, মন্ত্রী গিয়াসুদ্দিন মোল্লা, চাঁপদানী পুরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্র। খেলার ফলাপল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১–১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। মহমেডান স্পোর্টিং–এর পক্ষে গোল করেন চিন্টু হাজরা ও সাদার্ন স্পোর্টসের হয়ে গোল করেন সুমন সাহা। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকার ও সাডেন ডেথের মাধ্যমে সাদার্ন স্পোর্টস ৬–৪ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। খেলাটি পরিচালনা করেন নৃপেন হালদার। চ্যাম্পিয়ন সাদার্ন স্পোর্টসের অধিনায়কের হাতে স্বর্গীয় মধুসূদন সাহা চ্যালেঞ্জ ট্রফি তুলে দেন মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার বাবু মানি, রানার্স এমটা মহমেডানের হাতে কাঁলাচাঁদ সাহা কাপ তুলে দেন প্রাক্তন ফুটবলার দেবদাস গোস্বামী। টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন পুটবলার অমিত বাগচি। মহিলা ফুটবলার দোলা ভট্টাচার্য। উভয়দলকে পুরস্কার ট্রফিসহ যথাক্রমে ৭০০০ টাকা এবং ৫০০০ টাকা নগদ আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। টুর্নামেন্টের সেরা গোলকিপার মহমেডান স্পোর্টিংয়ে বাবলু সরকার, ম্যান অব দি টুর্নামেন্ট ওই দলের খেলোয়াড় আসীব হুসেন। সেরা ডিফেন্ডার সাদার্ন স্পোর্টসের লালচন্দ্র। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল খেলা থাকা সত্ত্বেও ফাইনালে বহু দর্শক মাঠে উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহ্যবাহী ইউকে মণ্ডল শিল্ডের ফাইনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাওয়ালী মণ্ডল জমিদারগণের প্রবর্তিত ঐতিহ্যমণ্ডিত ইউকে মণ্ডল ফুটবল কাপের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামি ৫ এপ্রিল রবিবার। বাওয়ালী ফুটবল ক্লাব এই খেলা পরিচালনা করছে। ১৯৩১ সালে এই খেলা প্রচলন হয়। বাওয়ালীতে এই খেলায় অতীতে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান সহ নামি দামি দল অংশগ্রহণ করেছে। আগামী ৫ এপ্রিল চূড়ান্ত পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে পূজালী এসি এবং ময়ূরভবন। এই খেলাকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষের মনে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। ফুটবলের ঐতিহ্য বাংলায় ফিকে হলেও গ্রামে কিন্তু এখনও তা সমহিমায় বিরাজমান। যার এক টুকরো নির্দশন পাওয়া যায় এখানকার প্রতিযোগিতা চাক্ষুস করলে।

আশা জাগাচ্ছে সবুজ–মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত বেশ কতকগুলি বছর ভারতীয় ফুটবলের মূল ট্র্যাক থেকে সরে গিয়েছিল বাংলার ফুটবল কৌলিন্য। খোদ ফুটবল মক্কা চলে গিয়েছিল খাদের কিনারে। জাতীয় লিগের দখলদার হিসেবে প্রাথমিক ভাবে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যের হার ছিল প্রশ্নাতীত। সেখানেই ৯০ দশকের শেষের দিক থেকে থাবা বসাতে শুরু করে গোয়ার দলগুলি। গত ৮–১০ বছরে জাতীয় লিগ মানেই ডেম্পো, সালগাওকর, চার্চিলদের নাম গণ্য হত। সবুজ–মেরুন কিংবা লাল–হলুদ চলে গিয়েছিল সম্পূর্ণ নজরের বাইরে। সেখানেই হঠাৎ করে পরিস্থিতি পালটে দিয়েছে মোহনবাগান। ক্লাবের সাংঘাতিক প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে ফুটবলাররা বেছে নিয়েছেন মাঠকেই। চেতলা নিবাসী সঞ্জয় সেনের হাত ধরে এবারের মোহনবাগান যেন একেবারেই অপ্রতিরোধ্য। শুধু ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে ডার্বি জয় নয় গোয়ার মাটিতে ডেম্পো, সালগাওকরদেরও পেড়ে ফেলছে সবুজ–মেরুন। এখনও পর্যন্ত লিগ শীর্ষেও তারা। দুটি ম্যাচ বেশি খেলে গত বারের বিজয়ী বেঙ্গালুরু রয়েছে ঠিক পিছনে।

উদীয়মানের যোগ প্রতিযোগিতা

দীপক ঘোষ : ২২ মার্চ উদীয়মান ও যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যোগ প্রতিযোগিতা হয় বজবজ সুভাষ গার্লস হাইস্কুলে। ১২ তম বর্ষে বজবজ এলাকার ১১০ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। স্নেহা কর্মকার চ্যাম্পিয়ন অফ দি চ্যাম্পিয়ন হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, কাউন্সিলর হিমাংশু সিংহ, স্নিগ্ধা মাইতি, যোগ কিওর সেন্টারের সম্পাদক গৌতম খাঁড়া, সভাপতি দেবনাথ অধিকারী, ডাঃ অভীক জানা, কাশীনাথ দাস, সংগঠনের পক্ষে পলাশ খাঁড়া অনুষ্ঠানের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।

অজি আধিপত্য অব্যাহত

ফিরে দেখা বিশ্বকাপ ২০১৫

কমল নস্কর

খেলাধুলো করে যে রোলস রয়েস চড়ে সে। পড়াশুনা সংক্রান্ত এই বিখ্যাত প্রবাদটি আপাতত দারুণভাবে প্রযোজ্য খেলার জগতেও। বিশেষ করে ক্রিকেটের জগতে এখন এই বাক্যটি তো খেটে যাচ্ছে ব্যাপকভাবে। ভারতে ক্রিকেট যে ধর্মাচরণের মতো ব্যাপার স্যাপার তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাও আবার বিশ্বকাপের মতো ইভেন্ট হলে তো কথাই নেই। সেই বিশ্বকাপ থেকেই কিনা খালি হাতে ফিরতে হল ভারতকে।

যদিও একটাই স্বান্তনা বাক্য এক্ষেত্রে শোনা যাচ্ছে। তা হল ভারত যতই গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দল হোক না কেন এবার অস্ট্রেলিয়া সফর এবং তার পর ত্রিদেশীয় সিরিজে চূড়ান্ত ব্যার্থতার পর ভারতকে পিকচারেই রাখা হচ্ছিল না। সেই ভারত শেষ পর্যন্ত যেভাবে লাগাতার ছটি ম্যাচ জিতে কোয়ার্টার ফাইনাল এবং এর পর বাংলাদেশকে হারিয়ে সেমিফাইনালে যায় যেভাবে তাকেই অনেক বড় ঘটনা বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তার ওপর ভারত আবার সেমিফাইনালে যে সে দেশের কাছে হারেনি। তাদের হারতে হয়েছে খোদ পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। দীর্ঘদিন অস্ট্রেলিয়া থাকার দরুণ ভারত সে দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের মানানসই করে তুলেছিল, এটাই ভারতের সাফল্যের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। অথচ সেই ইতিবাচক দিকটাই শেষপর্যন্ত কাজ করল ভারতের পক্ষে প্রতিকূল হিসেবে। কারণ সেমিফাইনালে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অজিরাও ভারতীয়দের দারুণভাবে মেপে নিতে পেরেছিল এই কয় মাসে। ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে চূড়ান্ত সফল সেই স্টিভেন স্মিথের ব্যাটের ওপর নির্ভর করেই ভারতের নৌকা ডোবাল ব্যাগি গ্রিন জার্সিধারীরা।

সর্বোপরি নিজের শেষ ওয়ান ডে ম্যাচে অর্থাৎ বিশ্বকাপ ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারানোর মাধ্যমে অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্কও তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারলেন। পঞ্চমবারের জন্য বিশ্বকাপ ঘরে তুলল অস্ট্রেলিয়া। যার ধারে কাছে নেই ক্রিকেট বিশ্বের কোনও দল। অজিদের এই বরণীয় রেকর্ডের থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে দুবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্টইন্ডিজ (১৯৭৫,১৯৭৯) এবং ভারত (১৯৮৩,২০১১)। উল্লেখ্য প্রথম তিনবার যে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ পায়নি তারাই কিনা ১৯৮৭–২০১৫–র মধ্যে পাঁচ পাঁচবার কাপ জিতে বিশ্বকাপের মৌরসিপাট্টা দখলে নিয়ে এলেন। অ্যালান বর্ডার, স্টিভ ওয়া, রিকি পন্টিংয়ের ধারা বজায় রেখে বিজয়ীর টুপি এবার উঠল মাইকেল ক্লার্কের মাথায়। এটাই যেন অজিদের ট্র্যাডিশন। যা আগামী কতগুলি প্রজন্ম ধরে বজায় থাকার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলল এবারেও। ফুটবলে ব্রাজিলের আধিপত্যে ভালো মতো থাবা বসিয়েছে জার্মানির মতো দেশ।

কিন্তু ক্রিকেটের এক থেকে দশ যে আপাতত অস্ট্রেলিয়া তাও প্রমাণ হয়ে গেল এবার। কোনও খেলার জগতে এতটা আগ্রাসন যে কিভাবে আমদানি করতে হয় তা শিখতে হবে অবশ্যই অস্ট্রেলিয়াকে দেখে। মাঠে অজিদের স্লেজিংয়ের সমালোচনায় একসুর হন গোটা ক্রিকেট বিশ্ব। কিন্তু এর মোকাবিলার কোনও রাস্তা এখনও খুঁজে পাওয়া গেল না। এটাই ক্রিকেটীয় জগতের বড় মিস্ট্রি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বকাপের সব থেকে যে বড় দিকটা তা হল বড্ড একপেশে ছিল অধিকাংশ ম্যাচ। অনেক বিশেষজ্ঞ দাবি করছেন ক্রিকেটের পরিধি আরও বাড়িয়ে ক্রিকেট–শিশু দেশগুলিকে বিশ্বকাপে সামিল করা হোক। যদিও এই দাবির পক্ষে একেবারেই কথা বলেনি এবার বিশ্বকাপ খেলা ছোট দলগুলি। একমাত্র ব্যাতিক্রম অবশ্যই বাংলাদেশ। ইংল্যান্ডের মতো ক্রিকেট কুলীন দেশকে যেভাবে বাংলাদেশ ছিটকে দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে যায় তা অবিস্মরণীয়। ভারতের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল সমরেও যেভাবে তারা ভারতকে চেপে ধরেছিল তা অনস্বীকার্য। বলা যায় অনভিজ্ঞতার জন্যই ছিটকে যেতে হল সাকিবুলদের। তাছাড়া নিউজিল্যান্ড–অস্ট্রেলিয়া (গ্রুপ লিগের ম্যাচ), বাংলাদেশ–ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার সেমিফাইনাল মোকাবিলা ছিল এই বিশ্বকাপের সবথেকে বড় আকর্ষণ। নচেৎ ব্যাটসম্যানদের একচেটিয়া প্রাধান্যে ভরপুর বিশ্বকাপের আসর ছিল বড় জোলো। বিশেষ করে গত কয়েকবারের বিশ্বকাপের থেকে অনেকটাই নিষ্প্রভ ছিল ২০১৫–বিশ্বকাপ। ব্যাটসম্যানরাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে বোলারদের হয়ে বুঁদির গড় গড়ে কৃতী হয়ে থাকলেন মিচেল স্টার্ক, মহম্মদ সামি, রিয়াজ আহমেদরা। বোলারদের বধ্যভূমি আগে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি শারজা, ভারতীয় উপমহাদেশের ব্যাটিং পিচে। এবার অস্ট্রেলিয়ার মতো পেস সহায়ক দেশে দেখতে হল ব্যাটিং বিস্ফোরণ। এটাই সব থেকে বড় চমক ২০১৫–র বিশ্বকাপের।

আইপিএলের দামামা

বিশ্বকাপ শেষ তো কী। এবার আবার বাজতে চলেছে আরও এক ক্রিকেট দামামা। সৌজন্যে আইপিএল–৭। অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ায় যখন বিদায়ের সানাই বাজছে তখন আবার ভারতে আইপিএল–কে কেন্দ্র করে শোনা যাচ্ছে উদ্বোধনীর নহবৎ। যথারীতি বিশ্বকাপের তুলকালামকে দূরে সরিয়ে ম্যাকালাম–ক্লার্ক–বিরাট –ধোনি–স্টার্করা নিজেদের মধ্যে মহড়া নিতে তৈরি। গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স যথারীতি তাদের অধিনায়ক গৌতম গম্ভীর এবং কোচ ওয়াসিম আক্রমের সঙ্গে প্র্যাক্টিসে নেমে পড়েছেন। মুম্বইকে চাগাতে এসে গিয়েছেন তাদের কোচ রিকি পন্টিং। সদ্যজাত সন্তানের সঙ্গে খানিক সময় কাটিয়ে চেন্নাইয়ে ঘাঁটি গাড়বেন ভারত অধিনায়ক মাহিও। কিছু দিন আগে এক দলের হয়ে যারা প্রাণপাত করেছেন বিপক্ষকে হারাবার জন্য তাদের অনেকেই শত্রু শিবিরের খেলোয়ারের সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করবেন এই সময়। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের ঐতিহ্য, অস্ট্রেলিয় ক্রিকেটের আগ্রাসন, নিউজিল্যান্ড দলের ধামাকা, দক্ষিণ আফ্রিকার পেস তুবড়ি, পাকিস্তানি মশালা মিলেমিশে রীতিমতো জমজমাট আসর বসবে এবার। কলকাতার হয়ে গলা ফাটাতে দেখা যাবে অস্ট্রেলিয়দের। আবার ধোনির জন্য ঈশ্বরের নাম জপ করবেন কোনও বিদেশিও।

মনের খেয়াল

ধাঁধা

‘বিদ্যা’ শেষ করেনি বলে
রা দেয় না ‘রাধা’
‘নবদ্বীপে’ বদ্বীপ নেই
যেখাসে সেখানে কাদা
‘পাগলার’ পালা শেষ হল
‘রমার’ মা গিয়েছেন তাই
একটি অক্ষর দুবার নিলেই
উত্তর পাবে ভাই।

– জে এন রায়

টিপস: ‘‘ এই চিহ্নের শব্দগুলো ভালো করে দেখ

এসএমএস–এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে ১০ এপ্রিল ২০১৫–এর মধ্যে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

গত সংখ্যার উত্তর

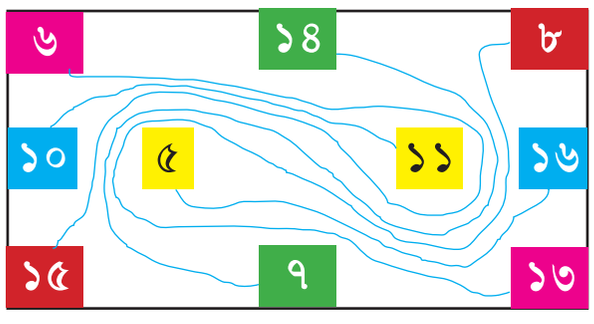

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

জেনে রেখো জেনে রেখো জেনে

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মৃত্যু : ২৬ চৈত্র, ১৩০০

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত। ‘বন্দেমাতরম্’ মন্ত্রের উদ্‌গাতা। নিজের বলিষ্ঠ লেখনীতে সারা দেশের ঘুম ভাঙিয়ে ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম বি এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী। আইন অধ্যয়ন সমাপন করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন। ‘বঙ্গদর্শন’ স্থাপন ও ব্যক্তিগত চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করন। ঔপন্যাসিকরূপে খ্যাতির শিখরে আরোহন করেন। ছেলেবেলায় ‘সংবাদ প্রভাকর’–এ কবিতা প্রকাশ করেন। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুন্ডলা, আনন্দমঠ, বিষবৃক্ষ, রাজসিংহ প্রভৃতি উপন্যাস এবং কমলাকান্তের দপ্তর, বিবিধ প্রবন্ধ, লোকরহস্য প্রভৃতি রচনা করে অমর হয়ে আছেন।

বিপ্লবীনায়ক অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য
জন্ম : ৫ এপ্রিল, ১৮৮২

আজীবন বিপ্লবী কর্মী। ছাত্রাবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম সহকর্মী ছিলেন। যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম নবশক্তি প্রভৃতি পত্রিকার সাছে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মানিকতলা বোমার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য দীর্ঘকাল পর মুক্তি লাভ করেন। দেশবন্ধু কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হলে—অবিনাশচন্দ্র পৌরসভার মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদনায় নিযুক্ত হন।

দেশবন্ধু জগমোহন বসু,
মৃত্যু : ৮ এপ্রিল, ১৯৬৩

উত্তর কলকাতার জনপ্রিয় জননেতা। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ও ‘পুয়োর ব্রাদার্স’ নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। পরে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য কারারুদ্ধ হন। আইনজীবীরূপেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল।

দীনবন্ধু সি এফ এন্ড্রুজ,
মৃত্যু : ৫ এপ্রিল, ১৯৪০

ভারতের অকৃত্রিম হিতৈষী ও সমাজসেবী। দীনবন্ধু এন্ড্রুজ ভারতের কল্যাণ ও স্বাধীনতালাভের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ–বৈষম্যের বিরুদ্ধে ও পরবর্তী যুগে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁকে পুরোধারূপে দেখা যায়। এন্ড্রুজ দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপকের পদ ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন। সমাজ–সেবার কাজে তিনি মহাত্মা গান্ধীরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দীনবন্ধু এন্ড্রুজ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

দেশভক্ত ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস
মৃত্যু : ৪ এপ্রিল, ১৯৫০

খ্যাতিমান চিকিৎসক ও জনসেবক। শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করেন। সেবাকার্যের জন্যে তিনি একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। পরবর্তীকালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে যোগদান করেন। স্বদেশী শিল্পের সর্ববিধ উন্নতিবিধানে অগ্রণী ছিলেন। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি—‘ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ’ প্রতিষ্ঠা। তিনি তাঁর কর্মবহুল জীবনে বহু ছাত্রদের মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষাদান করেন।

নরেন্দ্রমোহন বসু
মৃত্যু : ৮ এপ্রিল, ১৯৭৯

ঢাকায় বিদ্যালয়ে পড়বার সময়ই ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন। পরে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়ে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৩, ১৯৪১ এবং ১৯৪৪ মোট তিনবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। শেষ জীবনে ‘অনুশীলন ভবন’ ও ‘নিখিলবঙ্গ শহিদ ও দেশসেবক স্মৃতি সমিতি’–র সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন।

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

১

২

৩

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।